চাকরির
নানা খবর
দুয়ের পাতায়

৫৯ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ
সমিতির সাংস্কৃতিক
বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৫৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ২৩ ফাল্গুন – ২৯ ফাল্গুন, ১৪৩১ ঃ ৮ মার্চ – ১৪ মার্চ, ২০২৫
Kolkata : 59 year : Vol No.: 59, Issue No. 19, 8 March - 14 March, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

তদন্ত নথি ঘিরে হৈচৈ বঙ্গে

বিশেষ সংবাদদাতা : বিশেষ কোনো কারণ না ঘটলে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচন হতে আর বছর খানেক বাকি। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঘর গোছাতে শুরু করেছে। দিল্লি ছোটাছুটি করছেন বিরোধী দল বিজেপির নেতারা। সাংগঠনিক সভা করেছেন শাসক দল তৃণমূলের নেত্রী। সিপিএম সদ্য সম্মেলন শেষ করে স্ট্রাটেজি ঠিক করতে ব্যস্ত। কংগ্রেস গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরই মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কুন্তল ঘোষ, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে অভিযুক্ত দেখিয়ে চতুর্থ চার্জশিট পেশ করে বাংলায় শোরগোল ফেলে দিয়েছে সিবিআই। হৈচৈএর প্রধান কারণ চার্জশিটে দেওয়া ওই তিনজনের একটি বৈঠকের অডিও রেকর্ডিং, যাতে সুজয়কৃষ্ণের মুখে শোনা গিয়েছে অভিষেক ব্যানার্জী নামটি। যদিও অন্যদের পরিচয় উল্লেখ করলেও কে এই অভিষেক ব্যানার্জী তা খোলসা করেনি সিবিআই। আর এতেই চরম হৈচৈ শুরু হয়েছে সারা বাংলা জুড়ে।

নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের শম্বুক গতি নিয়ে সিবিআই যখন বার বার বিশ্বাস হারাচ্ছে, মানুষ যখন সুবিচারের আশা ছেড়ে মাথার হদিস আর মিলবে না বলে ধরে নিয়েছে তখন এই চার্জশিট আলোড়ন ফেলে দিয়েছে রাজ্য জুড়ে। এই আলোড়নকে আরও ঘনীভূত করে দিয়েছেন স্বয়ং তৃণমূল দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর আইনজীবী। অভিষেক দলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজেই বলছেন চার্জশিটে দুবার তাঁর নাম করা হয়েছে। তাঁর আইনজীবী সিবিআইয়ের অভিষেককে তাঁর মক্কেল বলে ধরে নিয়ে মানহানির লিখিত অভিযোগ এনেছেন। এই ক্লাইমাক্সকে আরও মাখো মাখো কর দিচ্ছে বাংলার সংবাদ মাধ্যমগুলি। সেখানে প্রচারিত হচ্ছে কথোপকথনের ধারা বিবরণী যা শুনে বঙ্গবাসীর চক্ষু চড়কগাছ। কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠের নমুনা যে এভাবে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করবে তা সত্যি বিশ্বাস করা কঠিন। এর সঙ্গে সিবিআই পেশ করেছে সাক্ষীদের গোপন জবানবন্দি যাতে রয়েছে রোমহর্ষক সব ঘটনাক্রমের বিবরণ। সব মিলিয়ে বাঙালির মাথায় এখন ঝনঝন করছে দুর্নীতি।

এত কিছু সত্ত্বেও দ্বিধা কাটছে না মানুষের। এখনও প্রশ্ন জাগছে, মাথার হদিস কি আদৌ পাওয়া যাবে? সকলে যাকে ভাবছে সে না হয়ে মাথা কি তবে অন্য কেউ? প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক কারণ অভিষেক বলেছেন, সিবিআই ভাববাচ্যে কথা বলছে। সাহস নেই সরাসরি বলার। যদি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রমাণ হয় তাহলে তিনি ফাঁসিকাঠে ঝুলে পড়বেন। সিবিআই কেনই বা তাদের অভিষেক ব্যানার্জির পরিচয় গোপন করল তা বুঝতে হিমশিম অবস্থা মানুষের। যদিও সিবিআইয়ের তরফে এর কোনো উত্তর না মেলায় চর্চার গতি বাড়ছে আগুনের গতিতে। এর মধ্যে যাদবপুর কাণ্ডে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর, বিরোধী দলনেতার দিল্লি গমন বঙ্গের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

যে দুর্নীতির তদন্ত হিমঘরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল ভোটের এক বছর আগে তা যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে এক চার্জশিটেই। সবাইয়ের বদ্ধ ধারণা জন্মাতে শুরু করেছে মাথার হদিস এখন কাপ আর ঠোঁটের তফাতে। সেই আশাতে কাঁপছে বঙ্গবাসীর দুর্নীতি ক্লান্ত মন।

আশঙ্কা সত্যি করে

প্রথম সিঁড়িতেই পিছল খাচ্ছে নির্বাচন কমিশন

শক্তি ধর

২০২৩ সালের ১৫ জুলাই আলিপুর বার্তায় 'গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়িটাই বড় পিচ্ছিল, হড়কে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল' শিরোনামে লিখেছিলাম ভুয়ো ভোটারের শ্যাওলায় কিভাবে বিপদজ্জনক হয়ে রয়েছে নির্বাচনের প্রথম ধাপ ভোটার তালিকা। বছর দুয়েক কাটতে না কাটতে আশঙ্কা সত্যি করে রাজনৈতিক দলগুলির ধাক্কায় সেই সিঁড়িতেই হড়কাচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কার্যত স্বীকার করে নিতে হচ্ছে ভোটার তালিকা জুড়ে ভুয়ো ভোটারের উপস্থিতি।

অবশ্য ভোটার তালিকা তৈরির প্রক্রিয়া সম্পর্কে যারা অবহিত তারা জানেন এই অভিযোগের সামনে নির্বাচন কমিশন অসহায়। কারণ ভোটার তালিকা নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা খাতায় কলমে নির্বাচন কমিশনের আদেশে কাজ করলেও এরা কেউই সরাসরি কমিশনের অধীনে নেই, সকলেই রাজ্য সরকারের বেতন ভাতা ভোগী কর্মচারী। ফলে ডিইও থেকে বিএলও সকলেই নির্বাচন কমিশনের ভাড়া করা সৈনিক। নিজেদের দৈনন্দিন কাজের সঙ্গে ভোটার তালিকা তৈরির কাজ করেন। তাও আবার তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুলতে হয়। একে তো কর্মীর অভাবে ভুগছে দপ্তরগুলি তার উপর যোগ্য কর্মীর সংখ্যা হাতে গোনা। ফলে যোগ্যতার বিচার না করেই চালাতে হচ্ছে ভোটার তালিকার মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আবার একেবারে নিচের তলায় তথ্য সংগ্রহের কাজ করা বিএলও দের বেশিরভাগই অস্থায়ী কর্মী। নিজেদের কাজের সঙ্গে সামান্য ভাতার বিনিময়ে ভোটার তালিকা নির্মাণের কাজ করেন তারা। এই দুর্বল পরিকাঠামো নিয়ে কিভাবে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরী করা সম্ভব তা ভেবে দেখার সময় এসেছে নির্বাচন কমিশনের।

এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে যারা সরকারে আছেন তারা এই পরিস্থিতির কথা জানেন না। সকলে সবকিছু জানা সত্ত্বেও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে বিরোধী নেতারা চিরকালই ভোটার তালিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এবার অবশ্য বঙ্গের চিত্রটা কিছুটা অভিনব। বিরোধীদের সঙ্গে শাসক দলের নেতারাও ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা নিয়ে সোচ্চার। তাদের অভিযোগ, ভোটার তালিকায় বহিরাগতদের নাম ঢুকিয়ে বিজেপিকে সুবিধা করে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আবার বিরোধী বিজেপি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে শাসক দলের কথামতো কিভাবে অফিসাররা অনুপ্রবেশকারী সংখ্যালঘু ভুয়ো নাম ভোটার তালিকায় ঢুকিয়ে এরপর পাঁচের পাতায়

নেই জেটিঘাট বিপদে মানুষ

রবীন দাস, ঘোড়ামারা : মূল ভূখণ্ড থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন সাগরের ঘোড়ামারা দ্বীপ। এই দ্বীপের সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল জলযান। অথচ এই দ্বীপেই নেই কোনও জেটিঘাট। তাই এই এলাকার বাসিন্দাদের বিপজ্জনকভাবে ভুটভুটিতে ওঠা নামা করতে হয়। বিশেষত ছোট ছোট শিশুদের ভুটভুটি থেকে ওঠাতে ও নামাতে এলাকার বাসিন্দাদের সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়তে হয়। এমনকী মালপত্র নামানো ও তোলার ক্ষেত্রেও সমস্যা তৈরি হয়। নদীতে ভাটার সময় ও বর্ষাকালে এই সমস্যা আরও দ্বিগুণ হয়ে যায়। মূলত নদী বাঁধ ভাঙনের কারণে দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা থেকেই গিয়েছে।

এবার ঘোড়ামারা দ্বীপের রায়পাড়া এলাকায় জেটিঘাট নির্মাণের দাবি তুললেন এলাকাবাসী। কারণ বোল্ডার ফেলার পর থেকে ওই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে কোনও ভাঙন হয়নি। এলাকাবাসীর দাবি, রায়পাড়া এলাকায় জেটিঘাট নির্মাণ করা হলে সেটি স্থায়ী হবে। জানা গিয়েছে, প্রতিদিন এই দ্বীপ থেকে একটি ভুটভুটি কাকদ্বীপে ১০বার যাতায়াত করে। অর্থাৎ ৫বার কাকদ্বীপে যায় ও ৫বার ফিরে আসে। প্রতিদিনই এক হাজারেরও বেশি মানুষ এই ভুটভুটিতে যাতায়াত করে। কিন্তু জেটিঘাট না থাকার কারণে তাঁদের বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করতে হয় তাদের।

তবে এই বিষয়টি নিয়ে জেলার পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সন্দীপ কুমার পাত্র তিনি জানান, 'বিষয়টি সম্পূর্ণ ঠিক যে নদীবাঁধের ভাঙ্গনের কারণে দীর্ঘ কয়েক বছর আগে থেকেই এখানে কোন জেটিঘাট তৈরি করা সম্ভব হয়নি। এলাকার মানুষজনের যে বিষয়টি নিয়ে বলছে রায়পুর এলাকায় ওই রায়পুর এলাকায় একটি নির্দিষ্ট চর পড়েছে, তবে এই বিষয়টি নিয়ে আমরা একটি ভাবনাচিন্তা রয়েছে খুব শীঘ্রই ঘোড়ামারা দ্বীপের একটি ঘাটের ব্যবস্থা অবশ্যই তারা তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে।'

বিবেক ভারতী লাইব্রেরী

বেহাল ভবনে আতঙ্কে দিন কাটে লাইব্রেরিয়ানের

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার দপ্তর অনুমোদিত ডায়মন্ডহারবার ২ নম্বর ব্লকে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বিবেক ভারতী পাঠভবন এরিয়া লাইব্রেরী দীর্ঘ ১৬ বছর বন্ধ থাকার পর এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে পুনরায় চালু হল নতুন গ্রন্থাগারিক নিয়োগের মাধ্যমে। নিচের তলায় সরকার অনুমোদিত রামকৃষ্ণ মিশন বিবেক ভারতী পাঠভবন সাব ডিভিশন লাইব্রেরী ও আছে। যেটি খোলা থাকলেও ওখানে কোন গ্রন্থাগারিক নেই। মিশনের পক্ষ থেকে একজনকে সামান্য কিছু অনারিয়ামের মাধ্যমে দেখাশোনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দ্বিতল এই ভবনটির বেহাল অবস্থা দিন দিন প্রকট হচ্ছে। এরিয়া লাইব্রেরীর যিনি লাইব্রেরিয়ান হিসেবে দায়িত্বে এসেছেন তার নাম ইরাবন্ত কীর্তনীয়া। তিনি জানাচ্ছেন যে, 'দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে এই গ্রন্থাগারের মূল্যবান বইগুলো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়েছে। অনেক মূল্যবান গ্রন্থ এখানে আছে। ছাদে ফাটল দেখা দেওয়ায় বর্ষাকালে এখানে জল পড়ে গ্রন্থাগারের মধ্যে। সারা ভবনটিতেই বট অশ্বত্থ গাছে ছেয়ে গেছে। গ্রন্থাগারের অনেক মূল্যবান বই পোকাতেও কেটেছে। এমনকী ভবনটিতে ইলেকট্রিক থাকলেও দীর্ঘদিন সেগুলো ব্যবহার না হওয়ায় সব বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে না এবং পুরনো আমলের ফ্যান চালাতেও ভয় করে কারণ কখন যদি মাথায় ভেঙে পড়ে। যে টয়লেট আছে তা ব্যবহারযোগ্য নয়। এমনকী পানীয় জলের সে রকম কোনো ব্যবস্থাও নেই। ওই লাইব্রেরিয়ান আরো বলেন, সকাল ১১টা থেকে ৬ টা পর্যন্ত আমি একা একা ভয়ে বা আতঙ্কে থাকি।

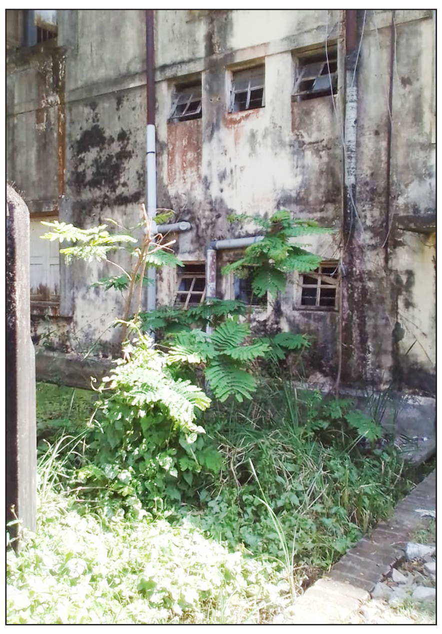

এরপর পাঁচের পাতায়

পোস্ত জমিতে অভিযান, ধৃত ২

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েতের সাহেবনগর এলাকায় পোস্ত চাষের জমিতে ব্যাপক পুলিশি অভিযানে চাঞ্চল্য ছড়াল। ৫ মার্চ দুপুরে প্রত্যন্ত ওই এলাকার প্রায় ছয় কাঠা জমিতে অভিযান চালিয়ে বেআইনি পোস্ত চাষ নষ্ট করে ২ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কাটোয়া থানার সীমান্তবর্তী সাহেবনগর গ্রামটি ভাগীরথী নদীর বামতীরে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। ভৌগলিক দিক থেকে এই অঞ্চলটি বেশ নিরিবিলি এবং কাটোয়া শহর থেকে বহুদূরে। যাতায়াত ব্যবস্থাও অতটা সুগম নয় এবং বেশ কষ্টসাধ্য। এলাকার বাসিন্দাদের নদী পেরিয়ে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতাল, শহর সহ ব্লক অফিস, রেলস্টেশন প্রভৃতি জায়গায় যাতায়াত করতে হয়। প্রত্যন্ত এই এলাকায় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা সহ আইনশৃঙ্খলার অবনতি হলে তড়িঘড়ি পুলিশ–প্রশাসনের পৌঁছে যাওয়াটা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এই দুর্গমতার সুযোগে সাহেবনগর এলাকায় বিরাট অংশজুড়ে দেড় যুগ আগেও বেআইনি পোস্ত চাষের রমরমা ছিল। তবে, ধারাবাহিক পুলিশি অভিযানে দীর্ঘদিন বেআইনি পোস্ত চাষ করতে কেউ সাহস পায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা

ট্যাব নিয়েও অনুপস্থিত প্রায় ৫০ হাজার পড়ুয়া

কল্যাণ রায়চৌধুরি : উত্তর ২৪ পরগণার বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন উচ্চমাধ্যমিক সংসদ সচিব ড. প্রিয়দর্শিণী মল্লিক। এদিন তিনি উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়া, অশোকনগর, মছলন্দপুরের প্রায় ১০টি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরীক্ষা কেন্দ্রে মেটাল ডিটেক্টর, সিসি ক্যামেরা, আলো, জল, নিরাপত্তা ইত্যাদির ব্যবস্থা পর্যাপ্ত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি খতিয়ে দেখেন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলির অন্যান্য ব্যবস্থাপনাও। তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ অজিত সাহা সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষরা। পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

তবে এবছর ট্যাব নিয়েও প্রায় ৫০ হাজার ছাত্রছাত্রী উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছেনা বলে উল্লেখ করে সংসদ সচিব বলেন, 'বয়সজনিত জটিলতার কারণে ২০২৩ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। সেই ব্যাচটাই এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে।

এরপর পাঁচের পাতায়

একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলার শিল্পাকাশে মেঘের ঘনঘটা

ওঙ্কার মিত্র

দুদিনের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলন শেষ হয়েছে সবে ১মাস। দেশ বিদেশের তাবড় শিল্পপতিদের সামনে বাংলার শিল্পাকাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বসন্তের রঙ ছড়িয়েছিলেন তা কি ফিকে হয়ে পড়ল সামান্য ব্যবধানে। ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব, ১১২টি মউ, দেউচা পাচামী খনন শুরু, অশোকনগরে ওএনজিসি তেল উত্তোলনে জমি প্রদান এসব ছিল এবারের বিজিবিএসের সফলতার প্রতীক। কিন্তু সরকারি সিনার্জি কমিটির প্রথম বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে আধিকারিকদের সতর্ক করলেন তাতে ধরা পড়ল বাংলার শিল্পাকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা।

তোলাবাজি থেকে জমি দেওয়া, দমকল ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র সর্বক্ষেত্রেই গড়িমসির অভিযোগ নিজেই এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জমির কনভারশন ও মিউটেশন কেন অর্থের বিনিময়ে হচ্ছে তা নিয়ে ভূমি সচিব বিবেক কুমারকে প্রশ্ন করেন মমতা। তিনি পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ১ মাসের মধ্যে অনুমতি দিতে হবে। নজরদারি করতে মুখ্যসচিবের অধীনে রিয়েল টাইম ট্র্যাকিং সিস্টেম তৈরি করার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অযথা সমস্যা তৈরি করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন শ্রমিক সংগঠনগুলিকে। কে আমার লোক, কে অন্যের লোক এসব না দেখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর পরিষ্কার বার্তা কাজে যে দেরি করবে তাকে পস্তাতে হবে। উল্লেখ্য, বীরভূমের দেউচা পাচামীতে খনন কাজ শুরু করার কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করার পরেও তা বিক্ষোভে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বিড়ম্বনায় পড়েছে বাংলার শিল্পভাগ্য। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে যে, শিল্প সম্মেলনে এত রঙিন ফানুস

উড়াবার পর কেন মুখ্যমন্ত্রীকে শিল্প স্থাপনের জন্য সতর্কবার্তা দিতে হচ্ছে? তবে কি বাংলার সরকারি প্রশাসন এখনো শিল্পের ক্ষেত্রে অলসতার শিকার? কেন শিল্প সম্মেলনের আগেই এই ধরনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল না? এবারের সম্মেলনে অনেকগুলি প্রধান লক্ষ্যের মধ্যে ছিল পর্যটন শিল্প। সেক্ষেত্রেও সম্ভবত কাজ তেমন কিছুই এগোয় নি। তাই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা সহ রাজ্যের বেশ কিছু জেলায় রাস্তাঘাট, জল সহ পরিকাঠামোর উন্নতি দাবি জানিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে দাবি পত্র পেশ করতে চলেছে বণিকসভা মার্চেন্ট চেম্বার। তাদের মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে রাজ্যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও পরিকাঠামোর অভাবে তা ধুঁকছে। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাজ্যের পর্যটনের উন্নয়নের নানা পরিকল্পনা রচনা করেছেন। তবু এখনো তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত কেন হল না তা নিয়ে চিন্তিত বণিকমহল। প্রশাসনের কোথায় গাফিলতি হচ্ছে এক্ষেত্রে তা খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি।

গত বছর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী অভিযোগ করেছিলেন ১৯৪৭ সালে দেশের শিল্প উৎপাদনে বাংলার অংশগ্রহণ ছিল ২৪ শতাংশ। সেখানে ২০২১ সালে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩.৫ শতাংশ। এই অভিযোগ খন্দন করতে ৩৪ বছরের শাসনে নাকি বহু চেষ্টা করেছেন জ্যোতিবাবু এবং বুদ্ধবাবু। তবু তা সফল হয়নি। ক্ষমতায় আসার পর থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন বাংলায় শিল্পায়নের গতি বাড়াবার জন্য। চলিত সপ্তাহের সিনার্জি কমিটির বৈঠক বলে দিচ্ছে তিনিও এক্ষেত্রে স্লথ এবং অলস প্রশাসনের শিকার।

মানুষের কাছে বাংলার শিল্পায়ন নিয়ে এই পরিস্থিতি মোটেই কাম্য নয়। কেন কোনও সরকার এখনও বাংলার শিল্পে খড়া কাটাতে পারছে না, তা ভেবে দেখা দরকার। শিল্প বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা বাংলায় যতদিন দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন এবং তোলাবাজি চলবে। শিল্পের স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : দিল্লিতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও

রোহিঙ্গাদের চিহ্নিত করে তাদের ফেরত পাঠাতে কেন্দ্রকে নির্দেশ দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। নির্দেশে বলা হয়েছে দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে বিষয়টিকে কড়াভাবে দেখতে হবে।

রবিবার : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়েবকুপার সম্মেলনে যোগ দিতে

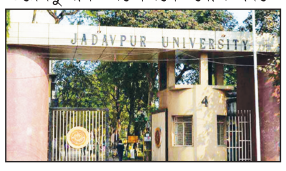

রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী আসতেই ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবিতে তাঁকে ঘিরে শুরু হয় ছাত্র বিক্ষোভ। কাঁচ ভাঙলো মন্ত্রীর গাড়ির, গাড়ির ধাক্কায় গুরুতর আহত হল পড়ুয়া, এক ছাত্র হাসপাতালে ভর্তি।

সোমবার : পদের মেয়াদ ফুরোতেই সেবির সদ্য প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মাধবী

পুরি বুচের বিরুদ্ধে শেয়ার বাজারে প্রতারণা ও দুর্নীতির অভিযোগে মহারাষ্ট্র পুলিশের দুর্নীতি দমন শাখাকে এফআইআর দায়েরের নির্দেশ দিল মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালত।

মঙ্গলবার : আসন পুনর্বিন্যাস নীতি কার্যকর হলে সংসদে তামিলনাড়ুর

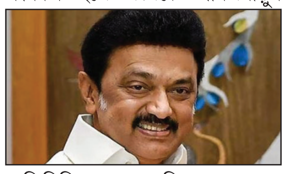

প্রতিনিধিত্ব ও অনুপাতিক করের হার কমার আশঙ্কায় তামিল দম্পতিদের ১৬টি করে সন্তানের লক্ষ্য নেওয়া উচিত বলে এক গণবিবাহের অনুষ্ঠানে বললেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন।

বুধবার : ফের শিরোনামে উত্তর ২৪ পরগণার সন্দেশখালি। অভিযোগ,

সন্দেশখালি ২ ব্লকের বেড়মজুর ২ পঞ্চায়েতের শেখ শাহজাহান ঘনিষ্ট তৃণমূলের প্রধান এক সরকারি বৈঠকে সরকারি অধিকারিকদের গালিগালাজ ও হাত পা কেটে নেওয়ার হুমকি দেয়।

বৃহস্পতিবার : আদালতে নথি পেশ করে সিবিআই জানালো

অর্পিতার মত কুন্তল ঘোষের ফ্ল্যাটেও জমা হত নিয়োগ দুর্নীতির কোটি কোটি টাকা। সাক্ষীদের গোপন জবানবন্দি থেকে উঠে এসেছে এমন নানা অজানা তথ্য বলে জানিয়েছে সিবিআই যা আদালতে প্রমাণ হিসাবে গণ্য হবে।

শুক্রবার : হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে জখম ছাত্রের অভিযোগের ভিত্তিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কাণ্ডে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, অধ্যাপক ওমপ্রকাশ মিশ্র ও ব্রাত্য বসুর গাড়ির চালকের বিরুদ্ধে ইচ্ছাকৃত আঘাত, যৌন নিগ্রহ, মারার হুমকি, খুনের চেষ্টা ও সম্মিলিত অপরাধ ধারায় এফআইআর রুজু হল।

সবজান্তা খবরওয়ালা

শরীর নিয়ে নানা কথা

গাছপালায় ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
ডায়াবেটিক কাউন্সিলর

গুড়মার বা মেষশৃঙ্গি নাম শুনেছেন হয়তো বা! কিন্তু গাছটি দেখতে কীরকম। কেমন আবার মেষের শিঙ্গের মতো ফলগুলো পাকানো পাকানো। তা গুড়মার নামটা আবার এলো কোথা থেকে? সে এক মজার ব্যাপার। কোনওরকম মিষ্টি খাওয়ার আগে এ গাছের পাতা দুচারটে খেয়ে নিলে বুঝতেই পারবেন না যে মিষ্টি খাচ্ছেন–গুড়কে পর্যন্ত মেরে দেয় যে তাই গুড়মার! এই গাছের পাতার মধ্যে গিমনেমিক অ্যাসিড আছে যা মানুষের খাওয়ার থেকে শর্করা প্রবেশের পথকে রোধ করে। এখন তো ঘৃতকুমারি মানে অ্যালোভেরা রস খাওয়ার কথা অনেকে বলে। এই অ্যালোভেরা তো ৩৫০০ বছর আগের রানী ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যের গোপন রহস্য। রানী ক্লিওপেট্রা গাধার দুধ দিয়ে স্নান করতেন আর প্রসাধন হিসেবে ব্যবহার করতেন এই অ্যালোভেরা। তা কি আছে এই ঘৃতকুমারিতে দেখা যাক! গ্লুকোজ ছাড়া স্যাক্কারাইড, ম্যাগনেশিয়াম ল্যাকটেট, অজৈব পদার্থের মধ্যে স্যালিসাইলেট জিব্বারেলিন। কিছু উৎসেচক যেমন ব্রাডিকাইনেজ ছাড়াও, ভিটামিন, অ্যামিনো অ্যাসিড, লিগনিন এবং অবশ্যই এরা রক্ত শর্করা নিয়ন্ত্রণে এক অমোঘ অস্ত্র। এবার আপনাদের এক তেতো আশীর্বাদের কথা বলব। আমাদের আটপৌঢ়ে নিমপাতা গো! নিম গাছকে গ্রামের ওষুধ ঘর বলে সবাই। গ্রামের ওষুধ ঘরই বলে সবাই ওয়ার্ল্ড নিম কনফারেন্স ১৯৯৩ সাল নাগাদ অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে বলেছে–নিমগাছকে বলা উচিত আশ্চর্য গাছ। বেশি না এই ৫ গ্রাম করে নিমপাতা বাটা বা পাতার পেস্ট যদি ইনসুলিন নেওয়া ডায়াবেটিক পেশেন্টকে খাওয়ানো হয় মাসখানেকের মধ্যে ইনসুলিনের মাত্রা ৩০–৫০ শতাংশ কমে যেতে বাধ্য।

আর একটি তেতো সবজির নাম না নিলে অন্যায় করা হবে। কি নাম বলুন তো– করলার মধ্যে নন স্যাপোজেনিক ওর‍্যালি হাইপোগ্লাইসেমিক অ্যাসিড আছে যা ইনসুলিন নিঃসরণে সাহায্য করে। উচ্ছে সেদ্ধ বা করলা রোজ খেতে পারলে খুব ভালো হয়। আমেরিকা তো এর পেটেন্ট নিয়ে খুব উঠে পড়ে লেগেছে। তিনটে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে...

যে এদের এই যে নন সাপোজেনিক ওরালি অ্যাকটিভ হাইপোগ্লাইসেনিক কম্পাউন্ড এই তিনটি ইঁদুরের কোষে CaZ" XII– International conference on pharmacology montreal, canada 1996.

(চলবে)

পরেরবার বলবো তুলসীর কথা

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৮ মার্চ – ১৪ মার্চ, ২০২৫

মেষ রাশি : যে কোনো কাজে হঠকারি সিদ্ধান্ত থেকে বিরত থাকুন। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে উপার্জন হলেও আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতি বা চুরি বা পকেটমার থেকে সাবধান। প্রতারকের থেকে ঠকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। দাম্পত্য সম্পর্কের উন্নতি।

প্রতিকার : হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তান থেকে কোনো সুসংবাদ পেতে পারেন। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। পারিবারিক সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বাত জনিত রোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি।

প্রতিকার : শুক্রবার লক্ষ্মী দেবীর পুজো করুন।

মিথুন রাশি : সাহিত্য কবিতা গল্প প্রভৃতি লেখনী শিল্পসত্ত্বার বিকাশের সঙ্গে আর্থিক উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। হস্তশিল্প জাত দ্রব্য তথা সৃষ্টিশীল কর্মে নতুন দিশার সন্ধান পেতে পারেন। সন্তানের কর্মক্ষেত্রে বদলির সম্ভাবনা। সন্তান থেকে সুখ পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ থাকবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন বিষ্ণু সহস্র নাম জপ করুন।

কর্কট রাশি : স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে উন্নতিতে সমস্যার চেয়ে ববসার প্রসারতায় বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা। তীর্থভ্রমণ, উচ্চশিক্ষায় ও গবেষণায় সাফল্য। আয় ভাব খুব শুভ নয়। সর্তকতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন।

প্রতিকার : মঙ্গলবার গরিবদের অন্নদান করুন।

সিংহ রাশি : মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। স্বজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে, গবেষণায়, উচ্চশিক্ষায় শুভ ফল লাভ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন লিঙ্গস্তকমের জপ করুন।

কন্যা রাশি : কাজকর্মে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। অন্যকে দোষারোপ না করে নিজের জিনিস যত্ন করে রাখার চেষ্টা করুন। সন্তান থেকে সুখ। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসা ক্ষেত্রে ঝুঁকি কিছুটা থাকবে। দাম্পত্য সুখ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শুভ সময়। সাবধানে চলাফেরা করুন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওং দুর্গায় নমঃ' জপ করুন।

তুলা রাশি : অকারণে কোনও বিষয় নিয়ে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চাকরিক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুকি থাকার সম্ভাবনা। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : রবিবার সূর্যদেবের পুজো দেবেন।

বৃশ্চিক রাশি : ব্যবসায় সাফল্য হলেও অর্জিত অর্থের ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মস্থলে সহকর্মীদের ষড়যন্ত্রের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য। ব্যবসা ক্ষেত্রে প্রসারতায় সমস্যা এলেও তা কাটিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। উচ্চ কর্তৃপক্ষের সুজনরে থাকার সম্ভাবনা কম। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২৭ বার 'ওঁ ভোমায় নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : সন্তানের উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। সঞ্চিত অর্থের ব্যয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা স্বজনের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদ হওয়ায় সম্ভাবনা। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি দরুণ কর্মক্ষেত্রে বিপত্তির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিনি ১১ বার 'ওঁ শিব ওম শিব ওম' জপ করুন।

মকর রাশি : ব্যবসায় সাফল্য। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। জ্যোতিষ চর্চায় আগ্রহ বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনের সঙ্গে মতানৈক্য। ভ্রমণ আপাতত না রাই শ্রেয়। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধি। পাড়া–প্রতিবেশির সঙ্গে বিবাদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে। শেয়ার মার্কেটে শুভ ফল পেতে পারেন।

প্রতিকার : লিঙ্গস্তকম প্রতিদিন জপ করুন।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় বিনিয়োগে শুভ ফলাফলের সম্ভাবনা। জ্ঞাতি শত্রু থেকে সাবধান। ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্যের যত্ন নিন। ঠাণ্ডা জনিত রোগে প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : শনিবার দিন শনির পুজো করুন।

মীন রাশি : হঠাৎ কোনো অর্থপ্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কাজে স্বীকৃতির সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। স্বামী–স্ত্রীর যৌথ উদ্যোগে পারিবারিক সমস্যা সমাধানে বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। সন্তান থেকে মানসিক শান্তি বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য এবং মান–সম্মান বৃদ্ধি। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তরে লেকচারার

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি: রাজ্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার / অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার জন্য ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট NET, অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার্ভিস (ARS), সাবজেক্ট ম্যাটার স্পেশালিস্ট (SMS) ও সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার (STO) পরীক্ষার মাধ্যমে কয়েকশো ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

নেওয়া হবে এইসব শাখায় : অ্যাগ্রিকালচারাল বায়োটেকনোলজি, অ্যাগ্রিকালচারাল এন্টোমোলজি, বটানি অ্যান্ড প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্স, জেনেটিক্স অ্যান্ড প্লান্ট ব্রিডিং, নেমাটোলজি, প্ল্যান্ট বায়ো– অ্যাগ্রিকালচারাল মাইক্রোবায়োলজি, ইকনমিক কেমিস্ট্রি, প্ল্যান্ট প্যাথলজি, প্ল্যান্ট ফিজিওলজি, সীড সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, ফ্লোরিকালচার অ্যান্ড ল্যান্ডস্কেপিং, ফ্রুট সায়েন্স, স্পাইসেস, প্ল্যান্টেশন অ্যান্ড মেডিসিনাল অ্যান্ড অ্যারোমেটিক প্ল্যান্টস, ভেজিটেবিল সায়েন্স, অ্যানিম্যাল বায়ো কেমিস্ট্রি, অ্যানিম্যাল বায়োটেকনোলজি, অ্যানিম্যাল জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং, অ্যানিম্যাল নিউট্রিশন, অ্যানিম্যাল ফিজিওলজি, অ্যানিম্যাল রিপ্রোডাকশন অ্যান্ড গাইনোকলজি, ডেয়ারি কেমিস্ট্রি, ডেয়ারি মাইক্রোবায়োলজি, ডেয়ারি টেকনোলজি, লাইভস্টক প্রোডাক্ট টেকনোলজি, লাইভস্টক প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, পোল্ট্রি সায়েন্স, ভেটেরিনারি মেডিসিন, ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজি, ভেটেরিনারি প্যারাসিটোলজি, ভেটেরিনারি প্যাথলজি, ভেটেরিনারি ফার্মাকোলজি, ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ, ভেটেরিনারি সার্জারি, অ্যাকোয়াকালচার, ফিশারিজ রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, ফিশ প্রসেস টেকনোলজি, ফিশ নিউট্রিশন, ফিশ হেলথ, ফিশ জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং, অ্যাগ্রিকালচারাল কেমিক্যাল, অ্যাগ্রিকালচারাল মেটেরোলজি, অ্যাগ্রোফরেস্ট্রি, অ্যাগ্রোনমি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, সয়েল সায়েন্স, অ্যাগ্রিকালচার বিজনেস ম্যানেজমেন্ট, অ্যাগ্রিকালচারাল ইকনমিক্স, অ্যাগ্রিকালচারাল এক্সটেনশন, অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্যাটিস্টিক্স, হোম সায়েন্স, ফার্ম, মেশিনারি অ্যান্ড পাওয়ার, অ্যাগ্রিকালচারাল স্ট্রাকচার অ্যান্ড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং, ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং, কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড আই.টি., বায়ো–ইনফর্মেটিক্স, ভেটেরিনারি অ্যানাটমি, ফুড টেকনোলজি, অ্যাগ্রিকালচারাল ফিজিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, টেক্সটাইল ম্যানুফ্যাকচার অ্যান্ড টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। এবছরের ফাইনাল পরীক্ষার্থীরাও যোগ্য।

কোন শাখার জন্য কী কী বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রি কোর্স পাশরা যোগ্য তা বিস্তারিতভাবে ওয়েবসাইটে পাবেন। চাকাক "অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার্ভিস (ARS) পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–৮–২০২৫"র হিসাবে ২১ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। SMS ও STO পদের বেলায় বয়স হতে হবে ২১–৫–২০২৫"র হিসাবে ২১ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। NET পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"র হিসাবে ন্যূনতম ২১ বছর। সর্বাধিক বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই।

এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং F.No. 1(1)2025–Exam, Dated the 24th February, 2025. প্রার্থী বাছাই হবে National Eligibility Test (NET), Agricultural Research Service (ARS), Subject Matter Specialist (SMS) (T–6) & Senior Technical Officer (STO) (T–6) Examination–2025–পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষা নেবে অ্যাগ্রিকালচার সায়েন্টিস্ট রিক্রুটমেন্ট বোর্ড। প্রথমে কম্পিউটার বেসড প্রিলিমনারি পরীক্ষা হবে ২ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এইসব কেন্দ্রে : ব্যারাকপুর/কলকাতা, ভুবনেশ্বর, গুয়াহাটি, পটনায়।

এই পরীক্ষায় ১৫০ নম্বরের ১৫০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে। সময় থাকবে ২ ঘন্টা। এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৫০% (ও.বি.সি. হলে ৪৫%, তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৪০%) নম্বর পেলে সফল হবেন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। সফল হলে Agricultural Research Service (ARS), Subject Matter Specialist (SMS) (T–6) & Senior Technical Officer (STO) (T–6) পদের বেলায় মেনস পরীক্ষা হবে ৭ ডিসেম্বর। তারপর হবে ভাইবা ভোস টেস্ট। পরীক্ষা সংক্রান্ত আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

দরখাস্ত করতে পারেন অনলাইনে, ২১ মে পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: www.asrb.org.in, www.icar.org.in এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে।

এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। ফটোর ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা হতে হবে। এবার ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ নেট, এ.আর.এস., এস.এম.এস., এস.টি.ও. পদের বেলায় ১,০০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে।

'নেট'এর বেলায় ই. ডব্লু.এস./ও.বি.সি.দের বেলায় ৫০০, তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা হলে ২৫০ টাকা দিতে হবে। টাকা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে। এস.এম.এস. ও এস.টি.ও. পদের বেলায় তপশিলী, মহিলা ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না।

'এ.আর.এস.এর বেলায় জেনারেলদের বেলায় ১,০০০ (ই.ডব্লু.এস. /ও.বি.সি. দের বেলায় ৮০০, তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা হলে ফী লাগবে না)। নেট"এর সঙ্গে অন্যান্য কোনো পরীক্ষা দিলে জেনারেলদের বেলায় ২,০০০ (ই.ডব্লু.এস./ও.বি.সি.দের বেলায় ১,৩০০, তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা ২৫০) টাকা দিতে হবে। টাকা দেবেন ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে।

অনলাইনে দরখাস্ত করার পর সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে ও সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে পারবেন ওপরের ওই ওয়েবসাইট থেকে।

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ায় ৪০০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৪০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। স্টাইপেন্ড মাসে ১২,০০০ টাকা। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা দরকার। কোন রাজ্যে ক"টি সীট আছে: শূন্যপদ: পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া জেলায় ৬টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। কলকাতা ১৮টি (জেনাঃ ৭, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। শিলিগুড়ি ২৮টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু. এস. ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২টি। বিহার ২৯টি, ছত্তিশগড় ৫টি, দিল্লি ৬টি, গুজরাট ৪৮টি, ঝাড়খন্ড ৩০টি, কর্ণাটক ১২টি, কেরল ৫টি, মধ্য প্রদেশ ৪২টি, মহারাষ্ট্র ৬৭টি, ওড়িশা ৯টি, রাজস্থান ১৮টি, তামিলনাড়ু ৭টি, ত্রিপুরা ৭টি, উত্তর প্রদেশ ৪৩টি। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে।

ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্কে ৭৫০ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ৭৫০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১–৩–২০২৫'এর হিসাবে ২০ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর, প্রাক্তন সমরকর্মী ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড মাসে ১০,০০০–১৫,০০০ টাকা। যে রাজ্যের শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত করবেন সেই রাজ্যের স্থানীয় ভাষায় পড়তে, লিখতে ও বলতে পারা দরকার। কোন রাজ্যে ক"টি সীট আছে: শূন্যপদ পশ্চিমবঙ্গ ৩০টি (জেনাঃ ১৪, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৬. ই.ডব্লু. এস. ৩)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। আন্ধ্রাপ্রদেশ ২৫টি, অরুণাচলপ্রদেশ ১টি, অসম ৪টি, বিহার ২৫টি, চন্ডীগড় ৪টি, ছত্তিশগড় ১৬টি, গোয়া ৫টি, গুজরাট ২৫টি, হরিয়ানা ১৫টি, হিমাচল প্রদেশ ১টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১টি, ঝাড়খন্ড ৭টি, কর্ণাটক ৩০, কেরল ৪০, মধ্যপ্রদেশ ১০, মহারাষ্ট্র ৬০, দিল্লি (এন.সি.টি.) ৫০টি, ওড়িশা ২৪টি, পঞ্জাব ২১, রাজস্থান ২৫, তামিলনাড়ু ১৭৫, তেলেঙ্গানা ৩১, উত্তরপ্রদেশ ৮০, উত্তরাখন্ড ১৫, আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ১টি, দমন অ্যান্ড দিউ ১টি, মণিপুর ১টি, মেঘালয় ১টি, মিজোরাম ১টি, নাগাল্যান্ড ১টি, পুদুচেরী ২২টি, সিকিম ১টি। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে ১৬ মার্চ। ৯০ মিনিটের ১০০ নম্বরের ১০০টি প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে: (ক) জেনারেল ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস, (খ) জেনারেল ইংলিশ, (গ) কোয়ান্টিটেটিভ অ্যান্ড রিজনিং অ্যাপ্টিটিউড, (ঘ) কম্পিউটার /সাবজেক্ট নলেজ। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। ন্যূনতম স্কোর করতে হবে। তপশিলী, ও.বি.সি. ও প্রতিবন্ধীরা স্কোরিংয়ে ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। পরীক্ষা হবে এইসব কেন্দ্রে: কলকাতা–সহ বিভিন্ন কেন্দ্রে। লিখিত পরীক্ষায় সফল হলে স্থানীয় ভাষার পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও ডাক্তারি পরীক্ষা। এরপর রাজ্যভিত্তিক তালিকা তৈরি হবে। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: HRDD/APPR/02/2024–25, Dated: 28–02–25. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ মার্চ পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে: <https://apprenticeshipindia.gov.in>, nats.education.gov.in https:// এজন্য বৈধ একটি ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নেবেন জে.পি.জি. বা, জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে। ফটো রঙিন হতে হবে ও ফটো ২০০×২৩০ পিক্সেল হতে হবে। সিগনেচার ১৪০×৬০ পিক্সেল হতে হবে। ফটো ও. সিগনেচার ২০০ ডি.পি.আই. তে স্ক্যান করবেন। এজন্য পরীক্ষা ফী বাবদ ৮০০ (মহিলা, তপশিলী হলে ৬০০, প্রতিবন্ধী হলে ৪০০) টাকা অনলাইনে জমা দিতে হবে ১২ মার্চের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন।

গেইল"এ ৭৩ এক্সি. ট্রেনি

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়া দিল্লি : গেইল (ইন্ডিয়া) লিমিটেড এক্সিকিউটিভ ট্রেনি পদে ৭৩ জন লোক নিচ্ছে। নেওয়া হবে এইসব ট্রেডে : কেমিক্যাল, ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল, বি.আই.এস.। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (কেমিক্যাল): কেমিক্যাল, পেট্রোকেমিক্যাল, কেমিক্যাল টেকনোলজি, পেট্রোকেমিক্যাল টেকনোলজি, কেমিক্যাল টেকনোলজি, পলিমার সায়েন্স, কেমিক্যাল টেকনোলজি অ্যান্ড প্লাস্টিক টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ : ২১টি (জেনাঃ ৮, ই.ডব্লু.এস. ২, ও.বি.সি. ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২)। এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ইন্সট্রুমেন্টেশন): ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইন্সট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইন্সট্রুমেন্টেশন, ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি (বি.ই., বি.টেক., বি.এসসি. ইঞ্জিনিয়ারিং) কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী হলে ৬০%) নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১৭টি (জেনাঃ ৯, ই.ডব্লু. এস, ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)।

এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (ইলেক্ট্রিক্যাল): ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইলেক্ট্রনিক্স অ্যান্ড পাওয়ার, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ১৪টি (জেনাঃ৬, ই.ডা.এস. ১, ও.বি.সি. ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১)। এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (মেকানিক্যাল): মেকানিক্যাল, প্রোডাকশন, প্রোডাকশন অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল, ম্যানুফ্যাকচারিং, মেকানিক্যাল অ্যান্ড অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। শূন্যপদ: ৮টি (জেনাঃ৪, ও.বি.সি. ২, তঃজাঃ ১ , তঃউঃজাঃ ১)। এক্সিকিউটিভ ট্রেনি (বিজনেস ইনফর্মেশন সিস্টেম): কম্পিউটার সায়েন্স / ইনফর্মেশন টেকনোলজির ডিগ্রি কোর্স পাশরা মোট অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে থাকলে যোগ্য। মোট অন্তত ৬০% নম্বর পেয়ে ডিগ্রি কোর্স পাশরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ৩ বছরের মাস্টার ডিগ্রি কোর্সে অন্তত ৬৫% নম্বর পেয়ে পাশ হলেও যোগ্য। শূন্যপদ: ১৩টি (জেনাঃ৫, ই.ডব্রু. এস. ১, ও.বি.সি.৪, তঃজাঃ২, তঃউঃজাঃ ১)। বয়স হতে হবে ১৮–৩–২০২৫"র হিসাবে ২৬ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি. রা ৩ বছর ও প্রতিবন্ধীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ১ বছরের ট্রেনিং। সফল হলে মূল মাইনে ৬০,০০০–১,৮০,০০০ টাকা। ওপরের সব ক্ষেত্রে তপশিলী ও প্রতিবন্ধীরা শিক্ষাগত যোগ্যতায় ৫% নম্বরে ছাড় পাবেন। প্রার্থী বাছাই হবে ২০২৫ সালের গ্র্যাজুয়েট অ্যাপ্টিটিউড টেস্ট ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (GATE–2025) পরীক্ষার মাধ্যমে। গেট পরীক্ষায় সফল হলে গেইলে"র জন্য ইন্টারভিউ দিয়ে সফল হতে হবে। গেট–২০২৫ পরীক্ষার জন্য যাঁরা দরখাস্ত করেছেন, তাঁরাই আবেদনের যোগ্য। গেট পরীক্ষা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাবেন এই ওয়েবসাইটে: https://gate.iitk.ac.in গেইলে ওইসব পদে দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৮ মার্চের মধ্যে।

শব্দবার্তা ৩৩৪

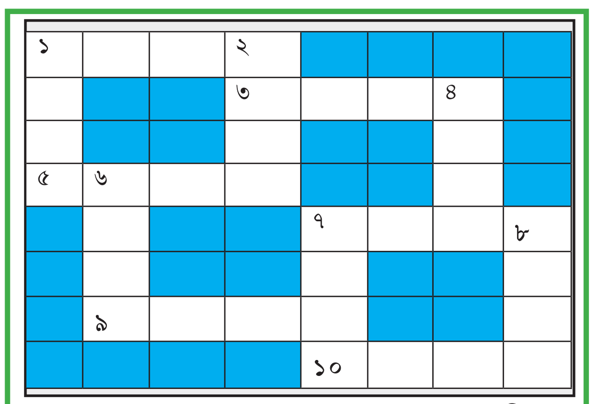

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা ৩। যুদ্ধপ্রস্তুতি ৫। অসি, তরবারি ৭। ফেরার ৯। মানুষরূপী দেবতা, ব্রাহ্মণ ১০। বিছানায় শুয়ে আছে এমন।

উপর–নীচ

১। মহৎ ২। প্রয়োজন, আবশ্যক ৪ আরম্ভ, পত্তন ৬। ক্ষতি ৭। পরাধীন, অন্যের অধীন ৮। শ্রবণ।

সমাধান : ৩৩৩

পাশাপাশি : ১। মনোনিবেশ ৪। কবুল ৬। নাচ ৮। রমেশ ৯। ওজর ১১। তবু ১৩। সপিনা ১৫। জলপ্রপাত।
উপর–নীচ : ১। ময়না ২। নিট ৩। শকল ৫। লঙ্কাফেরত ৭। চরণদাস ১০। আনাজ ১২। বুহিত ১৪। ক্ষিপ্র।

অর্থনীতি

ডেট ক্যাট বাউন্স?

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

গত সপ্তাহে শেয়ার বাজার সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম বাজার ক্রমশ: নিচের দিকে পিছলে যাবে এবং সেই অনুযায়ী আমরা রেঞ্জ দিয়েছিলাম ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ নিফটি ফিফটি সূচক ২৩২০০ থেকে ২২০০০ পর্যন্ত। এখন যখন এই লেখা লিখছি তখন এই সূচক ২২৩৮০ এবং খুব দুর্দান্তভাবে আমাদের লেভেল ফলো করে ২২ হাজার থেকেই বাজার আবার উপরের দিকে যাওয়া শুরু করেছে এবং এই যাত্রা যদি চলতে থাকে তবে এই মাসের শেষে সেটা ২২৮০০ প্রাথমিকভাবে এবং সেই লেভেল

টপকালে ২৩২০০ পর্যন্ত যেতে পারে। আর যদি ২২৫০০ লেভেলকে অতিক্রম করতে না পারে তবে এটাকে ডেট ক্যাট বাউন্স হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে টেকনিক্যাল ভাষায়। এই সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতীয় বড় বিনিয়োগকারী সংস্থাগুলো বিপুল পরিমাণে কেনাকাটা করছে যেটা বাজারকে স্ট্যাবল করে রাখার জন্য একটা কার্যকরী পদক্ষেপ যাতে করে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ভয় দূর করা যায় এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় থাকে। ক্রমাগত পতনের ফলে বাজার এখন ওভারসোল্ড পজিশনে রয়েছে সেটাও রিকভারি দেওয়ার একটা বড় কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববাজারে যে বিষয়গুলো রয়েছে যেগুলো আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করেছিলাম তার খুব একটা পরিবর্তন এখনো পর্যন্ত হয়নি। সেখান থেকে যদি কোনও পজিটিভ ট্রিগার আসে তবে আমরা বলতে পারব বাজার একটা স্বল্পকালীন লো তৈরি করল ২২ হাজার লেভেলে। আগামী সপ্তাহে বাজার এই ২২ হাজার লেভেলকে মান্যতা দেওয়ার চেষ্টা করবে এবং উপরের দিকে ২২৫০০ লেভেলের উপরে বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি করছে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

ক্রাইম ডেস্ক

জাল দলিলে জমি হাতিয়ে পলাতক

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর ব্লকের লক্ষীনারায়ণপুর গ্রামপঞ্চায়েতের পাকুরিয়া গ্রামে দলিল জাল করে ভাইয়ের সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছে দাদা। ভাই শেখ হাবিবুলের ১৫ শতক চাষ জমি জাল দলিল করে নিজের নামে করে নেয় দাদা শেখ মুজিবুল। জাল দলিল দেখিয়ে ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসে মিউটেশন করায় নিজের নামে। ঘটনার কথা জানাজানি হতেই শেখ হাবিবুল ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসে আসল দলিল নিয়ে আসে। নড়েচড়ে বসে দুবরাজপুর ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক মনোজকুমার পাল। দুবরাজপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিসে লিখিত আবেদন করে জানতে পারে ওই জমির আসল মালিক শেখ মুজিবুল নয় ওই জমির আসল মালিক শেখ হাবিবুল। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক ওই চাষজমি আসল মালিকের নামে করে দেয়। ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক নকল দলিল দেখিয়ে মিউটেশন করানোর অভিযোগে শেখ মুজিবুলের নামে দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে। দুবরাজপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার অফিসে ঢোকার মুখে শেখ মুজিবুলের ছবি সাঁটানো হয়েছে। ছবির উপরে লেখা রয়েছে জাল দলিল জমা দেওয়ার জন্য এফআইআর করা হল। দুবরাজপুর থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ব্যবসায়ীর বাড়ি দোকানে ডাকাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪মার্চ সন্ধ্যায় রাজনগর থানার আলিগড়ে ব্যবসায়ী সজল সাহার বাড়ি দোকানে হঠাৎ ২ দুষ্কৃতী মুখে কাপড় জড়িয়ে আগ্নেয়াস্ত্র সহ চড়াও হয়। প্রথমে বাড়ির মহিলাদের ভয় দেখায় পরে বাড়ি লাগোয়া মদের দোকানে ঢুকে ব্যবসায়ী ও তার ছেলেকে ভয় দেখিয়ে কিছু টাকা ছিনিয়ে নেয়। ব্যবসায়ী সজল সাহা ও তার ছেলের মোবাইল ফোনটি যাওয়ার আগে দুষ্কৃতীরা মেঝেতে আছাড় মেরে নষ্ট করে দেয়। বিষয়টি তারা পুলিশকে জানায়। খবর পেয়ে রাজনগর থানার ওসি ঝুমুর সিনহা নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

হাবড়ার জোড়া খুনে যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর ২৪ পরগণার হাবড়ার জোড়া খুন কাণ্ডে ৪ বছরের বিচার শেষে বারাসতের জেলা আদালতের ৫ম কোর্টের অতিরিক্ত সেশন জজ রায় ঘোষণা করেন। হাবড়া থানার (কেস নম্বর ৪৪৯/২০) মামলায় অবশেষে বিচারক বান্টি সাধু ওরফে রামা, অজয় দাস এবং নিবেদিতা সাধু (মণ্ডল)-কে যাবৎজীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫ হাজার টাকা করে জরিমানার রায় দান করেন। এছাড়া অজয় দাসকে অস্ত্র আইনের আওতায় তিন বছরের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। মামলাটি জ্যোর্তিময় মণ্ডলের দাখিল করা এক অভিযোগের ভিত্তিতে শুরু হয়। যেখানে ৩ অভিযুক্ত অভিযোগকারীর বাড়িতে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে গুলি চালায়। যার ফলে লীলা রাণী মণ্ডল এবং রামকৃষ্ণ মণ্ডল নিহত হন। বারাসত পুলিশ জেলার এফ বিবৃতিতে জানা গিয়েছে, তদন্তকারী অফিসার রামকৃষ্ণ গুড়িয়ার নেতৃত্বে তদন্ত যথাযথ পরিচালিত হওয়ার ফলে অভিযুক্তরা দ্রুত গ্রেপ্তার হয়। ফরেনসিক প্রমাণ এবং বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে চার্জশিট পেশ করা হয়। বিশেষ পাবলিক প্রসিকিউটর বিভাস চট্টোপাধ্যায় প্রসিকিউশনের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন যাতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্যে একটি শক্তিশালী আইনী লড়াই নিশ্চিত এবং সম্পন্ন হয়।

উদ্ধার বালি-কয়লা, আটক ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিএসপি স্বপনকুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ৬ মার্চ সকালে সদাইপুর ও দুবরাজপুর থানা এলাকায় অবৈধ বালি ও কয়লা পরিবহনের বিরুদ্ধে একটি বিশেষ অভিযান চালায় বীরভূম জেলা এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। সকাল ০৭.৩০ মিনিটে সদাইপুর থানার চিনপাই গ্রামের কাছে বক্রেশ্বর সেতুর কাছে ১৪নং জাতীয় সড়কে বালিবোঝাই ২টি ট্রাক্টর আটক করা হয়। উভয় চালকই পালিয়ে যায়। দুবরাজপুরের লোবা অবৈধ বালিঘাট থেকে বালি উত্তোলন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। অন্যদিকে, সকাল ০৮.২৫ মিনিটে দুবরাজপুর থানার লাড্ডি হোটেলের কাছে ১৪নং জাতীয় সড়কে ৩ কুইন্টাল কয়লাবোঝাই ১টি হেতমপুরগামী কয়লা বোঝাই ১টি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। কাঁকরতলা থানার কদমডাঙ্গার গ্রামের সঞ্জয় পালকে (৩৬) ঘটনাস্থলে আটক করা হয়। আরোহীর বক্তব্য অনুসারে আড়ং ঝাড়খণ্ড থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে দুটি বালিবোঝাই ট্রাক্টর এবং কয়লাবোঝাই দুটি মোটরসাইকেল যথাযথ আইনের আওতায় মামলা শুরু করার নির্দেশ দিয়ে সংশ্লিষ্ট পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়।

ঋণের দায়ে আত্মঘাতী স্বামী স্ত্রী

অভীক মিত্র: দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের কথা মনে আছে সেখানে দাদন অর্থাৎ ঋনের ভয়ঙ্কর দিকের কথা বলতে গিয়ে অন্যতম চরিত্র তথা ভুক্তভোগী রায়ত সাধুচরণ দাদনকে গাদন বলেছিলেন। দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই স্বাধীনতাও ৮০ ছুঁতে চলেছে কিন্তু সেই দাদনের গাদন অর্থাৎ ঋণের সুদের ভয়ংকর বোঝা মাথায় নিয়ে আজও বাংলার হতদরিদ্র মানুষ আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। ৫ মার্চ একসঙ্গে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেছে লাভপুরের দম্পতি! আর এক্ষেত্রে নেপথ্য কারণ হিসাবে উঠে আসছে সেই ঋন বা লোন, একাধিক সংস্থা থেকে লোন নেওয়া ও তা পরিশোধের জন্য চাপ সহ্য না করতে পেরে লাভপুর থানার বাবনা গ্রামের বাসিন্দা লক্ষণ মুখার্জি (৫২) ও বনশ্রী মুখার্জি(৪৪) বেছে নিয়েছে ভয়ংকর পথ। লক্ষণবাবুর ভাই দাবি করেছে, ঋণ আদায়কারীদের ধারাবাহিক চাপ সহ্য না করতে পেরে ও পরিস্থিতির চাপে আত্মঘাতী হয়েছে সস্ত্রীক লক্ষণ মুখার্জি। মিষ্টি দোকানের কারিগর ছিল লক্ষ্মণ। মঙ্গলবার বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েও কোনো সুরাহা না করতে পেরে শেষমেশ চরম পথ বেছে নেয় তারা। কোপাই নদীর তীরে গিয়ে দুজনেই বিষপান করে। খবর যায় বাড়িতে তারপর পরিজনরা উদ্ধার করে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

আগুনের গ্রাসে ধোঁয়ায় ঢাকা শুশুনিয়া পাহাড়। ছবি : সুকান্ত কর্মকার

হোগল নদীর বাঁধে ধস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর: সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী বাঁধে ধস। এবার ধস নেমেছে সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের পুরন্দর গ্রামে হোগল নদীর বাঁধে অন্তত ৩০০ মিটারের বেশি এলাকা জুড়ে বাঁধে ধস নেমেছে। এলাকার মানুষের দাবী, বারে বারে এই এলাকায় বাঁধে ধস নামলেও পাকাপাকি ভাবে বাঁধ মেরামতির কোন উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। বর্তমানে বাঁধের যা পরিস্থিতি তাতে এলাকার সাধারণ মানুষ দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। যেভাবে বাঁধে ধস নেমেছে তাতে দ্রুত বাঁধের মেরামতির কাজ শুরু না হলে অদূর ভবিষ্যতে বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে বিস্তীর্ণ এলাকা। যদিও আপাতত নদী বাঁধে ধস মেরামতি শুরু করেছে প্রশাসন। কয়েকদিন আগে অমাবস্যার

কোটালে নদীর ঢেউয়ের ঝাপটায় এই বিপত্তি ঘটে। শালবল্লা দিয়েও মাটি ধরে রাখার কাঠামো তৈরি করে নদীর ধারে বসাচ্ছেন সেচ দপ্তরের কর্মীরা। এব্যাপারে প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী তথা বাসন্তীর বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন, 'অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত জায়গায় দ্রুত মেরামত হয়ে গেলে আর সমস্যা হবে না।'

শুশুনিয়ার ক্ষতি আগুনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া : গত বৃহস্পতিবার শুশুনিয়া পাহাড়ে বিস্তীর্ণ এলাকায় আগুন লাগে। ধিক ধিক করে জ্বলতে থাকে আগুন, ধোঁয়ায় ভরে যায় চারিদিক। স্থানীয় ক্লাবের সদস্য ও বাসিন্দারা নেমে পড়েন আগুন নেভাতে। আসে বনকর্মীরা। প্রায় সারা দিনরাতের চেষ্টায় নিয়ন্ত্রণে আসে আগুন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন শুশুনিয়া বিটের রেঞ্জার নির্মল দাস। তিনি বলেন, সকাল ১০টা নাগাদ হেক্টর খানেক এলাকাজুড়ে আগুন লাগে। তাঁর ধারণা কোনও দুষ্কৃতীদের কাজ।

শুশুনিয়া পাহাড় পশ্চিমবঙ্গের একটি উল্লেখযোগ্য পর্যটন কেন্দ্র। এই পাহাড়েই রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম শিলালিপি। রয়েছে বিরল প্রজাতির বন্যপ্রাণ ও ভেষজ গাছ। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এই সব সম্পদ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ এই সময়ে পাহাড়ের কোণে প্রচুর পাতা জমে থাকে। তাতেই দুষ্কৃতীরা আগুন লাগিয়ে দেয়। রেঞ্জার সাহেব জানিয়েছেন, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে সচেতনতামূলক কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। তিনি সকলকে শুশুনিয়া পাহাড়ের আগুন না লাগানোর অনুরোধ করেন। তবে পরিস্থিতি বদলাতে আরও নজরদারি প্রয়োজন। এভাবে চলতে থাকলে অচিরেই শুশুনিয়া পাহাড় পর্যটনের গুরুত্ব হারাবে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সরকারী কাজের নমুনা

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার ঠেলায় জনসাধারণ আজ ত্রাহি ত্রাহি করছে। কর্মচারীদের কর্মদক্ষতার একটি নমুনা দিচ্ছি। বসিরহাট মহকুমার ভূমি রাজস্ব অফিসার মহোদয় ২৮-২-৭৫ তারিখে একটি চিঠি মারফৎ ২০এ সজ্জী-বাগান লেন, আলিপুরের শ্রী বিভূতি ভূষণ সামন্তকে তাঁর সাথে দেখা করার নির্দেশ দেন। চিঠির নম্বর হচ্ছে 6/1 (A) L.R (S.D K II) 15-1024-75 Date- 28-2-75. জানালেন, শ্রী সামন্তকে রিটান সংক্রান্ত বিষয়ে ত্রুটির জন্য ভূমি রাজস্ব অফিসার দেখা করতে বলেছেন গত ১৪-২-৭৫ তারিখে। এদিকে শ্রী সামন্ত চিঠি পেলেন গত ৪-৩-৭৫ তারিখে।

৯ম বর্ষ, ৮ মার্চ ১৯৭৫, শনিবার, ১৫ সংখ্যা

সংকটে সুন্দরবন, চিন্তায় পরিবেশবিদরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : সুন্দরবনের পূর্বদিকের জঙ্গলে বাড়ছে ম্যানগ্রোভ। সেই তুলনায় পশ্চিমদিকের জঙ্গলে কমছে ম্যানগ্রোভ। এই ঘটনায় বিপদের আশঙ্কা করছেন সুন্দরবনের পরিবেশবিদ সহ বিশেষজ্ঞরা। ক্রমশ ছোট এবং পাতলা হয়ে আসছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ। আর যার ফলে চিন্তা বাড়াছে পরিবেশবিদদের। পূর্বদিকের জঙ্গলের ম্যানগ্রোভগুলি বড় হচ্ছে। অপরদিকে পশ্চিম দিকের গাছগুলি বেঁটে হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে গোলপাতা, সুন্দরির মত ম্যানগ্রোভ গাছ পূর্বদিকে বাংলাদেশে বাড়ছে। কাদামাটি সহ পলি পরার ঘটনায় মিষ্টি জলের ধারা কমছে। যার ফলে ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ। কিন্তু কেন এমন ঘটছে। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখা গিয়েছে, শুধু মাত্র ভারতীয় সুন্দরবনের অংশে মাটির লবনাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারণে অনেক প্রজাতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। জল বেশি সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকলে এই সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। সুন্দরবন গড়ে উঠেছে নোনা ও মিষ্টি জলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা খাঁড়িগুলিতে। পদ্মা ও মেঘনা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীগুলি থেকে মিষ্টি জল বেশি পরিমাণে পাচ্ছে ম্যানগ্রোভগুলি। কিন্তু ভারতীয় সুন্দরবনের অংশে লবণাক্ততা বাড়ছে। ফলে প্রকৃতিগত কারণেই পূর্বদিকে দিকে সরছে সুন্দরবন। এ ব্যাপারে পরিবেশবিদ তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের সদস্য সুভাষ চন্দ্র আচার্য বলেন, 'ভারতীয় সুন্দরবনের ভিতরের অনেক জায়গায় গাছের ঘনত্ব খুবই কমেছে। যা আগামীতে সুন্দরবনের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আর এনিয়ে এখন থেকে না ভাবলে আগামীদিনে সুন্দরবন সত্যিই সংকটে পড়বে।'

টিন দিয়ে ঘিরে চলছে পুকুর ভরাট

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : জয়নগরে জনবহুল রাস্তার ধারে টিন দিয়ে ঘিরে পুকুর ভরাটের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়ালো এবার এলাকায়। তবে বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে জানাজানি হতেই পুকুর ভরাট বন্ধ করে দিল স্থানীয় পুলিশ। ঘটনায় প্রকাশ জয়নগর ১ নং ব্লকের জয়নগর থানার অন্তর্গত নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ব্যাজড়া মলিঘাটি মৌজায় কুলপি রোডের পাশে টিন দিয়ে ঘিরে একটি পুকুর ভরাটের কাজ চলছিল গত কয়েকদিন ধরে। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে সারা দিন-রাত ধরে দূর থেকে মাটি এনে ওই পুকুর ভরাট করছিল কিছু মানুষ। প্রতিবাদ করায় আমাদের মারধরের হুমকি ও দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি জয়নগর থানা, জয়নগর ১ নং বিডিও, জয়নগর বিএলআরও, বারুইপুর মহকুমাশাসক,

বারুইপুর এসডিপিও, বারুইপুরপুলিশ জেলার এএসপি, নারায়ণীতলা গ্রাম পঞ্চায়েত সহ একাধিক দপ্তরে মাস পিটিশন জমা দিয়েছি। আমরা চাই এই বেআইনি কাজ পুরোপুরি বন্ধ করা হোক।' পঞ্চায়েত প্রধান সুমিতা সাহা বলেন, 'পঞ্চায়েতকে পুরোপুরি অন্ধকারে রেখে এই কাজ করা হয়েছে। আমরা জানতে পেরে পঞ্চায়েতের তরফে নোটিশ জারি করেছি। এবার আইন অনুযায়ী আগামী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' তবে এব্যাপারে জয়নগর ১নং বিডিও ভুবন প্রনিথ পাপ্পুলা বলেন, 'ওই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে চিঠি করা হয়েছে। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' বারুইপুর মহকুমাশাসক চিত্রদীপ সেন বলেন, 'পুকুর ভরাট করা সম্পূর্ণ রুপে বেআইনি কাজ। তাই পুরো ব্যাপারটা একটু দেরীতে হলেও আমাদের নজরে এসেছে। সেই মতো আমাদের আগামী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।'

চুরি করতে গিয়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট মনসুবা মোড়ে সাব স্টেশনের ভিতরে চুরি করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক দুস্কৃতীর। মৃত ওই দুস্কৃতীর নাম রনজিৎ বাউড়ি (৩৪)। তার বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার ফরিদপুর। ১ মার্চ রাত ২টোর সময় কয়েকজন দুস্কৃতী মিলে সাব স্টেশনের ভিতরে ঢোকে। তারপর তারা ভিতরে থাকা আইসুলেটর চুরি করতে শুরু করে এদের একজন অসাবধানবসত বিদ্যুতে হাত দিয়ে দিলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে রামপুরহাট থানার পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। এখনো পর্যন্ত কেউ ধরা পরেনি। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বজবজ বিধানসভায় সফলভাবে শেষ হল সেবাশ্রয় কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বজবজ: ডায়মন্ডহারবার লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জীর মানবিক উদ্যোগ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির সেবাশ্রয় কর্মসূচি গোটা লোকসভাকেন্দ্র জুড়ে চলছে। গত ২৩ ফেব্রুয়ারি বজবজ বিধানসভার নিশ্চিন্তপুর অঞ্চলের অভিরামপুর কামারের মাঠে মডেল স্বাস্থ্য শিবিরটি পরিদর্শন করতে আসেন সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি স্বয়ং। ওইদিনই তিনি পূজালি পুরসভার একটি সেবাশ্রয় শিবির এবং বজবজ পুরসভার একটি স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন করেন। বজবজ বিধানসভায় মোট ৪২টি সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুরা বিনামূল্যে মানুষদের পরিষেবা দেন এবং বিনামূল্যে ওষুধও প্রদান করা হয়। অনেককে

আবার নামিদামি বেসরকারি এবং সরকারি হাসপাতালেও রেফার করা হয়। যেমন সাউথ বাওয়ালি অঞ্চলের এক যুবকের কঠিন অস্ত্রোপচারের জন্য কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সূত্রের খবর ওই যুবকের অস্ত্রপ্রচারের জন্য কয়েক লক্ষাধিক টাকার প্রয়োজন ছিল। সেই অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সংঘটিত হবে। গত ৩ মার্চ বজবজ বিধানসভায় সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির শেষ হয়েছে। আবার আগামী ১৬ মার্চ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত ডায়মন্ডহারবার লোকসভাকেন্দ্রের প্রতিটি বিধানসভাতেই রিভিউ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে সেবাশ্রয় কর্মসূচি মহেশতলা বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ছবি : অরুণ লোধ

৪ বছর পর পকসো মামলায় নিষ্পত্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : ৪ মার্চ বারুইপুর মহকুমা আদালতে ২০২১ সালের একটি পকসো মামলার সাজা ঘোষণা করলো অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট বিচারকের স্পেশাল কোর্টের সুব্রত চ্যাটার্জী। আসামি বাবলু ঢালীকে সারা জীবনের কারাবাস এবং ৫০ হাজার টাকা জরিমানার, অনাদায়ে আতিরিক্ত ১ বছর জেল। রাজ্য সরকারের তহবিল থেকে নাবালিকার পরিবারকে ৫ লাখ টাকা দেওয়ার আদেশ দেন। ২০২১ সালের ৩১ জুলাই বারুইপুর থানায় এক ১৪ বছরের নাবালিকার মা অভিযোগ জানান, 'তার পাড়ার বাবলু ঢালী দীর্ঘদিন ধরে তার মেয়েকে প্রভাবিত করে নিজের বাড়িতে নিয়ে অবৈধ কার্যকলাপ করছিল। প্রথমদিকে বিষয়টি বুঝতে পারেনি, তবে মেয়ের শারীরিক পরিবর্তন দেখে সন্দেহ হয়। এরপর মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে সব ঘটনা খুলে বলে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর বারুইপুর থানার তদন্তকারী সাব অফিসার অরিজিৎ কর্মকার এই মামলার তদন্ত শুরু করেন।' যার কেস নম্বর-১৩০৬ / ২১, এই কেসের যথাযথ তদন্তের ভিত্তিতে অভিযুক্ত যুবক বাবলু ঢালীকে গ্রেপ্তার করে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই রায় সমাজকে একটি বার্তা দিল যে, ধীর হলেও বিচারব্যবস্থার কঠোর সিদ্ধান্ত দেখিয়ে দিল যে, অপরাধের শাস্তি অপরিহার্য এবং অপরাধীরা আইনের হাত থেকে পালাতে পারবে না।

নদীর বালি বিক্রির অভিযোগে আটক নৌকা ও মেশিনভ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘদিন ধরে নদীর চরের বালি কেটে দেদার বিক্রি করা হচ্ছিল। মুড়িগঙ্গা নদীর বিভিন্ন জায়গায় নতুন চরের সৃষ্টি হয়েছে। ভাটা পড়লেই ওই চরগুলি জেগে ওঠে। সেই সময় যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে গিয়ে ওই চরের বালি কাটা হয়। এরপরই তা নৌকা করে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর সেতুর নিচের ঘাটে নিয়ে আসা হয়। সেখানে ওই বালি নৌকা থেকে খালি করে মেশিনভ্যানগুলিতে ভর্তি করে টাকার বিনিময়ে ওই বালি বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করা হয়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ৫ মার্চ দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ নামখানা ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক শ্যামল সরকার ১টি নৌকা ও মেশিনভ্যান আটক করেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নৌকাতে করে নদীর চর থেকে বালি কেটে দিয়ে আসা হত। বর্তমান ওই আটক করা নৌকা ও মেশিনভ্যানটিকে নামখানা থানার অধীনে রাখা হয়েছে। এবিষয়ে নামখানা ব্লকের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক শ্যামল সরকার বলেন, 'বিষয়টি আগে জানা ছিল না। পরে শুনেছি। পুরো ঘটনা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। কারণ নদীর চর থেকে এভাবে বালি কেটে নিয়ে আসা যায় না। এটা সম্পূর্ণ একটি অবৈধ কাজ। যদি সত্যি প্রমাণ মেলে তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।'

মহিলা পুলিশ সেজে প্রতারণার অভিযোগে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : মহিলা পুলিশ সেজে প্রতারণার অভিযোগে ৪ মার্চ এক যুবতীকে গ্রেপ্তার করেছে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। বুধবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই ধৃত যুবতীর নাম পিউ খাতুন(২২) বাড়ি রামপুরহাট শহরের নিশ্চিন্তপুরে। সিউডি থানার মহিলা এএসআই পরিচয় দিয়ে এক যুবকের কাছে ১২ হাজার টাকা হাতানোর অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। বুধবার ভোরে মাড়গ্রাম থানার হাঁসন গ্রামের তিনমাথা মোড় থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা যুক্ত করে রামপুরহাট আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী সৈকত হাটি বলেন, বিচারক ধৃতের ১৪দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মাড়গ্রাম থানার ওসি জাহেদুল ইসলাম বলেন, 'ওই যুবতীর বাড়ি রামপুরহাট শহরের নিশ্চিন্তপুরে। সে পুলিশের পোশাক পরে নেহা খান নামে ভুয়ো ফেসবুক প্রোফাইল খুলে আর্থিক প্রতারণার জাল বিছিয়েছিল।

রামপুরহাট

কিছুদিন আগে নলহাটিতে একটি মেলায় তার সঙ্গে এক ট্রাক চালক ইমাম শেখ নামে এক যুবকের পরিচয় হয়। তখন ওই যুবতী নিজেকে সিউড়ি থানায় কর্মরত এএসআই বলে পরিচয় দিয়েছিল। ইমাম পেশায় গাড়ি চালক তাই রাস্তায় আপদেবিপদে দরকার হতে পারে ভেবে যুবতীর মোবাইল নম্বর নিয়ে রেখেছিল। সোমবার সিউড়ির রাস্তায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় ইমামের গাড়ি আটক করে পুলিশ। তিনি তখন পূর্বপরিচিত ওই যুবতীকে ফোন করে গাড়ি ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে বলে।' ইমাম শেখ বলে, 'সেইসময় ওই যুবতী ১২হাজার টাকা ইউপিআই করতে বলে। সেই টাকা পাঠানোর পরেও পুলিশ আমার গাড়ি ছাড়েনি। ওই মেয়েটির ফোন নম্বর এরপর সুইচ অফ হয়ে যায় তখনই আমার সন্দেহ হয়। সিউড়ি থানায় খোঁজ নিয়ে জানতে পারি এই নামে কোনো মহিলা পুলিশ অফিসার নেই।' মঙ্গলবার বিকেলে মাড়গ্রামের হাঁসন তিনমাথা মোড়ে ওই যুবতীকে দেখতে পায় ইমাম। তখন টাকা ফেরত দেওয়া নিয়ে তাদের মধ্যে বচসা হয়। খবর পেয়ে মাড়গ্রাম থানার পুলিশ দুজনকে থানায় নিয়ে আসে। পরে গাড়িচালক ইমাম শেখ ওই যুবতীর নামে থানায় এফআইআর করে। দীর্ঘ জেরার পর বুধবার ভোরের দিকে ওই যুবতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। মাড়গ্রাম থানার ওসি জাহেদুল ইসলাম বলেন, 'ওই দিনই তার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে রামপুরহাট আদালতে তোলা হয়।

সংসার হাল ধরতে অটোর হ্যান্ডেল ধরলেন বধূ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং: এ এক অনন্য মাতৃশক্তি। সংসারের হাল ধরতে শেষ পর্যন্ত অটোর হ্যান্ডেল ধরলেন বধূ। প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লক কলাহাজরা গ্রামের এক ভাড়া বাড়িতেই বসবাস করতেন দম্পতি রইচ আলি লস্কর ও ফতে লস্কর। দম্পতির ২ ছেলে মেয়ে রয়েছে। পেশায় অটোচালক ছিলেন রইচ আলি। বছর তিনেক আগে লস্কর দম্পতির সংসারে নেমে আসে অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো মেঘ। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয় পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী রইচ আলি লস্কর। শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যুতে বড়ই অসহায় হয়ে পড়েন তার স্ত্রী ফতে ও ছোট্ট ২ ছেলে মেয়ে। এমনতবস্থায় সংসারে নুন আনতে পান্তা ফুরানো জোগাড়। ছেলেমেয়েদের কীভাবে মানুষ করবেন? কী খেতে দেবেন? ঘর ভাড়া বা সামলাবেন

কীভাবে? এসমস্ত চিন্ত মাথায় ঘুরছিল। অন্যদিকে চোখের সামনেই পড়েছিল স্বামীর অটো। অবশেষে অটো নিয়েই রাস্তায় নামলেন গৃহবধূ ফতে লস্কর। অটো নিয়ে বধূকে রাস্তায় দেখে অনেকেই হাসি ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে থাকেন। এমনকী নিত্যযাত্রীরা অটোতে উঠতেন না। মহিলা চালক বলে। এমতবস্থা বেশকিছু দিন চলছিল। সামান্য কিছু আয় হচ্ছিল। তবে হাল ছাড়তে নারাজ ফতে। এবার ইউনিয়নে নাম লেখালেন। প্রথমদিকে যাত্রীরা ভয় পেতেন। পরে অবশ্য ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের জন্য যাত্রীরা অটোতে উঠতে বাধ্য হতেন। সোনাখালি-কটরাখালি-ক্যানিং রুট তথা ক্যানিং মহকুমা এলাকার একমাত্র মহিলা অটোচালক ফতে। বর্তমানে তার ২ ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করছে। অটো চালিয়ে সংসার সামলাচ্ছেন। আজ প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য বধূ। নারী দিবসে এমন নারীকেই অবশ্যই কুর্ণিশ জানাতেই হয়। ফতে লস্কর জানিয়েছেন, 'স্বামীর মৃত্যুর পর চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। কি করবো ভাবছিলাম। তারপর স্বামীর অটো নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ি। প্রথমদিকে অসুবিধা হলেও আজ আমি একজন সফল মহিলা অটোচালক।'

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৯ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, ৮ মার্চ – ১৪ মার্চ, ২০২৫

ভোট, ভোটার, ভূত ও ওঝা

গণতন্ত্রের জনউৎসব নির্বাচন। বছরের নানা সময় দেশজুড়েই চলে এই উৎসব। সারাদেশে না হলেও এই বঙ্গদেশে পঞ্চায়েত, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচনে প্রাক ভোট কালে, ভোট চলাকালে এবং পরবর্তী সময় হিংসার বলি প্রথা ভবিতব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনউৎসবের আড়ালে হয়ে চলে জল্লাদ ও প্রেতাত্মদের আত্মতৃপ্তির উৎসব। যদিও কাগজে–কলমে হয় পবিত্র ভোটদানের মহাউৎসব। এত নেতিবাচক ভাবনার নেপথ্যে সম্প্রতিক অতীতের নানা ভোট পর্বের ঘটনাবলী যা রাজ্যবাসী সম্যকরূপে অবগত। সম্প্রতিককালে ভোট উৎসবকে খেলা হবে উৎসবে পরিণত করা হয়েছে নানা আঙ্গিকে। চালিয়ে খেলা হবে এমন শ্লোগানেরও সম্প্রতিককাল আবির্ভাব ঘটেছে।

ভোটার তালিকায় ভুরি ভুরি ভুতুড়ে ভোটারের আবির্ভাবের সংবাদ মিলছে নানা জেলায়, নানা শহরে। ভিন রাজ্যের ভুতুড়ে ভোটার নিয়ে এরাজ্যের শাসকদল সক্রিয়। ভূত ধরতে গঠিত হয়েছে এক কোর কমিটিও। বাড়ি বাড়ি ভূত ধরতে তারা পথে নেমেছে। এই উদ্যোগ অনেক বয়স্ক ভোটার যারা এখনো ভূত ভোটার হননি তারা অনেকেই আতঙ্কিত এমন খবরও কিছু কিছু জায়গা থেকে পাওয়া যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলি কতটা সক্রিয় এব্যাপারে তা প্রকাশ্যে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য কিছু নির্দিষ্ট প্রস্তাব এবং দাবি উঠে আসছে এ ব্যাপারে। বায়োমেট্রিক, এপিক নম্বর সংযোজন ইত্যাদি নানা বিষয় উত্থাপিত হলেও অনলাইন ভোটের ব্যাপারে সব দলই মৌন। প্রয়োজন নির্বাচনী সংস্কার। কয়েক দশক আগে ভারতবর্ষ পেয়েছিল একজন প্রকৃত ওঝাকে। সেই টিএন শেষানের সচিত্র ভোটার কার্ড নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বিপ্লব এনে দিয়েছিল। ভুতুড়ে ভোটার তাড়াতে এমন একজন ওঝা আজ বড় প্রয়োজন।

চলতি ভোটার তালিকায় জীবিত মানুষকে সহজেই ভূত বানিয়ে দেওয়া যায়। আবার মৃত মানুষকে জীবিত করে দেওয়া যায়। এমন ঘটনা অজস্র। একদা সল্টলেকে প্রয়াত সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ভোট দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীরামপুর, সাগর, জলপাইগুড়ি ও সিউড়ি মতো জায়গায় জায়গায় জীবিত অথচ মৃত ভোটারের পাশাপাশি নানা জায়গায় নাম থাকা ভূত ভোটারদের ছড়াছড়ি।

প্রয়োজন দ্রুত নির্বাচনী সংস্কার। ডিজিটাল ইন্ডিয়ায় ভাবার সময় এসেছে ভোটের আধুনিকীকরণ করা। ব্যাংক টাকা–পয়সা আদান প্রদান প্রায় সর্বত্রই চলছে অনলাইন পদ্ধতি। শুধু ভোটের ব্যাপারেই চলছে ভুতুড়ে ভোটারদের তাণ্ডব নৃত্য। অন্তত পরীক্ষামূলক অনলাইন পদ্ধতিতে ভোট দান চালু হওয়া অত্যন্ত জরুরি। নইলে রক্তপাত হিংসা আর ভোট শহিদদের তালিকা দীর্ঘ হবে।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘উৎপত্তি প্রকরণ’

একে একে মস্তক, হাত, পা সবই ত্যাগ ক'রে অবয়বহীন হয়ে কোথাও নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। এর পর আরও এক বনে এই রকমই আরও এক জনকে একই অবস্থায় দেখি। আমি তাকে যোগবলে স্তম্ভিত ক'রে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সেও একই জবাব দিল এবং হাসতে হাসতে অঙ্গত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হল। পরে এই রকম আরও আরও অনেক উদ্‌ভ্রান্ত লোককে দেখি। কেউ আমায় উপেক্ষা করেছে, কেউ বা আবার অবয়ব ত্যাগ ক'রে উধাও হয়েছে। এইভাবে বিস্তীর্ণ অরণ্যমধ্যে অসংখ্য মানুষ এখনও বিক্ষিপ্ত ও মূঢ় অবস্থায় জীবন যাপন করে চলেছে। রাম। তুমিও নিশ্চয়ই সেই মহারণ্য দেখেছ। কিন্তু সম্যক্ বিবেকের উদয় না হওয়ায় তুমি তা মনে করতে পারছ না।

রাম বললেন, হে ব্রহ্মণ। ঐ মহারণ্য কেমন? আমি কবে সে অরণ্য দেখেছি? ঐ উদ্‌ভ্রান্ত মানুষেরা কে? কেন তারা এমন অদ্ভুত আচরণ করে? বশিষ্ঠ বললেন, রাম। এই সংসারই সেই অরণ্য। ঐ অতিকায় প্রমত্ত পুরুষ হল মন। স্থূল দৃষ্টিতে নয়, আমি তা দেখেছি বিবেক দৃষ্টিতে। বিবেকবলেই আমি তাদের প্রবোধ করার চেষ্টা করেছি, কোন মন তাতে বিশ্রান্ত হয়েছে। অতি অজ্ঞতা বশতঃ কোন মন আবার প্রবুদ্ধ না হয়ে চঞ্চলই থেকে গেছে। অন্ধকূপ হল গভীর নরক, কাঁটায় ভরা করঞ্জবন হল জগত–জীবন, কলাবন হল স্বর্গ। আমায় শত্রুজ্ঞান ক'রেও যে মন অবয়ব ত্যাগ করেছে, সে স্বল্পবিবেকী ছিল, কিন্তু নিজ অঙ্গ ত্যাগ ক'রে বিশ্রান্ত হয়েছে। অর্থাৎ মনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে পরম পদে বিশ্রান্ত হয়েছে। সংসার–বিষয়ে আসক্ত মন আমার উপস্থিতি এবং উপদেশ উপেক্ষা করেছে। হাসতে হাসতে যে অঙ্গত্যাগ ক'রে উধাও হয়েছিল, সেই মন বিবেকসম্পন্ন হয়েছিল। অসংখ্য হাত–চোখ বলতে বুঝতে হবে মনের চিত্ত অসংখ্য অঙ্গবিশিষ্ট। নিজের পিঠে নিজেই মুগুর–প্রহার করার অর্থ, নানা কুকল্পনায় নিজেকেই জর্জরিত করা। মনই যন্ত্রণাসৃষ্টির হোতা, সে নিজেই আবার এই যন্ত্রণা ভোগ করে। অজ্ঞান–অন্ধ মন এই ভাবে ইচ্ছার তুষ্টি করতে পালিয়ে পালিয়ে কখনও নরক, কখনও মনুষ্য সংসার কখনও বা স্বর্গ ভোগ করে। কিন্তু কোথাও তার বিশ্রান্তি হয় না, একমাত্র বিবেকজ্ঞানেই সেই মনের অপসারণ হলেই পরম পদে মুক্তি লাভ হয়। সকল যন্ত্রণার চিরতরে অবসান হয়ে যায়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

ঈশ্বরী পাটনী পূজিতা ‘না’ পিতার গণসমাজে

সুবীর পাল

তিনি যে মা। তাই এখানেও যে ঈশ্বরী পাটনী মনে করেন, ‘সন্তান আমার যেন থাকে দুধে ভাতে’।

আসলে এ এমন পৃথিবীর ভূখন্ড যেখানে পিতৃত্বটাই গুরুত্বহীন। এখানকার পুরুষেরা নামে মাত্র জীবনধারার শুধুই প্রাকৃতিক সহায়ক। নারী প্রধান ঈশ্বরী পাটনীরাই এখানে শুধু পূজিতা। তাঁরা কখনও বা মা, আবার কোনও সময়ে তাঁরাই কর্ত্রী। আবার প্রয়োজনে তাঁরা অভিভাবিকা। দরকারে তাঁরাই সমাজে দন্ডমুণ্ডের কর্তা। আর সামাজিক জীবনযাপনে বিয়ের প্রয়োজনীয়তা? বিশ্বজনীন এই সুসভ্য রীতির পরোয়া করেন না তাঁরা। এমন জনজাতির নারীসমাজে একই অঙ্গে এত রূপ দেখিনি তো আগে।

লাল সেনার দেশ চিন। অনেকটা তিব্বত সীমান্তের গা ঘেঁষা এক প্রান্তিক জনপদ। ভৌগোলিক মানচিত্রে চিনের সিচুয়ান ও ইয়ুনান প্রদেশের কিছু নির্দিষ্ট এলাকায় আজও রয়ে গিয়েছে এক দৃষ্টান্তহীন ‘মোসুও’ জনগোষ্ঠীর উপজাতিরা। মোসুওরা অনেক সময় নিজেদের ‘না’ বলেও পরিচিতি দেন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ২৯০০ কিলোমিটার উচ্চতায় লগু লেকের ধার ঘেঁষে মোসুওরা বসবাস করেন আদিকাল থেকে। চিনের জনসংখ্যার নিরিখে এরা এতই ক্ষুদ্রাতীত যে লাল সেনার দেশ এই উপজাতিকে ধর্তব্যের মধ্যেই রাখে না কেউ। তবু তাঁরা প্রাকৃতিক নিয়মে আজও নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছেন। নয় নয় করে অঙ্কের গণনায় তাঁরা যে আজও প্রায় ৫০ হাজার গণদেবতার এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী।

আক্ষরিক অর্থে এই জনজাতির নিজস্ব সমাজে পুরুষদের কোনও প্রভাবই চলে না কোনওদিনই। কারণ মোসুওরা সাধারণত মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই বিশ্বাসী ও অভ্যস্থ। আর মাতৃতান্ত্রিকতার এই প্রবল বিরাজ কিন্তু সাম্প্রতিককালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই নারীমর্দিনীর নিরঙ্কুশ আধিপত্য এই জনগোষ্ঠীকে গ্রাস করেছে আদিলগ্ন থেকেই। এদের সমাজে পরিবারের পছন্দ ও অপছন্দ, সমাজের রীতি রেওয়াজ, জীবনযাত্রার যাবতীয় দায়বদ্ধতা সবই সামলান মহিলারা। এমনকী সমাজ ও পরিবারের প্রশাসনিক দিকেও ক্ষমতায়নের চাবিকাঠি থাকে

স্থানীয় প্রমীলাদের হাতেই। এককথায় তাঁদের নিজস্ব সামাজিক পরিবারের মহিলারাই এখানে ‘হাইকমান্ড’।

অবাক হবার তালিকা এখানেই শেষ হয়নি। হতবাক হবার আরও উড়ন্ত অবসর বিশ্ববাসীর রয়ে গিয়েছে এই জনগোষ্ঠীর রীতির ডানায় ভর করে। চমকে যাবার মতো তথ্য মনের মনিকোঠায় উঠে আসবেই মোসুওদের সামাজিক প্রথার কথা ভাবলে। কি সেই প্রথা যা বিশ্বসমাজের উল্টো স্রোতে আজও বহমান এই পঞ্চাশ হাজারি অস্তিত্বে? আসলে এদের সমাজে বিয়ের রীতিরেওয়াজ বলে কিছুই মান্যতা নেই। নেই পুরুষের নিজস্ব কোনও পছন্দের অগ্রাধিকার। এই সমাজে নারীরাই বেছে নেন তাঁদের পছন্দের পুরুষদের। বিয়ের পর যেমন পুরুষের ঘর করতে মেয়েরা যান শ্বশুরবাড়ি। এটাই তো দস্তুর। কিন্তু এসবের তোয়াক্কা করেন না মোসুও নারীরা। তাঁদের কোনও পুরুষকে পছন্দ হলে ওই পুরুষকে আসতে হয় সেই নারীর গৃহেই।

ধীরে ধীরে। এখনও বিষ্ময়ের শেষ হয়নি। বৈচিত্রের আলাপচারিতার রাত যে এখনও অনেক বাকি। মোসুও নারীর সবুজ সংকেত পেলে ‘না’ পুরুষরা আসেন নারীর গৃহে। কিন্তু স্রেফ একটি রাতের জন্য। তারপর? তারপর আর কি, পুরুষটির নিজের বাড়ি ফিরে যাওয়া। এইভাবেই যে অনন্তকাল যাবৎ চলে আসছে লগু লেকের এমনই এক সামাজিক পরম্পরার সুগভীর মান্যতা। যা তাঁদের একেবারেই তাঁদের নিজস্ব মিলন–পেটেন্ট। হয়তো কোনও নারী অতি আকৃষ্ট হলে বারংবার তাঁর পছন্দের একই পুরুষকে আহ্বান করেন। কখনও বা না–পসন্দ হলে নির্দ্বিধায় পাল্টে নেন পরিবর্তিত পুরুষকে।

না না, একদমই এসব গর্হিত গসিপ নয় তাঁদের সমাজে। আদিকালের এই এক রাত্রিকালীন বহমান সামাজিক নিয়মের মধ্যেই জারি রয়ে গিয়েছে ডারউইন মতবাদের নিরন্তন জন্মবৃত্তান্ত। এখানেও শিশু জন্ম নেয় মাতৃক্রোড়ে। কিন্তু সেই সন্তান পালনের পূর্ণ দায় যে মোসুও নারীদের উপরেই বর্তায়। এই সমাজ ভ্রূক্ষেপ করে না সন্তানের পিতৃ পরিচয়ের। সন্তানকে যে মাই এখানে দুধু ভাতু খাইয়ে লালন পালন করেন একেবারে নিজস্ব দায়িত্বে। তাহলে পুরুষেরা কি শিশু লালনপালন করেন না এখানে? করে করে। তাঁরাও বাড়ির শিশুকে বড় করে তোলেন পরম স্নেহ যত্নে। বোন বা দিদির সন্তান অর্থাৎ ভাগ্নে বা ভাগ্নিকেই যে তাঁরা নিজস্ব বাড়িতে নিজের সন্তানের মতো আদর কাড়া ভালোবাসা দিয়ে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে বলতেই হয় শিশুর বড় ওঠার গোকুলধাম যে তারই মামাবাড়ি।

চৈনিক দেশের এই উপেক্ষিত জনজাতির সমাজ যে এক রাত্রির ফুলশয্যায় জীবনচক্রেই আত্মনির্ভর। বিশ্বের দরবারে তাঁদের প্রথা নিয়ে আবালবৃদ্ধবণিতা ভ্রূ কোঁচকালেও মোসুও পুরুষের কাছে আজও মর্যাদার ও সম্ভ্রমের আসনে অধিষ্ঠাত্রী মসিহা নারী। প্রকৃতপক্ষে সিচুয়ান ও ইয়ুনান প্রদেশের হিমশীতল পরিমণ্ডলে ‘না’ নারীরা এখনও শুধুই উপেক্ষার চাহিদা–যন্ত্রে পরিগণিত হননি। এই অঞ্চলে তাঁরা এখনও ধর্ষিতা হন না। এমনকী শ্লীলতাহানির সাক্ষীও হতে হয় না তাঁদেরকে। সমাজে ভুলেও এখানকার কে তুমি নন্দিনীকে একবারও ‘মাল’ বলে টিটকারি দেন না কোনও স্থানীয়। এখানে এটাই সামাজিক রীতি। তাই এলাকার নারীরা এখানে আদিকাল থেকে রয়ে গিয়েছেন পুরুষের সমীহ আদায়ের এক বিচিত্র আধার। পৌরুষ পূজার আদি ঈশ্বরীও। আসলে না”এর দেশে মহিলারা এখানে যথার্থই যশং দেহি রূপং দেহি।

১১৪ তম আন্তর্জাতিক নারী দিবসে পিছিয়ে দেশের ‘লক্ষ্মীরা’

আরিফুল ইসলাম

দেখতে দেখতে আরও একটা নারী দিবস চলে এল। ১১৪ তম আন্তর্জাতিক নারী দিবসে আমাদের দেশের নারীদের অবস্থানটা কোথায়, চলুন একবার দেখি? আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবসে সাধারণভাবে নারীদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে নানান উৎসাহ ব্যঞ্জক কথা বলা হলেও বাস্তবে মহিলাদের কর্মসংস্থানের অভাব ও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের পক্ষে বড়ো বাধা হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে, যা অতি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক রিপোর্ট থেকেই উঠে এসেছে।

ভারতে শ্রমশক্তির অংশগ্রহণে শ্রমশক্তিতে আমাদের দেশের মহিলাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ভাবে ২৮ ধাপ কমে গেছে। শীর্ষ ব্যাঙ্কের হিসাব বলছে অতি সম্প্রতি কয়েক বছর পেছনে ভারতে মেয়েদের মধ্যে কাজ করতেন প্রায় দুই কোটি মহিলা শ্রমশক্তির বাজার থেকে উধাও হয়ে গেছেন। মেয়েদের মধ্যে কাজ করতে পারতেন, এমন জনসংখ্যার মাত্র ৯ শতাংশ আজ কাজ করছেন। প্রাক্ মহামারি বা কোভিড উত্তর পরেও শহরে মেয়েদের মাসিক গড় কর্মসংস্থান ২২ শতাংশ কমে গেছে।

সাদা চোখে দেখা যায় মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ এই আধুনিক যুগে এখনো তকমা হয়ে রয়ে যায়। তাছাড়া ঘরে বসে যে সব কাজ মহিলারা এলাকাভিত্তিক কিছু করে থাকেন তারও বাস্তব স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, কার্যত তা উপেক্ষিতই রয়ে যায়। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রেও মহিলাদের অংশগ্রহণের গতি যথেষ্ট শ্লথ। রাজ্য বিধানসভার স্তর গণনা করলে এক দশক আগে নির্বাচিত বিধায়কের ৪.৪ শতাংশ ছিলেন মহিলা। বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৮.৯ শতাংশ। লোকসভায় ১৯৮৯ সালে মহিলা সাংসদ ছিলেন ৫.৫ শতাংশ। এখন তা বেড়ে ১৪ শতাংশ। কিন্তু সংখ্যাতত্ত্ব বা শতাংশের হারে আর্থিক ও উন্নয়নে পিছিয়ে থাকা প্রতিবেশী রাষ্ট্র

মহিলাদের অংশ দারুণভাবেই কমে গেছে। ১৯৯০ – তে যা ছিল ৩০ শতাংশ তা ২০২২ – এ নেমে এসেছে ১৯ শতাংশে। গত ১৫ বছরেই কমেছে সবচেয়ে বেশি হারে। যা বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে ২০০৫ – এ এই হার ছিল ৩২ শতাংশ। অথচ এই সময়ে ভারতে অর্থনীতির আয়তন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু লিঙ্গ বৈষম্যের জেরে নারীদের যতটা উন্নয়ন হওয়ার কথা ততটা হয়নি। কিন্তু ২০২২ সালেই কর্মসংস্থানে বা কম। যদিও আগের চেয়ে কিছুটা উন্নতি হলেও বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী কাজের ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ব্যবধানে বিরাট ফারাক। গৃহ উৎপাদনকে কার্যত মজুরিহীন অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে ন্যূনতম মজুরির থেকেও অনেক কম পরিস্থিতিতে রেখে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মহিলাদের ঘরের কাজ যেমন ‘কাজ বলেই স্বীকৃতি পায় না। সমাজে ইংরেজিতে একটা গালভরা শব্দ ‘হাউস ওয়াইফ তার সুখ্যাতি বা গুলোও ভারতকে লজ্জায় ফেলে দেবে। যেমন নেপালে এই হার ৩৪ শতাংশ, ইদানিং ভারতের এলার্জি হওয়া দুই রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ২১ শতাংশ এবং ভুটানের মতো ছোট দেশও ১৭ শতাংশ ভারতকে পিছিয়ে দিয়েছে। বেশ কয়েক প্রজন্ম আগে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের নিয়ম চালু হলেও সাংসদের ক্ষেত্রে এই সংক্রান্ত বিল আজও বছরের পর বছর ঠান্ডা ঘরেই পড়ে রয়েছে।

ছবি : অরুণ লোধ

জীবন যুদ্ধে লড়াকু আমতার স্মিতা রং দাস

দীপংকর মান্না

এক সংগ্রামী নারী। লড়াকু নারী। নানা দুঃখ কষ্টে ভরা জটিল জীবন। ষাট ছুঁই ছুঁই বয়সে বিরল মায়োসাইটিস অসুখে আক্রান্ত হয়েও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখে। সাফল্যের স্বপ্ন দেখায় একমাত্র মেয়ে দেবাশ্রিতাকে। কাঁটায় ভরা নারী দিবসে, চোখের জল মুছে মুছে অকপটে বলতে থাকেন সংসার জীবনের করুণ বেঁচে থাকার কথা। মানুষ রূপী শয়তান স্বামীর কুৎসিত আচরণের কথা।

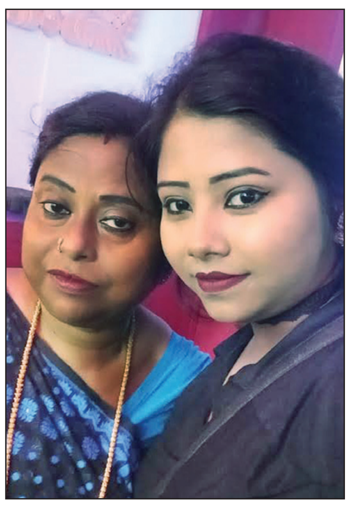

ছোট থেকেই ওনার পড়াশোনা আর গান ছাড়া অন্য কোনো জগৎ ছিল না। সময় পেলে খেলাধুলা আর সহপাঠীদের সাথে কুইজ–কুইজ খেলা। পিতা মাতা দুজনেই ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকা। তাই লেখাপড়ার গড়গড় করে পেয়েছেন সাফল্য। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে স্নাতক। থেমে থাকেনি, সহজভাবেই সাফল্য পান স্নাতকোত্তরে। অর্জন করেন বিএড ডিগ্রি। সংগীত সাধনায় ছিনিয়ে নেন রবীন্দ্রসঙ্গীতে সঙ্গীত বিভাকর ও সঙ্গীত রত্ন পুরস্কার। এই সহজ সরল সাফল্যময়ী নারী হলেন হাওড়া আমতার স্মিতা রং দাস।

আর পাঁচজন নারীর মতো সুখী সংসারের স্বপ্নে বিবাহ হয় স্মিতার। বিবাহে ঘাটতি কিছু রাখেননি পিতা মাতা। ডাক্তার জামাই, তাই বেশি বেশি করে আদর যত্ন। এমন মানুষ রূপী শয়তান স্বামীকে ফুলশয্যার রাত থেকেই চিনে ফেলেন স্মিতা। হাসিখুশি মেয়েটি ভয়ে কাঁটা, বাক্‌হারা। কেবলই প্রহর গোনা। স্মিতার ওপর চলতে থাকে নানাভাবে মানসিক নির্যাতন। থেমে থাকেননি শয়তান! এবার অশ্রাব্য গালিগালাজ ও শারীরিক নির্যাতন। এরই মাঝে স্মিতার কোলে আসে এক কন্যা সন্তান। বেড়ে যায় আরও নির্যাতন। সন্তানের মুখ চেয়ে সহ্য করতে হয় সবকিছুই। বুক ভরা ব্যথার কথা পিতামাতাকে বারবার জানায় স্মিতা। সমাজের কাছে মাথা নিচু হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভীত পিতা কেবলই বলতে থাকেন মেনে নিতে, মানিয়ে নিতে।

এইভাবে মানিয়ে নিতে নিতে স্মিতার জীবনে নেমে আসে এক ভয়ঙ্কর দিন। তার স্বামী তাকে ও তার কন্যাকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেন। আর নয়, মাত্র ৮ বছরের কন্যাকে বুকে চেপে স্বামীর সংসার ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে স্মিতা। রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে উলুবেড়িয়া থেকে আমতায় বাপের বাড়ি। মেয়ে ও নাতনীকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে পাশে দাঁড়ায় তার পরিবার।

এবার শুরু স্মিতার নতুন জীবনের যুদ্ধ। নতুনভাবে বেঁচে থাকার সংগ্রাম ও লড়াই। তিল তিল করে গড়ে তোলে কন্যা দেবাশ্রিতাকে। তাকে লেখাপড়া শেখায়। নাচ শেখায়। শেখায় মানুষ হওয়ার ব্রত। এই অধ্যবসার মাঝেই স্মিতা পেয়ে যায় মুক্তিরচক বিদ্যাসাগর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রে সহ সম্প্রসারিকার চাকরি। বেতন মাত্র ৮ হাজার টাকা। স্মিতার এই কষ্ট ভরা জীবনে হাসি ফোটায় কন্যা নৃত্যশিল্পী দেবাশ্রিতা দাস। ২০২৩ সালে ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডসে নাম তুলে সাড়া ফেলেন দেবাশ্রিতা। আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরের ১৪টি শাস্ত্রীয় নৃত্যের প্রশংসা অর্জনের দেবাশ্রিতাকে এই সম্মান প্রদান করেন ইন্ডিয়া বুক অব রেকর্ডস কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে স্মিতার বেতন কিছু টাকা বাড়লেও, অর্ধেক টাকা খরচ হয়ে যায় বিরল মায়োসাইটিস অসুখের চিকিৎসায়। লড়াকু স্মিতা রং দাসের কথায় সংগ্রাম ও লড়াই করে বেঁচে থাকার নামই জীবন। স্বামী সুখ না পেলেও কন্যা দেবাশ্রিতাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চায় আগামী জীবন। নারী দিবসে সব নারীর শপথ হোক, লড়াকু মানসিকতা। কুর্ণিশ স্মিতা রং দাস। এগিয়ে চলুন।

পাঠকের কলমে

পথচারিদের নিরাপত্তার স্বার্থে টোটো নিয়ন্ত্রণ জরুরি

বিগত কয়েক বছর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব শহর এবং শহরতলীতেই ‘ই–রিক্সা’ বা টোটোর বারবাড়ন্ত চোখে পড়ার মতো সাধারণ জনসাধারণ এই পরিবহনে সাময়িক সুবিধা পেলেও উত্তরোত্তর ব্যাপক অসুবিধার ছবিটাই প্রধান হয়ে উঠেছে। নিয়ন্ত্রণহীন ই–রিক্সা টোটোর অব্যবস্থার ছবিগুলি নিম্নরূপ:

১) এই পরিবহন ব্যবসার কোনো সরকারি স্বীকৃতি নেই। এদের কোনো রেজিস্ট্রেশন না থাকায় নম্বরও দেওয়া হয় না। যত্রতত্র নানারকম অসুবিধা করলেও এদের বিরুদ্ধে সরকার বা ট্রাফিক পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না। সাধারণ মানুষ থানা বা ট্রাফিক পুলিশকে টোটো চালক সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ দায়ের করতে পারে না কারণ ওরা নম্বরহীন এছাড়া সাম্প্রতিককালে টোটো চালকদের মধ্যে ব্যাপক দুর্বৃত্তায়ন লক্ষ করা গেছে। নিউটাউন এবং জলপাইগুড়ির ঘটনা তার উদাহরণ বহন করে।

২) পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ শহর এবং শহরতলীর রাস্তা সংকীর্ণ এবং সারিবদ্ধভাবে টোটো চলাচল করতে থাকায় ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হচ্ছে সর্বত্র।

ট্রাফিক পুলিশরা প্রতিদিন এদের নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন।

৩) টোটো চালকদের রোড ট্যাক্স না থাকায় রাজ্য সরকার প্রতিবছর বিপুল অঙ্কের এক রাজস্ব হারাচ্ছে। শহরতলীর ভেঙে যাওয়া দুর্দশাগ্রস্ত রাস্তা রোড ট্যাক্সের টাকাতেও কিছুটা পারা যাবে। পৌরসভার উপর এই সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে।

৪) এটা ঘটনা যে ই–রিক্সা বা টোটো শহরতলীর রাস্তার একটা বড়ো অংশ তাদের পার্কিং হিসেবে ব্যবহার করছে, এটা একেবারেই অবৈধ। কোনোরকম রাজস্ব না দিয়েই এইধরনের বেআইনি সুযোগ নিয়ে চলেছে। ফলত রাস্তার পরিধি হচ্ছে সংকুচিত।

৫) পরিশেষে টোটোতে পথচারিদের কোনো রূপ দূর্ঘটনা ঘটলে তার কোন দায়ভার বিমা কোম্পানী নেবে না। কারণ কাগজপত্রই জমা করা যায় না।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে অবিলম্বে ই–রিক্সা টোটো সম্পর্কে সরকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে উচিত। অন্যথায় এই বাহন সর্বস্তরে খুবই অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটে আর রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে পারবে না। মহিলা ও বয়স্কদের পথ চলাই যতেষ্ট বিপদজ্জনক হয়ে উঠেছে। বিষয়টিতে অবিলম্বে প্রশাসনিক দৃষ্টি না পড়লে আরো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে বলে মনে করি।

রামদাস রায়
চুঁচুড়া, হুগলি

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

রং আবিরের বিক্রি নেই
ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ।শিবরাত্রি উৎসবের রেশ কাটতে না কাটতেই আসছে রঙের উৎসব হোলি। প্রত্যেক বছর শিলিগুড়ির হকার্স কর্নারে রং আবিরের পসার নিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় দেদার বিক্রি। এবছরে দেখা গেল বিভিন্ন রং আবির মুখোশ আরো কত কি। সুন্দর করে দোকানদাররা সাজিয়ে বসেছেন। তবে তাদের অনেকের মুখে একই কথা এবারে কিন্তু বিক্রি বাট্টা একেবারে নেই। এজন্য তারা যথেষ্ট চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। সপ্তাহখানেক বাকি থাকলেও প্রত্যেক বছর কিন্তু এরকম সময় থেকে বিক্রি শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এ বছর চিত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা, দোকানদাররা জানিয়েছেন একেবারেই বিক্রি হচ্ছে না। কারণ হিসেবে জানা গিয়েছে এবছর দাম বেড়ে গেছে সেই কারণে বিক্রিতে ভাটা পড়েছে। খুব কম সংখ্যক ক্রেতা আসছে।

রেল সম্প্রসারণের জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর: দ্রুত কালিয়াগঞ্জ- বুনিয়াদপুর রেলপথ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হতে চলেছে। পাশাপাশি বালুরঘাট–হিলি রেলপথ সম্প্রসারণে রেলপথ স্থাপনের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে জানালেন বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি বলেন, রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে এই বিষয়ে জানানোর পর তিনি এদিন চিঠি দিয়ে জানান বালুরঘাট - হিলি রেলের জমি অধিগ্রহণ যতদূর পর্যন্ত হয়েছে সেই জমিতে লাইন পাতার কাজ শুরু করা হবে, বাকি জমি অধিগ্রহণের কাজ হবে। অপরদিকে কালিয়াগঞ্জ–বুনিয়াদপুর রেল সম্প্রসারণে জমি অধিগ্রহণের টাকা বরাদ্দ করেছে রেল, দ্রুত জমি অধিগ্রহণের কাজ শুরু হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের উদ্যোগে নবনির্মিত পাখিঘর

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ৩ মার্চ শিলিগুড়ির ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত সূর্যসেন পার্কে পুর নিগমের ১৩,২৫,০০০ টাকা অর্থানুকূল্যে সূর্যসেন পার্কে নবনির্মিত পাখির, ফোয়ারা ও বোটিং ডেকের শুভ উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পরিষদ সদস্য সদস্যরা। এই সমস্ত জিনিস পার্কে আসা ভ্রমণপিপাসু ও কচিকাঁচাদের মনে এক নতুন মাত্রার আনন্দ জাগাবে।

শিলিগুড়িতে বৈদ্যুতিক কানেকশনের ফলে ভোগান্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বর্তমানে শিলিগুড়ি রাস্তায় খোরাখুরি হলেই ধুলোময় হয়ে পড়ে আশেপাশের এলাকা। এরফলে কমবেশি সবাই শ্বাসকষ্টে ভুগছে বলে অভিযোগ শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষের। তিনি পুরো নিগমের মেয়রকে এক চিঠি দিয়ে এই সমস্যার সমাধানের অনুরোধ জানিয়েছেন বিধায়ক জানান, 'শিলিগুড়ি শহরে বৈদ্যুতিক কানেকশনের জন্য কেবল পাতার কাজ চলছে। এরফলে রাস্তা ধুলোময় হয়ে পড়ছে এতেই মানুষের সমস্যা হচ্ছে।' উল্লেখ্য মেয়র জানান, 'আমি বিধায়কের কোনও চিঠি পাইনি পাশাপাশি বৈদ্যুতিক কেবল পাতার কাজের জন্য যে খোরাখুরি হচ্ছে এ সম্পর্কেও কোন অভিযোগও হাতে আসেনি।'

১৬টি গরুসহ গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : ৫ মার্চ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ডাঙ্গাপাড়াতে অভিযান চালিয়ে বিধাননগর থানার পুলিশ একটি গ্যাস ট্যাঙ্কার আটক করে চালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়। ট্যাঙ্কার থেকে উদ্ধার হয় ১৬টি গরু। উত্তর প্রদেশের সামলী জেলার বাসিন্দা চালক খুসনুদ খানকে(৪৫) গ্রেপ্তার করা হয়। উদ্ধার হওয়া গরু বিহার থেকে নিয়ে ধুপগুড়ির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখান থেকে আসাম হয়ে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে ছিল পাচারকারীদের। বৃহস্পতিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

২ থেকে ৬ মার্চ ইন্টার স্টেট ইউথ এক্সচেঞ্জ অনুষ্ঠান আয়োজন করে ভারত সরকারের ক্রীড়া দপ্তরের নেহেরু যুব কেন্দ্রের উত্তর কলকাতা শাখা। নাগাল্যান্ডের ২৭ জন অংশগ্রহণ ৫ দিন ব্যাপি এই অনুষ্ঠানে কলকাতার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য জায়গা ঘুরে দেখে এবং পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সংস্কৃতির আদানপ্রদান করে। উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফের ডেপুটি কমান্ডান্ট নরেশ চৌধুরি, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত অধ্যাপক অরিন্দ্র বসু, এনওয়াইকেএস উত্তর কলকাতার আধিকারিক প্রিয়াঙ্কা ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

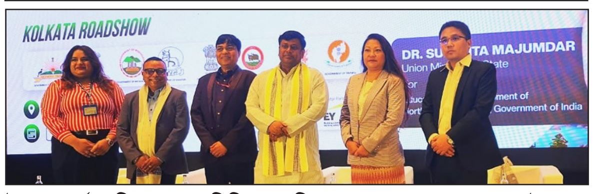

উত্তর–পূর্ব বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ নিয়ে এক আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। উত্তর–পূর্ব এবং পশ্চিমবঙ্গের চোখে পড়ার মতো উন্নতি ঘটেছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। উত্তর–পূর্বের পর্যটন সহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয় এদিন।

২০০০ কিমি সাইকেল অভিযানে পাঞ্জাব চলেছেন কালনার কৃষকনেতা প্রভাত দাস

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান : পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা কালনা থেকে পাঞ্জাব–হরিয়ানার শিম্ভু বর্ডার। সড়কপথে দূরত্ব কমবেশি ২০০০ কিমি। এই দীর্ঘপথে সাইকেল পাড়ি দিয়েছেন ৭৪ বছর বয়সী এক কৃষকনেতা প্রভাত দাস। এরাজ্যের নানাভাবে বঞ্চিত কৃষকদের একাধিক দাবিদাওয়ার প্রতি সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লক্ষ্যেই তাঁর এই অভিযান। সর্বভারতীয় একটি সংগঠন কৃষক বিরোধী একাধিক কেন্দ্রীয় নীতি প্রত্যাহার সহ বিভিন্ন দাবিদাওয়ার সমর্থনে শিম্ভু বর্ডারে দীর্ঘদিন ধরে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। সেই কর্মসূচিতে যোগদানের লক্ষ্যে প্রভাত দাস গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে সিমলন থেকে একাকী সাইকেল অভিযান শুরু করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার তিনি বিহারের গয়া জেলার পাহাড়পুর এলাকায় পৌঁছেছিলেন। মাঝে একবার সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়লেও কোনওরকম ভ্রূক্ষেপ না করেই নতুন উদ্যমে পুনরায় এগিয়ে চলেছেন। বয়সকে তুড়ি মেরে সর্বদাই মনেপ্রাণে তরতাজা স্বভাবের এই মানুষটি আপোষহীন একজন কংগ্রেসকর্মী। তিনি এই বয়সেও এরাজ্যের কৃষকদের বিশেষ করে প্রান্তিক চাষিদের বিবিধ দাবিদাওয়া আদায়ের লক্ষ্যে লাগাতার লড়াই করে চলেছেন। আগেও একাধিকবার তিনি কংগ্রেসের পতাকা সহ কৃষকদের দাবিদাওয়া সম্বলিত হাতে লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে এভাবেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সাইকেল অভিযান করেছেন। তাঁর এধরনের আন্দোলনে বিরোধীরাও কুর্নিশ জানায়। তাঁর এবারের অভিযানের আগে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকার প্রবীণ এই কৃষকনেতাকে সংবর্ধনা জানিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। রাজ্যের 'শস্যগোলা' এই জেলার কালনার প্রত্যন্ত সিমলন এলাকায় জন্মগ্রহণ করেন প্রভাত দাস। কৃষক আন্দোলন নিয়ে তাঁর অক্লান্ত লড়াইয়ের কথা এখন সর্বজনবিদিত। অকৃতদার প্রভাতবাবু কৃষকদের নিয়ে এভাবে সংগ্রাম করলেও তিনি অবশ্য তাঁর প্রাণপ্রিয় কংগ্রেস দলের রাজ্য কমিটির কোনও তালিকায় এখনও পর্যন্ত ব্রাত্যই রয়ে গেছেন। যদিও এনিয়ে প্রভাতবাবুর বিন্দুমাত্র আক্ষেপ কিংবা অভিমান কোনওটাই নেই। এদিন দুপুরে বিহারের পাহাড়পুরে হাইওয়ের পাশে ১টি ফার্মাসি কলেজের কাছে ক্ষণিকের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছিলেন তিনি। বরাবর ধুতিপাঞ্জাবীতে অভ্যস্ত এই কৃষকনেতার সাইকেলটি নিত্যসঙ্গী। সাইকেলের ক্যারিয়ারে টুকটাক জিনিসপত্র সহ মেরামতির সরঞ্জাম বাঁধা থাকে সর্বক্ষণ। এসব নিয়েই পাহাড়পুর থেকেই আলিপুর বার্তা পত্রিকাকে জানান তাঁর শিম্ভু অভিযানের কথা। সেইসঙ্গে সাইকেল সহ একটি ছবিও পাঠান। তিনি বলেন, এরাজ্যের কৃষকরা বিশেষ করে প্রান্তিক চাষিরা দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পান না। কৃষি বিমার সুবিধাও সকলের কাছে সমানভাবে পৌঁছোচ্ছে না। বিভিন্ন ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য হিসেবে যেটা নির্ধারণ করে দেওয়া হয় তাও যথেষ্ট নয়। এসব নিয়েই আন্দোলন চলছে। আমি কৃষকদের এই দাবিদাওয়ার সমর্থনে পথে নেমেছি। এবার শিম্ভু বর্ডারে অবস্থানরত সর্বভারতীয় কৃষক সংগঠনের কাছে গিয়ে এরাজ্যের কৃষকদের দাবিদাওয়াগুলি তুলে ধরব বলে পথে বের হয়েছি। আমার এবারের সাইকেল অভিযানে প্রায় ২০০০ কিমি পথ পাড়ি দিতে হবে। রাস্তাতেই খাওয়াদাওয়া রাস্তার পাশেই কোনও ধর্মস্থান কিংবা দোকানের চাতালেই রাত গুজরান করে পরদিন ফের বেরিয়ে পড়া। পথিমধ্যে অনেকেই এগিয়ে এসে নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তাতে আমি আপ্লুত এবং দেশবাসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

ট্যাব নিয়েও

প্রথম পাতার পর

স্বাভাবিকভাবেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবার অনেকটাই কম।' ট্যাব নিয়েও উচ্চ মাধ্যমিক না দেওয়ার ব্যাপারে সংসদ সচিব বলেন, 'রেজিস্ট্রেশন করার পর পরীক্ষা না দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়। প্রতিবছরই এরকম ঘটনা ঘটে থাকে। আর ট্যাব তো দেয় রাজ্য সরকার। ফলে এব্যাপারে সংসদ কোনও পদক্ষেপ করতে পারে না। পদক্ষেপ যদি কিছু করতে হয়, তা করবে রাজ্য সরকার।' একাদশ শ্রেণিতে সেমিস্টার ও সিলেবাস বিতর্ক প্রসঙ্গে সচিব বলেন,' কোনও একটি ব্যবস্থা নতুন করে চালু হলে তা স্বাভাবিক হতে কিছুটা সময় লাগে। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। দু–এক বছর পার হলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য, একাদশ শ্রেণিতে পাঠ্যসূচি নিয়ে শিক্ষকমহলে অসন্তোষ আছে। শিক্ষকদের পক্ষ থেকে পাঠ্যসূচি বদলের আবেদন করা হয়েছে। এপ্রসঙ্গে সংসদ সচিব বলেন, 'বিষয়টি আমাদের নজরে আছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বিনা কর্ষণে আলু চাষে নজির গড়ল মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : বর্ষাকালে ধান কাটা হয়ে গেলে সেই জমিতে বিনা কর্ষণ অর্থাৎ জমিতে হাল না দিয়ে আলু চাষ করে একদিকে যেমন স্বনির্ভর সুন্দরবনের মহিলারা, অপর দিকে সফলও। উল্লেখ্য ২০০৯ এর ২৫ মে বিধ্বংসী আয়লা ঝড় তাণ্ডব চালিয়েছিল সুন্দরবনের বুকে। তচনছ করে দিয়েছিল সমগ্র সুন্দরবনের জনজীবন। নদীর লবণাক্ত জলে কৃষিজমি নষ্ট হওয়ায় মহাফাঁপরে পড়ে গিয়েছিলেন কৃষি নির্ভর এলাকার মানুষজন। সেই সমস্ত সুন্দরবনের স্বনির্ভর মহিলাদের বিনা কর্ষণে আলু চাষের ক্ষেত থেকে চাষের আলু তুলে হকচকিয়ে জান অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল হগ বয়লান। কৃষিতে স্বনির্ভর এলাকার মহিলাদের কাছে শোনেন বার বার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হওয়ার পরও তাদের সফলো এবং বেঁচে থাকার কাহিনী। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত সুন্দরবনের দ্বীপগুলোতে কৃষিনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলতে বিগত ১০ বছর আগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়া সরকারের কমনওয়েলথ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ অর্গানাইজেশন। যদিও তার আগে থেকে সুন্দরবনের প্রান্তিক এলাকা লাহিড়ীপুর, হেতালবাড়ি, লাক্সবাগান, মোল্লাখালি, বালি–১ ও ২, ক্যানিং, নিকারীঘাটা সহ বিভিন্ন এলাকায় লবণাক্ত জলে নষ্ট হওয়া কৃষিজমিতে পরীক্ষামূলকভাবে বিনা কর্ষণে আলু চাষ শুরু হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন ক্যানিংয়ের কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা ও লবণতা গবেষণা সংস্থা, নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট ও বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক বিজ্ঞানীরা। আয়লা পরবর্তী সময় সুন্দরবনে গবেষণামূলক কাজের জন্য ওই সমস্ত সংস্থাকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে সাহায্য করেছিল 'অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ'। সোমবার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ওই সমস্ত দ্বীপে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এক বিশেষ প্রতিনিধি দল। ছিলেন অস্ট্রেলিয়ার সিএসআইআরওর অধ্যক্ষ বিজ্ঞানী গবেষক ডঃ এম মাইনউদ্দিন, এসিআইএআরের দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক প্রতিভা সিং, অস্ট্রেলিয়ার কনসাল জেনারেল হগ বয়লান, মিসেস অ্যাঞ্জেলিনা নায়ার, ক্যানিং কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা ও লবণতা অনুসন্ধান কেন্দ্রের প্রধান অধিকর্তা বিজ্ঞানী তথা গবেষক ডঃ ধীমান বর্মন সহ অন্যান্যরা।

ল্যাপটপ ফেরত পেয়ে খুশি যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : ট্রেনের মধ্যে ল্যাপটপ সহ আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র ফেলে রেখে নেমে গিয়েছিলেন। পরে বুঝতে পেরে জিআরপির দ্বারস্থ হয় যুবক। পেয়েও যায়। হারিয়ে যাওয়া ল্যাপটপ সহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক জিনিসপত্র ফেরত পেয়ে খুশি। ক্যানিং লোকালে উঠে সোনারপুরে নেমে যায় যুবক ফেলে যায় ব্যাগটি এরপর সোনারপুর জিআরপিকে জানালে তারা ক্যানিং জিআরপিকে ঘটনার কথা জানায়। রাতেই ট্রেনের মধ্যে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে ল্যাপটপ সহ ব্যাগ উদ্ধার করে ক্যানিং জিআরপি। ৫ মার্চ দুপুরে তুলে দেওয়া হয় ওই যুবকের হাতে।

পোস্ত জমিতে

প্রথম পাতার পর

এতদিন পর এই প্রথমবার এই বেআইনি পোস্ত চাষের হদিশ মিলতেই পুলিশ–প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ে। জমি থেকে গোছা গোছা ফলন্ত পোস্ত গাছ কেটে বস্তাবন্দি করে পুলিশ নিয়ে যায়। অগ্রদ্বীপ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্চনা বাগের স্বামী কেষ্ট বাগ বলেন, 'প্রায় ১৮ বছর আগে সাহেবনগরে অনেক জমিতে লুকিয়েচুরিয়ে পোস্ত চাষ হত। তারপর সব বন্ধই ছিল। এবার হঠাৎই এই চাষের কথা জানতে পেরে পুলিশ বুধবার দুপুরে পোস্ত জমিতে অভিযানে নেমেছিল।'

বেহাল ভবনে আতঙ্কে দিন কাটে লাইব্রেরিয়ানের

প্রথম পাতার পর

কোন পাঠকই এখনও এখানে আসেনি কারণ এই গ্রন্থাগার যে খুলেছে তার প্রচার ও সেভাবে হয়নি। সম্প্রতি আমি এই ঘর থেকে বাইরের দেয়ালে বিষাক্ত সাপও দেখেছি। সারাদিন আমি আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় থাকি। এই ভবনটির সংস্কার করা একান্তভাবে দরকার। সেই সঙ্গে গ্রন্থাগার খোলার খবরটি ও প্রচার করতে হবে প্রশাসনকে। আমি বিভিন্ন সঙ্গেও এ ব্যাপারে কথা বলেছি।' এই প্রসঙ্গে ডায়মন্ডহারবার বিধানসভার বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন, 'ম্যানেজিং কমিটি গঠন করার জন্য দুজনের নাম চাওয়া হয়েছিল সে নাম আমি দিয়েছি। যাতে ওই গ্রন্থাগারটির দ্রুত সংস্কার করা হয় সে ব্যাপারে অবশ্যই উদ্যোগ নেব।' ডায়মন্ডহারবার ২নম্বর ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত অধিকারী এই প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি সরিষারামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিলাম, ওই গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমি সবই জানি। আসলে দীর্ঘদিন গ্রন্থাগার বন্ধ থাকার ফলে এবং কোন ম্যানেজিং কমিটি না থাকার ফলে ভবনটির সংস্কার করা সম্ভব হয়নি। নতুন এরিয়া লাইব্রেরীতে লাইব্রেরিয়ান এসেছেন তিনি আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে কথাও বলেছেন। জেলা গ্রন্থাগার দপ্তরে আমরা লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে শীঘ্রই সংস্কারের জন্য প্রস্তাব পাঠাবো। আশা করা যায় খুব কম সময়ের মধ্যেই লাইব্রেরীটির সংস্কার সম্পন্ন হবে।'

প্রথম সিঁড়িতেই পিছল খাচ্ছে নির্বাচন কমিশন

প্রথম পাতার পর

সুবিধা করে দিচ্ছে শাসক দলকে। অথচ এরা সকলেই জানে ভোটার তালিকা তৈরিতে বিএলও দের সঙ্গে সমান ভূমিকা থাকে রাজনৈতিক দল নিযুক্ত বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্টদের। আইনত প্রত্যেক রাজনৈতিক দলকে বুথ পিছু একজন করে বিএলএ নিযুক্ত করতে হয় যাতে তারা বিএলও র কাজের উপর নজরদারি এবং ভুল ভ্রান্তি চিহ্নিত করতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোনো দলই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো বিএলএ দিতে পারে না, কিন্তু পরে নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে চেঁচামেচি করে বাজার গরম করে।

এখন প্রশ্ন হল, এসব জানা সত্ত্বেও শাসক দল কেন নিজের প্রশাসনকেই কেন কাঠগড়ায় তুলতে উঠে পড়ে লেগেছে? রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে এর প্রধান কারণ শাসক দলের লক্ষ্য ভিন রাজ্যের লোককে চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া। কারণ শাসক দল ধরেই নিয়েছে এরা সব হিন্দুত্ববাদী ও বিজেপির ভোটার। অথচ আইন অনুযায়ী ভারতের যে কোনো নাগরিক যে কোনো রাজ্যে যদি একটানা ছমাসের বেশি বসবাস করেন তাহলে তিনি সেই রাজ্যের ভোটার হতে পারেন। তবে নিশ্চই তার নাম ভোটার তালিকায় তোলার আগে নিশ্চিত হতে হবে আগে কোথাও নাম থাকলে তা বাদ গেছে কিনা বা সে চলে গেলে সেই নামটি কাটা গেল কিনা। এসব দেখার দায়িত্ব কিন্তু বিএলও র পাশাপাশি বিএলএরও। সর্বপরি খাতায় কলমে সব দায় বর্তায় ইআরও ও ডিইও–র আসলে ধর্মের কার্ড খেলতে গিয়ে বিপদে পড়েছে এ রাজ্যের শাসক দল। বিজেপি ও আরএসএস যেভাবে খোলাখুলি হিন্দু ভোট একত্রীকরণে মরিয়া হয়ে উঠেছে তাতে হিন্দুত্বের ভূত তাড়া করছে এ রাজ্যের শাসক দলকে। তাদের ধারণা বাংলাদেশ, কুম্ভ, সরস্বতী পুজো বিতর্ক, মুসলিম তোষণের অনুকূল আবহাওয়ায় সত্যি যদি এই মেরুকরণ ঘটে তাহলে ভোটের ফল ঘুরে যেতে পারে। সামনে ভোট, নানা দলের নানা আশঙ্কার অন্ত নেই, ভোটার তালিকা তাই এবার ছাব্বিশের ছক্কার ঘুঁটি। যে এই ঘুঁটি যত বুদ্ধি করে চালতে পারবে তত চাপে রাখতে পারবে নির্বাচন কমিশনকে। ভাড়াটে সৈনিকের উপর ভর করা বেসামাল কমিশন অবশ্য বিতর্কে যেতে নারাজ। সমন্বয়ের উপর জোর দিয়ে কোনোরকমে ভারসাম্য বজায় রাখতে চায়। তারা জানে একই বিধানসভায় একাধিক সিরিজের এপিক নম্বর যেভাবে ঘেঁটে রয়েছে তাকে একবছরের মধ্যে সমতায় আনা প্রায় অসম্ভব। অপেক্ষা পরিস্থিতি থিতিয়ে যাবার। তারা জানে শাসক দল যদি বেশি চেঁচামেচি করে তবে দায় নিতে হবে তাদের অফিসারদেরই। এটা বাস্তবায়িত করা মোটেই সহজ নয়। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের ধারণা শাসক দলের এই ভোটের তালিকা অভিযান বুমেরাং হয়ে ফিরে আসতে পারে। স্বচ্ছতার দোহাই দিয়ে এই সুযোগে এরাজ্যে নির্বাচনের উপর, কেন্দ্রীয় প্রশাসনের গ্রিপ আরো শক্ত হতে পারে। ইতিমধ্যে শাসক দলের ভোটার তালিকা নিরিক্ষণের কমিটি বৈঠকে এক ও দুই নম্বরের বিভেদ সামনে এসেছে। জেলার জন্য গঠিত কোর কমিটি বেলা গড়াতেই বাতিল হয়েছে। ফলে এই অভিযান শেষ পর্যন্ত কতটা চাপ তৈরি করতে পারবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। সব রাজ্যের নির্বাচনী অধিকারিকদের নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের দুদিনের বৈঠক শেষ হয়েছে। সেখানে জোর দেওয়া হয়েছে ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উপর। ভরসা তথ্যপ্রযুক্তিতে। আগামী দিনে ভোটার তালিকা হয়ত আধুনিক যন্ত্রনির্ভর হয়ে উঠবে। হয়ত ভোট দিতে ভরসা করতে হবে ওটিপি র উপর। যাইহোক, জনগণ চায় এই অভিযান সফল হোক, স্বচ্ছ হোক তালিকা, স্বচ্ছ হোক নির্বাচন।

আন্তর্জাতিক
নারী দিবসের
শুভেচ্ছা

আমি কন্যাশ্রী
আমি রূপশ্রী
আমি সবুজশ্রী
আমি লক্ষ্মীশ্রী
আমি বিদ্যাশ্রী
আমি ঐক্যশ্রী
আমি মেধাশ্রী
আমি শিক্ষাশ্রী
আমি যশশ্রী
আমি অনন্যা
আমি বঙ্গললনা
আমি বঙ্গনারী
আমি বিশ্বনারী
আমি বঙ্গশ্রী
আমি বিশ্বশ্রী
আমি ঘরের মেয়ে
আমি বাংলার মেয়ে
আমি ভারতের মেয়ে
আমি বিশ্বের মেয়ে

আমি কন্যা আমি কন্যাশ্রী
আমি ভাগ্য আমি ভাগ্যশ্রী।
আমি যশ, আমি যশশ্রী
আমি ভূমি, আমি ভূমিশ্রী।।
আমি জীবন আমি যৌবন গড়ি ভাগ্য
আমি সভ্যতা আমি সভ্যতা নই অজ্ঞ।
আমি জ্ঞানী আমি গড়ি স্বর্গ
আমি বুদ্ধি, আমি বিদ্যা পূজার অর্ঘ
আমি সংসার আমি রাস্তা
আমি আগামী আমি আস্থা
আমি বিশ্বাস আমি ভরসা আমি ধন্যা
আমি জীবন আমি যৌবন আমি কন্যা।।

নারীর অধিকার
আমাদের অঙ্গীকার

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

অবৈধ পার্কিং রোধে নয়া অ্যাপ

বরুণ মণ্ডল : দিনে–রাতে কলকাতা শহরের যত্রতত্র অবৈধভাবে গাড়ি রাখা আটকাতে ও পার্কিং ব্যবস্থাকে আরও সুদৃঢ়ভাবে সাজাতে কলকাতা পৌরসংস্থা বিশেষ ধরনের সফটওয়্যারের মাধ্যমে নয়া অ্যাপ তৈরি করছে। এ প্রসঙ্গে কলকাতা পৌরসংস্থার গাড়ি পার্কিং দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, 'পার্কিং নিয়ে সমস্যা রয়েছে। সপ্তাহে তিন দিন বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে অভিযান করে গড়ে প্রায় ৩৫০–৪০০টি গাড়ির বিরুদ্ধে কেস করা হচ্ছে। একটি সফটওয়্যারের উন্নয়নের প্রক্রিয়া জারি রয়েছে। তার মাধ্যমে ট্র্যাফিক পুলিশের মতো কলকাতা পৌরসংস্থাও বেআইনিভাবে পার্কিং করা গাড়ির নম্বর প্লেটের ছবি তুলে সরাসরি মোটর ভেহিকল দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। মামলাও হবে। খুব তাড়াতাড়ি এ পদক্ষেপ করা হবে।'

কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, কলকাতা শহরে প্রায় ৩০০০ বৈধ পার্কিং লট রয়েছে। কিন্তু অভিযোগ উঠছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক গাড়ি রাত ১০ টার পর শহরের যেখানে–সেখানে রাখা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছর ধরে 'রাতের পার্কিং থেকে পৌরসংস্থার ভাঁড়ারে ভালো পয়সা আসছে। 'রাতের পার্কিং ব্যবস্থার ফলে একদিকে যেমন কলকাতাবাসী নিশ্চিন্তে রাস্তায় গাড়ি রাখতে পারছেন, অপরদিকে পৌরসংস্থাও এর মাধ্যমে 'গাড়ি পার্কিংয়ের টাকা পাচ্ছে। বাড়িতে গ্যারেজ না থাকলে নতুন গাড়ি কিনে রাস্তায় রাখার আগে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে অনুমতি নিতে হবে। নিশ্চিতে ও নিরাপদে বাড়ির পাশের রাস্তায় গাড়ি রাখার জন্য কলকাতাবাসী অনলাইনে আবেদন করতে পারেন। রাতের রাস্তায় গাড়ি পার্কিং করার জন্য আবেদনপত্র

সারা বছর ধরে নেওয়া হয়। তবে আবেদন করলেই যে সম্মতি মিলবে এমন নয়। সম্মতি দেওয়ার আগে কলকাতা পৌরসংস্থা পার্কিং দপ্তর গাড়ির কাগজপত্র ও গাড়ির মালিকের ঠিকানা সবটাই খতিয়ে দেখবে। গাড়ি রাখার জায়গা ও বাড়ির ঠিকানার মধ্যে বিস্তর ফারাক হলে অনুমতি পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এ পরিষেবার মাধ্যমে কখন গাড়ি রাখা যাবে? তবে সারাদিনের জন্য কখনই নয়। রাত ১০টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত গাড়ি পার্কিং করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। ছোটো গাড়ির(ট্যাক্সি,ওলা, উবের, চার চাকার ব্যক্তিগত গাড়ি ইত্যাদি) ক্ষেত্রে মাসিক ফিজস্ ৫০০ টাকা। লাইট গুডস্ ভেহিকেলের ক্ষেত্রে মাসিক ৬০০ টাকা। আর বড়ো গাড়ির(বাস, লরি ও ভারী পণ্যবাহী গাড়ি) ক্ষেত্রে মাসিক ১,০০০ টাকা দিতে হবে। তবে ঘিঞ্জি এলাকায় রাস্তায় গাড়ি রাখার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এ বিষয়ে কার পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ জানাচ্ছেন, 'ঘিঞ্জি অথবা ব্যস্ত এলাকায় রাতে গাড়ি পার্কিং করার অনুমতি দেওয়া হয় না।'

কলকাতা পৌরসংস্থা সূত্রে আরও জানা যায়, ২০২০–২১ অর্থবর্ষে গাড়ি পার্কিং আদায় হয়েছে প্রায় ১১কোটি। ২০২২–২৩ অর্থবর্ষে আদায় হয়েছে ১৭ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে ১৯ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে ২৬ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এই সময়কালে গাড়ি পার্কিং একটা টাকাও কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে বাড়ানো হয়নি। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর পার্কিং আদায় বেড়েছে। ২০২৫–২৬ অর্থবর্ষে গাড়ি পার্কিং আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৩০ কোটি ৮৫ লক্ষ। বর্তমানে কলকাতায় সাড়ে পাঁচ 'পস মেশিন কলকাতায় চালু রয়েছে।

দেবাশিস কুমার বলেন, 'বেআইনি পার্কিং ধরা হচ্ছে। পেনাল্টি ধার্য করা হচ্ছে। কলকাতায় প্ল্যানসিটির মতো পার্কিং ক্ষেত্রে সুযোগসুবিধা করা সম্ভব নয়। গাড়ির সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে। আইনানুযায়ী, দিনের বেলা বেআইনি পার্কিং থাকলে তা দেখার দায়িত্ব কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের। কলকাতা পুলিশকে অভিযোগ করতে হবে। তবে রাতের বেলা বেআইনি পার্কিং থাকলে কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং দপ্তরকে জানাতে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে কলকাতাবাসীদের জেনে রাখা ভালো, যেটা হল, কলকাতা পৌরসংস্থা ১৮ ফুটের চেয়ে কম চওড়া রাস্তায় সাধারণত পার্কিং দেয় না। তবে পার্কিং দেওয়ার আগে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েই কলকাতা পৌরসংস্থা পার্কিং দেয়। তাছাড়া সমস্ত পার্কিং কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের অনুমতি নিয়েই দেওয়া হয়। ২০২৩–২৪ অর্থবর্ষে ৩,২৬০টি ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ২০২৪–২৫ অর্থবর্ষে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ১,৮১৩টি পার্কিংয়ের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

আধুনিক ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা অত্যাধুনিক ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার তৈরি করেছে। পৌরসংস্থার নিজস্ব এন্টালি ওয়ার্কশপে এই গাড়িগুলি তৈরি করা হয়েছে। মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে এই গাড়িগুলি তৈরি করেছেন। ইতিমধ্যে ৪টি ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার গাড়ি শহরে ঘুরে কাজও শুরু করেছে। কী কী পরিষেবা এই গাড়িগুলি দিচ্ছে? মেয়র পারিষদ তারক বলেন, 'এই গাড়িগুলি কলকাতাস্থিত গাছে জল দেওয়া, কলকাতার রাস্তা ধোয়া এমন একাধিক কাজ করতে পারবে। বহুদূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পাইপ টেনে নিয়ে গিয়ে গাছে জল দেওয়া যাবে। এতে প্রায় ৫০ ফুটের পাইপ রয়েছে। আবার একাধিক পাইপ লাগাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। ফলে দূরবর্তী একাধিক স্থান ধোয়ার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। মূলত বেশ কিছু পুরনো গাড়ি পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে, তাতে ওয়াটার স্প্রিঙ্কলার বসানো হয়েছে। গাড়িগুলি ইতিমধ্যে পৌরসংস্থার উদ্যান দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। পৌর কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন, এই গাড়িগুলি দিয়ে একদিকে যেমন রাস্তা ধোয়া যাবে। পাশাপাশি রাস্তা বিভাজক কিংবা ফুটপাতের উঁচু গাছেও অতি সহজেই জল দেওয়া যাবে। গাড়ির ট্যাঙ্কের একবারে ওপরে একটি বসার আসন রয়েছে। সেখানে বসে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে জল স্প্রে করা যাবে। লম্বা পাইপ থাকার কারণে বড়ো রাস্তায় গাড়ি রেখে ছোট গলিতে ঢুকে প্রয়োজনে জল দিয়ে সাফাই কাজ করা। সেই সঙ্গে বহুতলের বাইরের দিক, কলকাতা পৌরসংস্থার বিভিন্ন ভবন, ফটক, রাস্তায় বসানো যে কোনও পূর্ণাবয়ব মূর্তিসহ একাধিক জিনিস গাড়িগুলির সাহায্যে জল দিয়ে পরিষ্কার করা সম্ভব।

রাজ্যের পৌরসংস্থায় 'অম্রুত–মিত্র'

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভায় আগামীদিনে 'অম্রুত–মিত্র প্রকল্প শুরু হতে চলেছে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন পৌরসভায় পৌর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে 'অম্রুত–মিত্র প্রকল্পের নির্দেশিকা পৌঁছে গিয়েছে।

'অম্রুত–মিত্র প্রকল্পটি কী রকম? পরিস্রুত পানীয় জল সরবরাহ, জলাশয় সংরক্ষণ করে মাছ চাষ এবং উদ্যান পরিচর্যার জন্য এই প্রকল্প রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভার শুরু হতে চলেছে। এই প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিযুক্ত করা হবে। কোন ওয়ার্ডের জন্য কতজন মহিলা নিয়োগ করতে হবে, তা ঠিক করবে পৌর কর্তৃপক্ষ। এবিষয়ে রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম জানান, 'সুষ্ঠু পৌর–পরিষেবা প্রদানের পাশাপাশি আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল মহিলাদের আর্থিক সংস্থান বৃদ্ধি করা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় চান, মহিলারা আর্থিক দিক থেকে সবল হোক। তাই 'অম্রুত–মিত্র'প্রকল্পে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিযুক্ত করা হবে। কতজন লাগবে বা কোন কোন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা ঠিক করবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভা। কী কী কাজ করবেন এই প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীরা? ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন পৌরসভায় জলের মিটার বসানো শুরু হয়েছে। সেই মিটার রক্ষণাবেক্ষণ এবং মিটারের মাধ্যমে কত পরিমাণ জল খরচ হচ্ছে, তার হিসেব রাখবেন 'তারা। এছাড়া পৌরসভার অধীনে থাকা উদ্যান ও জলাশয়গুলিও কীভাবে ব্যবহার যোগ্য করে মাছ চাষ করা যায় সেটাও তারা দেখাশোনা করবেন। 'ন্যাশনাল আর্বান লাইভলিহুড মিশনের (এনইউএলএম) অধীনে এই প্রকল্পটি চলবে বলে জানা যাচ্ছে।

পাসপোর্টের নিয়ম পরিবর্তন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকার পাসপোর্ট সংক্রান্ত নীতি সংশোধন করেছে। নতুন নিয়মানুযায়ী ২০২৩ সালের ১ অক্টোবর বা তার পরে জন্ম হওয়া আবেদনকারীদের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দেওয়া জন্মের শংসাপত্রই শুধু পাসপোর্ট গ্রহণের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রমাণপত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। ১৯৮০ সালের পাসপোর্ট নিয়মের সংশোধন করে এক বিবৃতি জারি হয়েছে। ২০২৫ সালের এ সংক্রান্ত নিয়মাবলিতে পরিষ্কার রূপে বলা হয়েছে, উল্লেখিত সময়কালের জন্ম ও মৃত্যু সংক্রান্ত রেজিস্টার পৌরনিগম এবং ১৯৬৯ সালের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধিকরণ আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কারোর দেওয়া জন্ম শংসাপত্রই এ বিষয়ে গ্রাহ্য হবে। ২০২৩ সালের ১ অক্টোবরের আগে জন্ম গ্রহণকারী আবেদনকারীরা বিকল্প প্রমাণপত্র হিসেবে ড্রাইভিং লাইসেন্স, প্যানকার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র (এপিক) এবং মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড পেশ করতে পারেন।

বার্তা

এত্তাজঞ্জাল : মহেশতলা থেকে বাটা যাওয়ার রাস্তার ধারে নালার জল থমকে থাকে, জমে কচুরিপানা, অল্প বৃষ্টিতেই উপচে পড়ে। **ছবি : অভিজিৎ কর**

জবরদখল : চলছে কল্লোলিনীর সৌন্দর্যায়ন তারই মাঝে পার্ক সার্কাসের রাস্তা থেকে ফুটপাত বেআইনি দখলদারদের কব্জায়। **ছবি : অরুণ লোধ**

কলকাতায় ফ্ল্যাট কেনার আগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় কোনটা আইনিভাবে তৈরি বা কোনটা নিয়মবহির্ভূতভাবে তৈরি করা বাড়ি বা ফ্ল্যাট তা বুঝবেন কী করে। কলকাতায় ফ্ল্যাট কেনার আগে ক্রেতাদের যে ৭টি বিষয় দেখে নিতে হবে। সেগুলি হল প্রোমোটার বা ডেভলপারের নির্মাণ কাজ করার ছাড়পত্র, নির্মাণ শুরুর আগে ফ্ল্যাট কিনতে হলে দেখে নিতে হলে, অনুমোদিত নকশা, তৈরি ফ্ল্যাট কিনতে হলে দেখে নিতে হবে 'কমপ্লিশন সার্টিফিকেট(সিসি)', নির্দিষ্ট প্রকল্পটি 'রিয়েল এস্টেট রেগুলেশন অথরিটিতে (আরইআরএ বা রেরা) নথিভুক্তিকরণ আছে কিনা অন্যথায় কোনওরকম ক্ষতিপূরণ মিলবে না। এছাড়াও রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে, ফ্ল্যাটটি আগে বিক্রি হয়েছে কিনা তার সাথে সম্প্রতি দেওয়া খাজনার রসিদের প্রতিলিপি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় ও হাতবদলের আগে দেখে নেওয়া দরকার মিউটেশন হয়েছে কিনা।

হৃদরোগের কোনও বয়স নেই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডাক্তাররা বলছেন হার্ট অ্যাটাকের প্রবণতা বাড়ছে। এখন কোনও নির্দিষ্ট বয়স নেই, ছোট থেকে বড় অনেকেই হৃদয় বিদারক ঘটনা থেকে বেরিয়ে এসেছে সেই গল্পই শোনালেন তারা কলকাতা প্রেস ক্লাবে ৬ মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে। এই হৃদয় ঘটিত বিভিন্ন প্রাণ খাটি রোগ সারিয়ে তুলছে নারায়ণা রবীন্দ্রনাথ টেগর হাসপাতাল তাদের বিভিন্ন অত্যাধুনিক চিকিৎসার মাধ্যমে। হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেন ডাক্তার অয়ন কর, ডাক্তার অভিজিৎ সিপি, ডাক্তার দেবব্রত ভট্টাচার্য, ডাক্তার কুন্তল ভট্টাচার্য ও ডাক্তার দেবব্রত বেরা। সকল ডাক্তারেরাই হার্ট অ্যাটাক থেকে বাঁচবার জন্য বিভিন্ন সচেতনতামূলক পদ্ধতি তুলে ধরেন।

ছবি : প্রীতম দাস

পরিবেশ বান্ধব উনুন বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ পরিবেশ দপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় ১৫০০টি 'পরিবেশ–বান্ধব উনুন বিনামূল্যে দেওয়া হবে বলে জানান কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দপ্তরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার। সম্প্রতি তিনি ট্যাংরায় ৩০০টি 'পরিবেশ–বান্ধব ধোঁয়া বিহীন উনুন বিতরণ করলেন। কারা এই উনুন পেলেন বা আগামীদিনে পাবেন? কলকাতা পৌর এলাকার ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ট্যাংরার শীল লেন এলাকার রাস্তার ধারের খাবারের ছোটো–ছোটো দোকান ও চায়ের দোকানের হাতে এই ধোঁয়াবিহীন উনুনগুলি বিতরণ করলেন স্বপন সমাদ্দার ও ৭ নম্বর বরো অধ্যক্ষা সুস্মিতা ভট্টাচার্য চট্টোপাধ্যায়। মেয়র পারিষদ জানান, 'কলকাতাকে বায়ুদূষণ থেকে রক্ষা করতে আমরা বদ্ধপরিকর। কলকাতার বায়ুতে কার্বনের আধিক্য আটকাতে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে অন্যতম হল পরিবেশবান্ধব উনুন। খুবই তাড়াতাড়ি শহরবাসীকে ধোঁয়াবিহীন উনুন বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। আগামীদিনে প্রয়োজন অনুসারে এই উনুনের সংখ্যা আরও বাড়বে।'

তিনি আরও বলেন, 'পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে কাঠ ও কয়লার উনুনের ধোঁয়া পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর। এই ক্ষতি রোধে ইতিমধ্যেই রাস্তার ধারে কাঠ ও কয়লা পুড়িয়ে উনুনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছি। তাও পোড়ানো ভুট্টা বিক্রেতারা কয়লার উনুন ব্যবহার করছে। মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বারংবার এই প্রবণতা ত্যাগ করতে চা বিক্রেতা, ভুট্টা বিক্রেতা, ছোটো–ছোটো খাবারের দোকানদারদের এই কাঠ ও কয়লা পুড়িয়ে রান্নার প্রবণতা ত্যাগ করতে কলকাতাবাসীকে আহবান জানিয়েছেন। শীতের রাতে অনেক জায়গায় রাস্তায় আগুন জ্বালাতে দেখা যায়।এই আগুনের ধোঁয়া একদিকে যেমন পরিবেশের ক্ষতি করে, অপরদিকে এই আগুন থেকে বড়ো অগ্নিকাণ্ডও ঘটতে পারে। তাই কলকাতা পৌরসংস্থার পক্ষ থেকে যত্রতত্র আগুন জ্বালানো বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে কলকাতার বাতাসে দূষণের মাত্রা অনেকটাই ভালো। তবে আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই। রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের সহযোগিতায় পরিবেশবান্ধব ধোঁয়াবিহীন উনুন বিতরণ করা হচ্ছে। কলকাতাকে দূষণমুক্ত করতে আগামীদিনে আরও উনুন দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।'

আবাসিক আবাসনে অনিয়ম

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবাসিক আবাসন বা বহুতল ভবন তৈরির অনুমোদন কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে নিয়ে সেখানে বাণিজ্যিক কাজ করা হচ্ছে। সম্প্রতি এনিয়ে একাধিক অভিযোগ কলকাতা পৌরসংস্থায় আসছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম কলকাতা পৌরসংস্থার বিল্ডিং ও সার্ভেয়ার দপ্তরকে সমীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। এরপর সমস্যা সমাধানের জন্য আইন আনা যায় কী না, তা নিয়েও ভাবনাচিন্তা জারি রয়েছে। এক অভিযোগকারী জানান, খিদিরপুর, ফ্যান্সি মার্কেট, চাঁদনি, বউবাজার, বড়বজারের মতো এলাকায় দেখা যাচ্ছে কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে আবাসিক আবাসন নির্মাণের প্ল্যান পাস করিয়ে তা বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। মহানাগরিক বলেন, 'অনেক জায়গায় আবাসিক আবাসন থেকে বাণিজ্যিকে আবাসনে পরিবর্তিত করে নিচ্ছে। পৌরসংস্থার রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। এজন্য কড়া আইন আনা প্রয়োজন। তবে ছোটো ব্যবসা আবাসিক আবাসন বা বহুতল ভবনে করা যায়। কিন্তু এজন্য দমকল দপ্তরের কিছু নিয়ম মানতে হয়। কলকাতা মহানগরের কোথায় কোথায় বাণিজ্যিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে, তার একটা তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই সমস্ত অঞ্চলে নতুন করে আর আবাসিক আবাসনের অনুমোদন দেওয়া হবে না। সেখানে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার হয়, এমন বিল্ডিংই তৈরি করতে হবে। সেজন্য আইন সংশোধন করতে হবে।'

ভাড়াটিয়াদের তথ্য জমা করতে নির্দেশ লালবাজারের

নিজস্ব প্রতিনিধি : নাম ভাঁড়িয়ে কলকাতা শহরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা আটকাতে লালবাজার থেকে কলকাতার প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দিয়েছে। সেই সূত্রেই কলকাতা পুলিশ শহরের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাড়াটের পরিচয়পত্র সংগ্রহ করছে। প্রতিটি থানাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ভাড়াটে সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে পুলিশের দেওয়া ফর্ম পূরণ করে থানায় জমা করার জন্য। সেই সঙ্গে কেউ পেয়িং গেস্ট থাকলে তাঁদের সম্পর্কেও নথি জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এক পুলিশ কর্তা জানান, ভাড়াটে এবং পেয়িং গেস্টদের সম্পর্কে তথ্য আপডেট করার জন্য প্রতিটি থানাকে বলা হয়েছে। এরই পাশাপাশি পরিচারক এবং পরিচারিকাদের সম্পর্কেও তথ্য জোগাড় করার পরে ফর্ম পূরণ করে দিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাড়াটে বা পেয়িং গেস্টদের সম্পর্কে তথ্য জানানোর জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম প্রতিটি থানায় রাখা থাকে। নাগরিক কিংবা বাসিন্দাদেরই তা পূরণ করে জমা দেওয়ারই দীর্ঘদিনের নিয়ম। কিন্তু এতদিন সেই কাজ ঠিক মতো হচ্ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছিল, কেউ বাড়ি ভাড়া দিলেও ভাড়াটের তথ্য কিংবা পরিচয়ের নথি থানায় জমা দিতেন না। সেই প্রবণতা বন্ধ করতে শহরের থানাগুলিকে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলের অভিজ্ঞ মহলের মত।

জানা-অজানা সফরে

সূর্যাস্তের পর কেউ সাহস পায় না এই মন্দিরে যেতে

কুনাল মালিক, বীরভূম

গোটা বীরভূম জেলা জুড়ে শক্তিপীঠ, সতীপীঠ এবং গুপ্তপীঠের বহু তীর্থক্ষেত্র আছে। যার মধ্যে এমন কিছু শক্তিপীঠ এবং গুপ্তপীঠ আছে যা প্রচারের আলো থেকে অন্ধকারে থেকে গেছে। সম্প্রতি তারাপীঠ থেকে একটি অটো রিজার্ভ করে চলে গিয়েছিলাম ৩৫ কিলোমিটার দূরের মোহাম্মদ বাজারের বনপুর এলাকায়। নগর জীবন ছাড়িয়ে সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে জঙ্গলাকীর্ণ রাস্তা ধরে আদিবাসী পাড়া ফেলে পৌঁছে গেলাম বনপুরের দ্বারবাসিনী মন্দির। গভীর জঙ্গলের মাঝে এই মন্দিরটিকে দেখলেই একটা গা ছমছম পরিবেশ তৈরি হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে তখন পুরোহিত মায়ের ভোগ নিবেদনের জন্য পুজোর ব্যবস্থা করছিলেন। বেশ কিছু ভক্ত জন মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। মন্দিরের সামনেই একটা শুরু নালার মত বয়ে গেছে। হাঁটু সমান জল ও তাতে চোখে পড়লো। একটি স্নানের ঘাট নেমে গেছে এই জলের দিকে। একটি বোর্ডে লেখা আছে এটা সন্ন্যাসী কান্দর। মন্দির চত্বরে ছোট ছোট আরো নানা মন্দির আছে। স্থানীয় মানুষ এবং পুরোহিতের সঙ্গে কথা বলে এই দ্বারবাসিনী মন্দিরের প্রাচীন ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া গেল। সুদূর অতীত থেকে সূর্যের আলোর মতোই শক্তি সাধনায় উজ্জ্বল এমনই এক পুণ্যতীর্থ দ্বারবাসিনী মন্দির। যে মন্দির আজও ঘন জঙ্গলের মধ্যে নির্জন স্থানে রয়েছে। পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে দ্বারকা নদী। ওপারে ঝাড়খণ্ড রাজ্য। ষোড়শ শতাব্দীতে এই অঞ্চল ছিল বীর রাজার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। শেষ বীর রাজাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছিলেন তার সেনাপতি জুনেইদ খাঁন। কিন্তু জুনেইদ খানের অকাল মৃত্যু হয়। তার পুত্র বাহাদুর ওরফে রানোমস্ত খাঁ সিংহাসনে বসেন। ১৭৫২ খ্রিস্টাব্দে তার উত্তর পুরুষ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান খান। তিনি দেবী দ্বারবাসিনীর নিত্য সেবার জন্য ভাগলপুর থেকে নিয়ে এসেছিলেন তান্ত্রিক পুরোহিত তিলক নাথ শর্মাকে। সেই সময় মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে বসেন মীর কাশিম। তিনি ইংরেজদের সহায়তায় আসাদুজ্জামান খাঁকে পরাস্ত করেন। এরপর বীরভূমের এই রাজনগর এলাকা কার্যত চলে যায় ব্রিটিশদের শাসনে। আসাদুজ্জামানের পরবর্তী রাজা ঠিকমতো রাজস্ব দিতে না পারায় এই অঞ্চল নিলাম করে দেয় ইংরেজরা। যা কিনে নেয় হেতমপুরের রাজ পরিবার। এই সময় দ্বারবাসিনী মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব কিছু সময় হেতমপুরে রাজা আবার কিছু সময় শিয়াখোলে রাজবাড়ির হাতে চলে যায়। তবে শাসক বদলালেও দ্বারবাসিনী মন্দিরের পুরোহিত বংশ কিন্তু বদলাইনি। বংশপরম্পরায় তারা এই মন্দিরের পুজো আজও করে চলেছেন। মন্দিরে দেখলাম নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের পুজো অর্চনা করলেন পুরোহিত অনুপ ব্যানার্জি। তারপর মাকে নিবেদন করলেন পায়েস ভোগ। তিনি জানালেন, 'ব্রিটিশ আমলের অনেক আগে থেকেই বংশপরম্পরায় তাদের পরিবারের লোকজন এই মন্দিরে পূজা করে আসছে। বহু প্রাচীনকালে জঙ্গলের মধ্যে এক সন্ন্যাসী মায়ের শিলা মূর্তিটি খুঁজে পান। গোপনে তিনি জঙ্গলের

অলৌকিক গুপ্তপীঠ দ্বারবাসিনী

মধ্যে পূর্জাচনা করতেন। ধীরে ধীরে মায়ের প্রচার শুরু হতে থাকে। তারপরে দেখা যায় মন্দিরের কাছেই একটি উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে গলা কাটা সন্ন্যাসীর দেহ পড়ে আছে। মা দ্বারবাসিনী নাকি এই সন্ন্যাসীকে হত্যা করেছিলেন। যাতে তার প্রচার আরো ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু মা সেই সন্ন্যাসীকে একটি আশীর্বাদ দিয়েছিলেন, যতদিন তিনি এখানে পূজিত হবেন এই সন্ন্যাসীর রক্ত মিশ্রিত যে জল নালাতে প্রবাহিত হয়েছে সেই জল থেকেই মায়ের অন্ন ভোগ রান্না হবে। মন্দিরের সামনের এই অদ্ভুত নালাটিকে 'সন্ন্যাসী কান্দর' বলা হয়। এই নালাটির কোন দিকেই কোন জলের উৎস মুখ নেই। অথচ কোনদিনই নাকি এই নালার জল শুকনো হয় না।' মায়ের ভোগ নিবেদনের পরে দেখলাম যখন ঢাক ঢোল কাঁসর বেজে উঠলো, কোথা থেকে ছুটে এলো ১৫–২০ টা কুকুর। যতক্ষণ বাজনা বাজলো ততক্ষণ সেই কুকুরগুলো কেঁদে গেল এক বিকট সুরে। যা জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরের পরিস্থিতিকে আরো গম্ভীর করে তুলল। ওই পুরোহিত আরো জানালেন, সূর্যাস্তের পর এই মন্দির চত্বরে আর কেউ আসার সাহস দেখায় না। কারণ তাদের বিশ্বাস এই মন্দিরে দ্বারবাসিনী অর্থাৎ মা দুর্গা আজও বিচরণ করেন। এর আগে যারা জোর করে এসেছে তাদের ক্ষেত্রে অঘটন ঘটেছে তাই আর এদিকে সন্ধ্যের পর পা রাখে না। দুপুর দেড়টার মধ্যে মায়ের ভোগ আরতি হয়ে গেলে লাইট বন্ধ করে সবাই মন্দির চত্বর ছেড়ে চলে যান। এখানকার ভক্ত জনেদের বিশ্বাস মায়ের কাছে কোন মনষ্কামনা করলে তা পূরণ হবেই। স্থানীয় এক গ্রামবাসী জানান, 'সন্ধের পর মা নাকি এখানে বাঘের পিঠে চেপে সমগ্র বনাঞ্চল ঘুরে বেড়ান।' এই দ্বারবাসিনী মন্দিরকে ঘিরে প্রচুর অলৌকিক ঘটনা শোনা গেল এলাকার মানুষেরদের মুখে। তারাপীঠে এসে অটো রিসার্ভ করে মোহাম্মদ বাজারের দ্বারবাসিনী মন্দির বললেই আপনারা ঘুরে আসতে পারবেন।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

মনমিলন নাট্যোৎসব ২০২৫ থিয়েটার ফর ইউ নিবেদিত মিলন উৎসব

কৃষ্ণ চন্দ্র দে

মহা সাড়ম্বরে উদযাপিত হল থিয়েটার ফর ইউ আয়োজিত মনমিলন নাট্য উৎসব ২০২৫ দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম নাট্য পীঠস্থান মুক্তাঙ্গন রঙ্গালয়ে। বিগত ১০ জানুয়ারি থেকে ১২ জানুয়ারি ২০২৫ টানা দুই দিন উৎসবে মেতে উঠলো পাঁচটি নাট্যদল। থিয়েটার ফর ইউ-র সৌজন্যে। অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক রঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, বিশিষ্ট লেখক ও নাট্যকার চঞ্চল ভট্টাচার্য এবং নাট্যকার সৌমিত্র চ্যাটার্জি প্রমুখেরা।

এই নাট্য উৎসবের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দলের দুই প্রাণপুরুষ নির্দেশক সুদীপ্ত ঘোষাল এবং তরুণ তুর্কি আদিত্য মজুমদার। শুরুতেই নাটকের গান পরিবেশন করলেন ঐহিক দলের নির্দেসক অরিন্দম রায়। অরিন্দম সুরে গানে ও কথায় দর্শক বৃন্দকে এক কথায় একেবারে মাত করে দিলেন। এরপরে শুরু হল নাট্যনুষ্ঠান। এদিনের প্রথম নাটক উত্তরপাড়া উত্তারায়ন প্রযোজিত নাটক 'খেলাঘর' নাট্যকার রমাপ্রসাদবণিক নির্দেশনা জয়ন্ত দাশগুপ্ত।

নাট্যকাটির সার সংক্ষেপ হল অজপাড়াগাঁয়ে ভগ্নপ্রায় বিশাল পৈত্রিক বাড়িতে পূর্ব পুরুষের অপঘাত মৃত্যু ও গুপ্তধনের সংকেতময় ধাঁধা নিয়ে জলজমাট মজার নাটক 'খেলাঘর'। শেষ পরিণতিতে সংকেত উদ্ধার, প্রেমের উন্মেষ ও সত্য উপলব্ধি। সোনাদানা মনিমানিক্য নয় প্রকৃত গুপ্তধন রয়েছে মানুষের অন্তরে লোককবি লালন ফকিরের ভাষায় মানুষ রতন। অভিনয়ে ছিলেন দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, মহুয়া চট্টোপাধ্যায়, প্রণব ভট্টাচার্য এবং জয়ন্ত দাশগুপ্ত।

দ্বিতীয় নাটক অশনি নাট্যম প্রযোজিত নাটক 'মাননীয় ঝাড়ুদার'। নির্দেশনা দলগতভাবে অশনি নাট্যম। চীন বিপ্লবের পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সূচনা কালের একটি ঘটনা। যাতে বৈজ্ঞানিক

বস্তুবাদের মতাদর্শগত প্রয়োগ কীভাবে পূর্ববর্তী সমাজের একজন চিয়াং কাইশেক পন্থী প্রশাসকেরও চিন্তাভাবনা পাল্টে দিতে পারে, একেবারে আমূল বদল ঘটিয়ে দিতে পারে তার মনজগৎকে সেই অখ্যান নিয়েই এই নাটক। অভিনয়ে প্রণব সুতার, অশ্রু মণ্ডল চক্রবর্তী, দেবশীষ মণ্ডল, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, নরেশ নস্কর, বাপি নস্কর, পায়েল দাস, তৃষ্ণা কুণ্ডু, অরুণাভ নস্কর প্রমুখেরা। প্রত্যেক শিল্পীই দক্ষ অভিনেতা এ নাটক ঘুম ভাঙার গান হয়ে উঠতে পারে। প্রত্যেক শিল্পীকেই সাধুবাদ জানাচ্ছি।

১১ জানুয়ারি ২০২৫ মোট তিনটি নাটক অভিনয় হয়। এদিনের প্রথম নাটক কলকাতা প্রেক্ষাপট প্রযোজিত নাটক 'খণ্ডিতা'। নির্দেশনায় অভিজিৎ গাঙ্গুলী। নাটককার পূর্বাচল দাশগুপ্ত। কাহিনীতে পাই একজন নৃত্যশিল্পীর নৃত্যের পাশাপাশি নাট্য শিল্পী হয়ে ওঠাকে কেন্দ্র করে এই নাটকের সূত্রপাত। শিল্পী যে নাট্যদলের অংশ হয়ে ওঠে সেই নাট্যদল পরিচালিত হয় কোনও একটি রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়। কিন্তু দলের পরিচালকের সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনায়, তাকে মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসিয়ে তাকে দলের কাজে লাগানো হয় এটা বুঝিয়ে যে দল তাকে বাঁচিয়েছে তাই তাকে দলের কাজে ব্যবহৃত হতে হবে।

কিন্তু একটা সময়ে সেই পরিচালক দল ছেড়ে যেতে মরিয়া হয়ে ওঠে এবং প্রজ্ঞাকে তার পাশে পায়। তথাগত মূলত রাজনৈতিক নেতা এবং এই নাট্যদলের সর্বেসর্বা পরবর্তীকালে প্রজ্ঞাকে ভালবেসে বিয়ে করলেও বিপ্লবের এই ঘটনা এবং দলের অন্তবর্তী সমস্যাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দুরত্ব বাড়তে থাকে এরপর কী ঘটলো সেটা জানতে গেলে নাটকটা দেখতে হবেই। এই নাটকটি মূলত রাজনৈতিক আদর্শের পরিশুদ্ধিকরণের একটা শুভবার্তা দিয়ে যায়। অর্থাৎ তথাগতর রাজনৈতিক চেতনার নব জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয় প্রজ্ঞা। অভিনয়ে মৈনাক চক্রবর্তী, মধুমিতা ভট্টাচার্য, সুবীর ভট্টাচার্য, তাপস পাত্র, সুদীপ চক্রবর্তী, অসীম চক্রবতী ও শর্মিষ্ঠা মজুমদার।

দ্বিতীয় নাটক – শিলিগুড়ি ইঙ্গিত প্রযোজিত আনন্দ ভট্টাচার্য নির্দেশিত নাটক 'সন্ধ্যাবেলা'। একাকিত্ব সবসময় যন্ত্রণাদায়ক। এই পৃথিবীতে প্রান্তে প্রান্তে স্বজন ছড়িয়ে থাকলেও যদি দূরের স্বজন হয় ও তবে কেউ কেউ শারিরী আকাঙ্খামুক্ত একজন সহচর্যা কারিনীর প্রত্যাশা হয়ে উঠতেই পারেন। জীবনের সন্ধ্যা পর্বের কিছু ভাবনা, কিছু যুক্তি কিছু তর্ক নিয়েই এই নাটকের আখ্যান রচিত হয়েছে। অভিনয়ে – বিজয় নন্দী, আশোক কুমার ঘোষ, চন্দন সরকার, মিঠু সরকার, দেবব্রত দেব, কুমকুম করদেব, জবা ভট্টাচার্য। তৃতীয় নাটক অনীক প্রযোজিত অরূপ রায় নির্দেশিত নাটক 'লৌহমানব'। রাশিয়ায় স্টালিন অনুগামী নেতা বালসিয়েভের বিচার পর্ব নিয়ে উৎপল দত্ত রচিত রোমহর্ষক নাটক লৌহমানব।

বলিষ্ঠ অভিনয় সমৃদ্ধ নাটক। বার বার দেখা যায়। প্রত্যেক শিল্পীর অনবদ্য অভিনয়। তবে অরূপ রায় সকলকে ছাপিয়ে গিয়েছেন।

হ্যাট্স অফ অরূপ দা হ্যাট্স অফ। সবশেষে প্রত্যেক দলকেই দলের পক্ষ থেকে সম্মান জানানো হয়।

ইতিহাস তৈরি হয়, মনে রাখে না কেউ

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের তালদি স্টেশন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে তালদি জনকল্যাণ মোড় রয়েছে। সেখানেই বসবাস করেন সন্তোষ বিশ্বাস ওরফে জাম্বু ডাক্তার। একদা সন্তোষ বিশ্বাস গ্রামীণ দাঁতের চিকিৎসক ছিলেন। বর্তমানে বয়স ৮৬। বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত হওয়ায় সেই পেশা থেকে বিরত নিয়েছেন।

উল্লেখ্য তালদির জনকল্যাণ মোড়ের দম্পতি জীতেন্দ্র নাথ বিশ্বাস-নিরোদা বিশ্বাস দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান সন্তোষ বিশ্বাস। স্থানীয়রা তাঁকে জাম্বু ডাক্তার নামে ডাকে। ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুল থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন জাম্বু। লেখাপড়ায় মেধাবী থাকলেও পারিবারের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ায় পড়াশোনায় ইতি টানতে হয়। পাশাপাশি ছবি আঁকা ক্রাফট(বাঁশের তৈরি বিভিন্ন জিনিসপত্র) এর কাজ শুরু করেন। এমত অবস্থায় তিনি বাড়িতে বসে নিজের হাতে বাঁশ দিয়ে তৈরি করেন একটি 'পালতোলা নৌকা'। তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরিচালিত সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর আসনে রয়েছেন প্রবাদ প্রতীম চিকিৎসক ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। ১৯৬৫ সালে কলকাতার তারাতলায় একটি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হয় সরকারের তরফে। সেখানে উপস্থিত হওয়ার কথা সুদূর ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ। সেই মতো আয়োজনও করা হয় রাজ্যের তরফে। কিন্তু ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ কে কি উপহার দেওয়া হবে? এবিষয়ে মহাফাঁপরে পড়ে যায় রাজ্য সরকার।শুরু হয় খোঁজখবর। শেষ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কে তালদির যুবক সন্তোষ বিশ্বাসের হাতের তৈরি বিশেষ কারুকার্যের কথা জানানো হয়। তড়িঘড়ি সন্তোষকে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। সাক্ষাতে কাজের ধরণ জানতে চায় মূখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়। মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো হাতের বিশেষ কাজ জানার কথা বলেন। এমনকি বাঁশের তৈরি বিভিন্ন কারুকার্য মুখ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেন সন্তোষ। মুখ্যমন্ত্রী তথা ডাঃ রায়ের পছন্দ হয় বাঁশের তৈরি পালতোলা নৌকা 'ময়ূরপঙ্খী' টি। বিশেষ উপহার স্বরুপ বাঁশের তৈরি ময়ূরপঙ্খী ইংল্যান্ডের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের হাতে তুলে দেওয়া হয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে।

এমন সৌন্দর্য্য উপহার পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়েছিলেন রাণী। প্রশংসা করেছিলেন। এমনকী ১৯৬১ সালে ১২ এপ্রিল পৃথিবীতে শুরু হয়েছিল ভিন্ন এক যাত্রার। গন্তব্য ছিল মহাকাশ। সেই গন্তব্যের পথযাত্রী ছিলেন ইউরি গ্যাগারিন নামের রুশ নভোচারী। ইউরি গ্যাগারিনকে ও বাঁশের তৈরি পালতোলা নৌকা উপহার দিয়েছিলেন সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার খ্যাত ক্যানিংয়ের তালদির যুবক সন্তোষ বিশ্বাস। যা বিরলতম ইতিহাস। তৎকালীন সময়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিভিন্ন সংবাদপত্রে সন্তোষের ছবি ও উপহার প্রকাশিত হয়। এমনকী দেশের যুগান্তর পত্রিকা, স্টেটম্যান পত্রিকা সহ বিভিন্ন সংবাদ পত্রে ফলাও করে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছিল। যা আজ ইতিহাস।

পরবর্তী সময়ে ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের ইচ্ছা ছিল তালদির যুবক সন্তোষকে জাপানে পাঠানো। সেই মতো মুখ্যমন্ত্রীর তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়। মা নিরোদা দেবীর কথা মান্যতা দিয়ে জাপানে যাওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সন্তোষ। কালের নিয়মে এরপর কেটে গিয়েছে বহু বছর। সন্তোষ বিশ্বাস রয়ে গিয়েছেন অন্ধকারের আড়ালে। মুখ্যমন্ত্রী তথা ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় আজ নেই, নেই ইউরি গ্যাগারিন ও। ফলে বর্তমান প্রজন্মও কেউ তাঁর খোঁজ রাখেনি। আর তাইতো অতীত ইতিহাসের স্মৃতির ছেঁড়া পাতা বুকে আঁকড়ে বেঁচে রয়েছেন তালদির সন্তোষ।

অ্যাকশন ছবিতে মুখোমুখি রোহন–অনিন্দ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবারে পুরোপুরি 'অ্যাকশান' ছবিতে মুখোমুখি অনিন্দ্য সেনগুপ্ত–রোহন ভট্টাচার্য। ভিন্ন লুকে আসছে নতুন ছবি ব্রহ্মার্জুন। ছবির পরিচালনার দ্বায়িত্বে রয়েছেন পরিচালক সৌভিক দে। প্রকাশ্যে এল ছবির চরিত্রদের ফার্স্টলুক। ছবিতে ব্রহ্মার চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা রোহন ভট্টাচার্যকে, অন্যদিকে অনিন্দ্য সেনগুপ্তকে দেখা যাবে অর্জুন চরিত্রে। ছবিতে আরো দুটি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য্য ও অমিত শেঠী। ছবিতে পুষ্পা চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা ভট্টাচার্য্যকে ও নান্নু যাদব চরিত্রে দেখা যাবে অভিনেতা অমিত শেঠীকে। ছবিতে নানা মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন খরাজ মুখার্জি, সুদীপ মুখার্জি, মীনা শেঠী মণ্ডল ছাড়াও অন্যান্যরা।

ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ দুটি জায়গা, একটার নাম গালুড়ী ও অন্যটি শেখমুলুক। দুটি জায়গায় রাজত্ব চালায় নরেশ পাল ও আলম শেখ। মূলত গাঁজা পাচারকে কেন্দ্র করে এদের রাজত্ব চলে। কিন্তু এই ক্ষমতার লড়াইয়ে ঢুকে পরে ব্রহ্মা ও অর্জুন। এবারে গল্প কোন দিক যাবে, এই সব কিছু নিয়ে ছবি ব্রহ্মার্জুন। ছবিটির প্রযোজনায় রয়েছে মীনা শেঠী মণ্ডল এবং তত্বাবধানে রয়েছে সুমন্ত মুখার্জি। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে মুম্বাই তথা বলিউডের কিছুজন নামকরা অভিনেতা–অভিনেত্রীদেরও অভিনয় করতে দেখা যাবে এই ছবিতে।

শতবর্ষে সলিল চৌধুরী

শ্রেয়সী ঘোষ : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনী'র অধিবেশন প্রত্যেক মাসের প্রথম মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে আশুতোষ ভবনের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ২০৯ নম্বর ঘরে। মার্চ মাসের প্রথম মঙ্গলবার সেই অধিবেশনে স্মরণ করা হলো সলিল চৌধুরীকে। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখলেন ঐ দিনের অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া সলিল চৌধুরীর প্রতিভার যে নানান দিক ছড়িয়ে রয়েছে গানে, কবিতায়, সুর সংযোজনায় ইত্যাদি ব্যাপার গুলি উঠে এল বিভিন্ন বক্তার বক্তব্যে এবং গানের মধ্য দিয়ে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সুজাতা পান্থী সরকার, ড.কৃষ্ণপদ দাস, অপর্ণা ঘোষ বিশ্বাস, দীপান্বিতা সেন, যীশু দাস, গোপাল দাস, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, অনিকা মুখোপাধ্যায়, বরুণ দাস প্রমুখ। প্রাক্তনীর বর্ষীয়সী সভ্যা ড. মীনাক্ষী সিংহ। সম্প্রতি তিনি শরৎ পুরস্কারে পুরস্কৃত হন। সেই কারণে তাঁকে সম্মান জানানো হয় প্রাক্তনীর তরফ থেকে। তিনি দারুণ স্মৃতিচারণ করলেন। আড়াই ঘণ্টা ব্যাপী এই অধিবেশনের বলিষ্ঠ সঞ্চালনা করলেন সংস্থার সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে সভ্য সভ্যরা মিলে উদাত্ত কণ্ঠে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সঙ্গীত ধিতাং ধিতাং বোলে, কে মাদলে তান তোলে গাইলেন।

আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল এবং স্পিরিচুয়াল সম্মেলন

মলয় সুর: হুগলির আন্তর্জাতিক অ্যাস্ট্রলজিক্যাল ও আধ্যাত্বিক সম্মেলন ১ ও ২ মার্চ বাঁশবেড়িয়া সাধারণ লাইব্রেরী প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩০০ জন জ্যোতিষ ও তন্ত্রতান্ত্রিকরা হাজির হন। জ্যোতিষ বিদ্যা ও টোটকা প্রসঙ্গে প্রায় সকলেই তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। সংগঠনের কর্ণধার তথা সভাপতি মনোজ মণ্ডল বলেন, 'এই জ্যোতিষচর্চার উপর যে দিন দিন মানুষের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ছে। জ্যোতিষ বহু পুরনো, প্রাচীন বেদের সময় থেকে জ্যোতিষচর্চা চলে আসছে। পঞ্জিকা মতধারা অনুযায়ী জ্যোতিষচর্চা চলে আসছে। এর ব্যবস্থাপনায় ছিল লোকনাথ বৈদিক ইনস্টিটিউট অফ অ্যাস্ট্রোলজিকাল। ৯০ বছরের বর্ষীয়ান প্রফেসর ডঃ জনার্দন হালদারের প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রত্যেককে উত্তরীয়, ব্যাচ, স্মারক পুষ্পস্তবক ও মিষ্টান্ন দিয়ে জমকালো সংবর্ধনা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত প্রথমদিন গরীব দুঃস্থদের মনোজ মণ্ডল পুণ্য অর্জনের জন্য বস্ত্র বিতরণ ও মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন করেন। এই মানবিক উদ্যোগ যথেষ্ট প্রশংসার দাবি রাখে। এদিন বেঙ্গল টপ টেন উপাধি দেওয়া হয়। এছাড়া বিশ্ব গুরু জ্যোতিষ সম্মান, জ্যোতিষরত্ন উপাধি, জ্যোতিষ আচারিয়া, জ্যোতিষ অনন্য সম্মান, বঙ্গ গৌরব সম্মান, জেলা শ্রী সম্মান অর্জন করেন আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন রাজ জ্যোতিষী অনিমেষ শাস্ত্রী, গুরুজি বিনয় মহারাজ, বাংলাদেশের মিল্টন বাড়ুই, উড়িষ্যার শ্রীধর আচার্য, নবদ্বীপের সত্যজিৎ রায়, কৌশিক কয়াল, প্রফেসর পরিতোষ ব্যানার্জি, রমা সান্যাল, পাপিয়া অধিকারী প্রমুখরা। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনার দায়িত্ব ছিলেন আচার্য বেণীমাধব।

'দানব' ছবির রেকর্ডিং স্টুডিওতে নস্টালজিক রুপম–সমিধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব বহু বছরের। কিন্তু সিনেমার জন্য কাজ করে হয়ে ওঠেনি একে অপরের সাথে। এবারে সেই সুযোগটা হল সমিধ মুখার্জি ও শিল্পী রুপম ইসলামের। আতিউল ইসলাম পরিচালিত আগামী ছবি দানব এর গানে জুটিতে আসছে সমিধ মুখার্জি ও রুপম ইসলাম। স্টুডিওতে দুজনে অনেকটা নস্টালজিক। ছবির মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন পিয়ার খান ও রুপ্সা মুখোপাধ্যায়। অন্যান্য মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন খরাজ মুখার্জি, কোশিক ব্যানার্জি, হিয়া রায়, অনিন্দিতা সোম প্রমুখ।

কলকাতার এক স্টুডিওতে হয়ে গেল গানের রেকর্ডিং। শিল্পী রুপম ইসলাম জানান, 'আমাদের বহু বছরের বন্ধুত্ব। কিন্তু সিনেমার জন্য দুজনের কোনোদিন কাজ হয়ে ওঠেনি একে অপরের সাথে। এই প্রথম একসাথে সিনেমার জন্য গান গাইছি আমি সমিধের সুরে। দানবের এই গান আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে। আমি খুব আশাবাদী এই গানটা নিয়ে। সমিধের সুরে এই গান মানুষের মন কারবে।'

অন্যদিকে শিল্পী সমিধ মুখার্জি জানান, 'বন্ধুত্বের আজ খুব খুশীর খবর। দারুন লাগছে এই কাজটা করে। রুপম ইসলামের মতো শিল্পী খুব কম আছে। আমার সুরে এই গান দানব ছবির একটা বড়ো পার্ট হয়ে থাকবে আশা করছি।' শিবা মর্গের ডোমের কাজ করে, হঠাৎ ভাগ্যের পরিহাসে মর্গে নিজের প্রানের প্রিয় ভালোবাসার মানুষ উমার মৃতদেহ আসে পোস্টমর্টেমের জন্য। কি করবে শিবা! অন্যদিকে শিবার জীবনের ভালোবাসার মানুষ ছিল একমাত্র উমা। অন্যদিকে পরের দিন সকালে মিডিয়াতে বড়ো খবর উঠে আসে মর্গে একটি ডেডবডিকে নৃশংসভাবে রেপ করে। গল্প কোন দিকে যাবে এবার! ভালোবাসা নাকি বাস্তব! গল্প কোন দিকে মোড় নেবে! এই সবকিছু নিয়ে দানব। ইতিমধ্যে ছবির অনেকটা অংশ শুটিং শেষ হয়ে গিয়েছে। চলতি বছরে বড়ো পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবি।

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন।

ভাঙা গড়ার কথকতা

বিধান সাহা : প্রসূন কাঞ্জিলালের প্রথম সংকলন গ্রন্থ 'প্রত্যায়ন'। নামকরণ প্রসঙ্গে গ্রন্থের প্রকাশক স্বপন মজুমদার বলেছেন, সুপার্ব। তিনি গ্রন্থটি প্রকাশের পটভূমি তুলে ধরেছেন প্রত্যায়ন সম্পর্কে প্রকাশকের কিছু কথা শিরোনামে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, প্রসূন কাঞ্জিলাল যে সাহিত্যের বহু বিচিত্র সরণীতে ভ্রমণ করেছেন তারই প্রতিফলন প্রত্যায়ন গ্রন্থে। ষোলোটি কবিতার সঙ্গে পনেরোটি অণুকবিতা এবং দুটি ইংরেজি কবিতা সংকলন গ্রন্থে ঠাঁই পেয়েছে। দুটি অণুগল্পের সঙ্গে একটি ছোটগল্প, সাতটি নিবন্ধের সঙ্গে পাঁচটি ইংরেজি আর্টিকেলও প্রকাশিত হয়েছে। সব মিলিয়ে হয়ে উঠেছে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। লেখককে কবি সত্তায়, লেখক সত্তায়, প্রাবন্ধিক সত্তায় সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। তৃষ্ণা, আসছি, আত্মজ, প্রাপ্তমনস্ক, বিবশ, সিলেবাসে নেই, সুইসাইডাল নোট– কবিতাগুলি সহজেই মন ছুঁয়ে যায়। অত্যাচারের কবলে বিজ্ঞানীরা শীর্ষক তথ্য সমৃদ্ধ নিবন্ধটি পাঠককে কৌতূহলী করে তোলে। গ্রন্থের একমাত্র ছোটগল্প অস্ফুট সহজেই পাঠক হৃদয়কে স্পর্শ করে। গ্রন্থের প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। অভ্যন্তরে প্রচ্ছদশিল্পীর নাম পাওয়া গেল না। গ্রন্থের ছাপা ছবির মত ঝকঝকে। প্রকাশক–স্বপন মজুমদার, আজকের এষা, ২৩৮, এস.এন. ব্যানার্জী রোড, নববারাকপুর, কলকাতা –৭০০১৩১, মূল্য – ৬০ টাকা মাত্র।

সম্মানিত মহীয়সীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫ মার্চ এসপি কে জেইন ফিউচারেস্টিক অ্যাকাডেমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উৎযাদন করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মহীয়সী নারীদের সম্মাননা জ্ঞাপণ করা হয়। সংস্থার সম্পাদক জয়দীপ পাটোয়া বলেন, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মহীয়সীদের কথা তুলে ধরলে তারা উৎসাহিত হবে তাই নারী শক্তি এভম শক্তি নারী।' এদিনের অনুষ্ঠানে পালমোনোলজিষ্ট ড. সুস্মিতা রায়চৌধুরি, পুরুষ অত্যাচার নিয়ে কাজ করা নন্দিনী ভট্টাচার্য্য, ইবিস কলকাতার জেনারেল ম্যানেজার অমিতা মিশ্র, শিশু মনোস্তত্ত্ববিদ ডা. পারমিতা মিত্র ভৌমিক, ক্যানডিডের ডিরেক্টর পারমিতা ঘোষ, এইচডিএফসির অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার ড. নবনীতা আগারওয়াল, প্রখ্যাত মুর্তি নির্মাণকারী চায়না পাল, এনডিআরএফের মহিলা উদ্ধারকারী চন্দনা ভুনিয়া এবং লিলি প্রধানকে সম্মাননা জানানো হয়। এছাড়াও সমাজের হাতে হাত মিলিয়ে যে সব মহিলারা কাজ করে চলে, যেমন সাফাইকর্মী, মহিলা পাহারাদার সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের মহিলাদের সম্মাননা জানানো হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে অতিথিদের প্রশ্নোত্তর চলে তাদের আরও ভালো করে জানতে।

প্রকাশিত

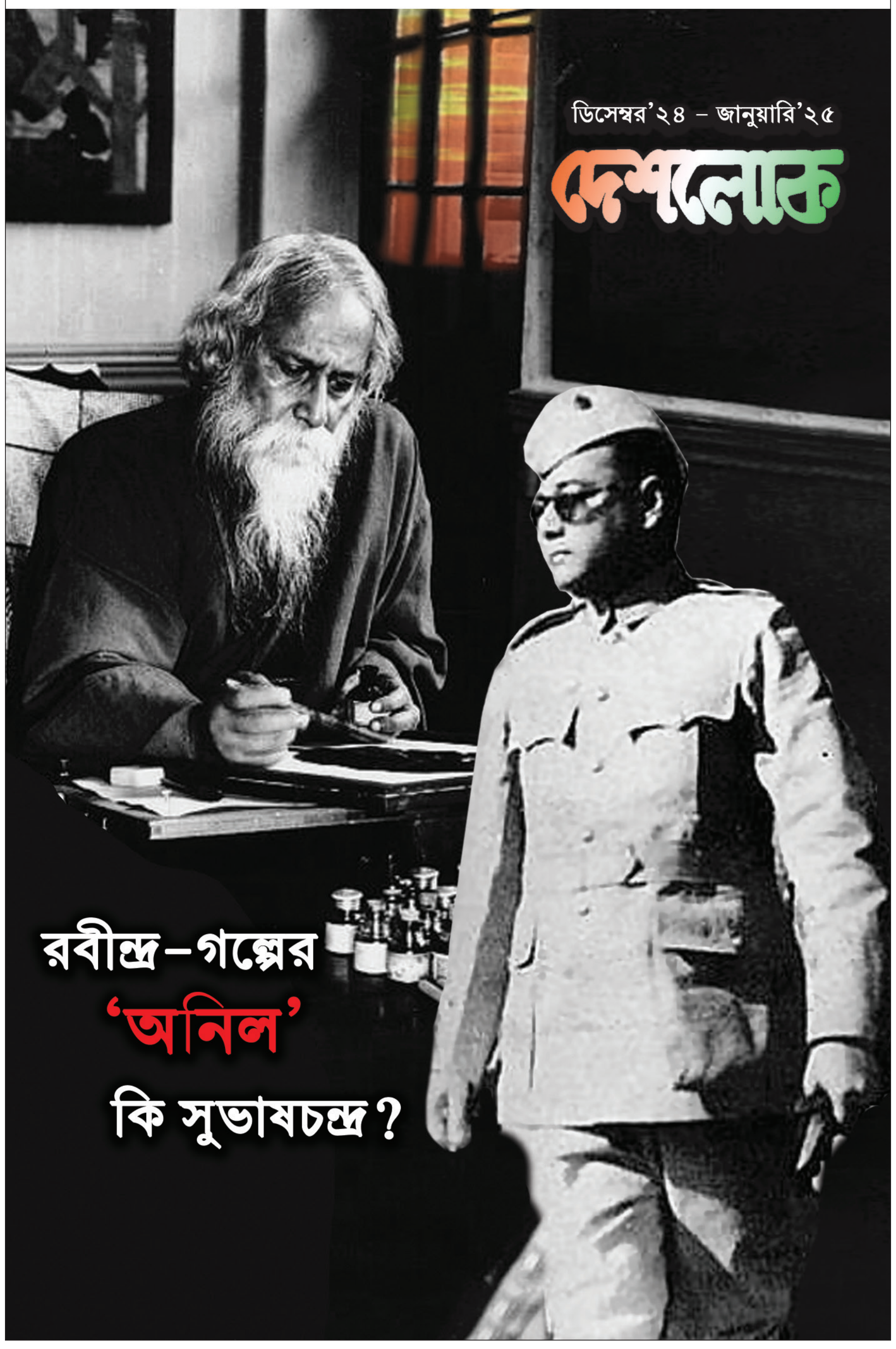

খেলা

REGD. NO. WB/SC-279 R. N. I. NO. - 13709/66

আতশ কাচে

শ্রীভূমিতে গৌতম

শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাবের চিফ কোচ নিযুক্ত হলেন গৌতম ঘোষ। তিনি গতবছর জর্জ টেলিগ্রাফ স্পোর্টস ক্লাবের চিফ কোচের দায়িত্ব সামলেছেন। গৌতম ঘোষ একটা সময় ভারতীয় জুনিয়র দলের কোচ ছিলেন। প্রসঙ্গত, এই বছর থেকে কলকাতা লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে অংশ নেবে শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব। এই ক্লাবের সচিব রাকেশ ঝাঁ ও সভাপতি সুজিত বসু এবার গৌতম ঘোষকেই কোচ হিসেবে বেছে নিয়েছেন।

কোচ অর্চিষ্মান

আসন্ন স্বামী বিবেকানন্দ অনূর্ধ্ব কুড়ি জাতীয় ফুটবলে বাংলা দলের কোচ মনোনীত হলেন অর্চিষ্মান বিশ্বাস। আইএফএ কোচেস কমিটির সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সভায় কোচেস কমিটির সদস্যরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সচিব অনির্বাণ দত্ত, সহ সভাপতি সৌরভ পাল, স্বরূপ বিশ্বাস, দিলীপ নারায়ণ সাহা, সহ সচিব রাকেশ ঝাঁ, মহম্মদ জামাল, সুদেষ্ণা মুখার্জী, বিশ্বজিৎ ভাদুড়ী, এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি সুফল রঞ্জন গিরি।

বিরাট সাফল্য

তাঁকে কি সাধে বলা হয় চেজমাস্টার! রান তাড়া করতে নেমে একদিনের ক্রিকেটে ৮০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন বিরাট। পাকিস্তানের ম্যাচের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও পেতে পারতেন সেঞ্চুরি। অল্পের জন্য হয়নি। তারজন্য আফশোস নেই। ক্যাঙারু বধ হয়েছে। দল ফাইনালেও পৌঁছে গেছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচে ৯৮ বলে ৮৪ রান করলেন। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি চার। নিজের ইনিংসের জন্য আরও একবার ম্যাচ সেরার পুরস্কার পেলেন। আইসিসি চেয়ারম্যান জয় শাহ তাঁর হাতে ম্যাচ সেরার পুরস্কার তুলে দিলেন। পুরস্কার নিয়ে বললেন, 'তিন অঙ্কে পৌঁছতে পারলে দারুণ হত। তবে জয়টাই গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে এখন আর বাকি জিনিসগুলোর মূল্য নেই। সচিন তেন্ডুলকরের পর বিশ্বের দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসাবে রান তাড়া করতে নেমে ৮০০০ রান পূর্ণ করলেন কোহলি। তিনি খেললেন ১৭০টি ম্যাচ। রান তাড়া করতে নেমে সচিন ২৪২টি ম্যাচে করেছেন ৮৭২০ রান।

রোহিত প্রথম

অধিনায়ক রোহিত শর্মা। তিনিই প্রথম অধিনায়ক যিনি আইসিসি টুর্নামেন্টের প্রতিটাতেই ফাইনালে পৌঁছে দিলেন টিম ইন্ডিয়াকে। আইসিসি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩। আইসিসি ওডিআই বিশ্বকাপ ২০২৩। আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপ ২০২৪। আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ২০২৫। প্রতিটাতেই ফাইনালে পৌঁছন রোহিত শর্মা।

রাহানে ক্যাপ্টেন

কেকেআরের নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড এবার অজিঙ্কা রাহানের হাতে। সহঅধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার। শ্রেয়সের শূন্যস্থান পূরণ করতে রাহানেকে দেওয়া হল বড় দায়িত্ব। গতবার চেন্নাইয়ে ভাল খেলতে পারেননি রাহানে। এমনকী এবারের মেগা নিলামের প্রথম দিনে তাঁকে কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজিই নেয়নি। দ্বিতীয় দিনে কেকেআর বেস প্রাইস দেড় কোটি টাকায় তাঁকে দলে নেয়। ঘরোয়া ক্রিকেটে দুর্দান্ত খেলা রাহানেকেই গুরুদায়িত্ব দিল কেকেআর ম্যানেজমেন্ট। আর তাঁর সহকারী হিসেবে নেওয়া হয়েছে সবচেয়ে দামি নাইট ক্রিকেটার ভেঙ্কটেশ আইয়ারকে। তাঁর দাম ওঠে এবার ২৩.৭৫ কোটি টাকা। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআর। এবারও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে রাহানের নেতৃত্বে নামবে নাইট বাহিনী। রাহানে বলেন, 'কেকেআরের নেতৃত্ব দেওয়ার প্রস্তাব পেয়ে নিজেকে গর্বিত মনে করছি। নাইট রাইডার্স আইপিএলের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি।

অভাবের সংসারেই বল হাতে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সুশীলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : কে বলেছে, সব স্বপ্ন সত্যি হয় না? দেখার মতো চোখটাও তো থাকতে হবে। মাত্র এক বছর আগের কথা। সুশীলা মিনা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি যে একদিন সচিন তেন্ডুলকর এবং রাজ্যবর্ধন রাঠোরের সঙ্গে খেলার সুযোগ সে পাবে। কিন্তু কোন স্বপ্ন যে কখন সত্যি হয়ে যায়, সেকথা কেই বা আর বলতে পারে? বয়স মাত্র ১০ বছর। কিন্তু, ইতিমধ্যে মিনা জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এসেছে। আসলে, ভারতীয় ক্রিকেট দলের ব্যাটিং মায়েস্ট্রো সচিন তেন্ডুলকর সম্প্রতি একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন। তারপর থেকে এই অগ্নিকন্যার বোলিং অ্যাকশন সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে শুরু করে। অনেকে তো আবার এই অ্যাকশনকে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন মিডিয়াম পেসার জাহির খানের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের জয়ের পিছনে জাহিরের অবদান ছিল অনস্বীকার্য। তবে সুশীলার লড়াই এই একটা ইনস্টা পোস্টেই সীমাবদ্ধ নয়। এই লড়াইটা অনেক বড়। এটা জীবনের লড়াই। প্রতিদিন বেঁচে থাকার লড়াই।

রাজস্থানের অনামী গ্রাম প্রতাপগড়। এই গ্রামের নাম শোনা তো অনেক দুরের কথা, এমন কোনও জায়গারও যে অস্তিত্ব আমাদের দেশে রয়েছে, সেটাই অনেকে জানতেন না। যাইহোক, এই অনামী গ্রামেই প্রতিদিন নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সুশীলার পরিবারের। কিন্তু, নিজের জেদ এবং স্বপ্ন দেখার অভ্যেসটা কখনই হাতছাড়া করেনি সে। তবে কোচ ঈশ্বরলাল মিনার সাহায্য ছাড়া

এই কঠিন পথে কোনওদিন হাঁটতে পারত না সুশীলা।

প্রতাপগড়ের রাজকীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোচিং করান ঈশ্বরলাল। তিনিই প্রথম সুশীলার মধ্যে প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ দেখতে পেয়েছিলেন। সময়টা ছিল ২০১৭ সাল। একদিকে মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপ নিয়ে যখন গোটা দেশ মাতামাতি করছে, অন্যদিকে সকলের অলক্ষ্যে শুরু হয় সুশীলার প্রস্তুতি। ঈশ্বরলাল স্থানীয় বেশ কয়েকটা বিদ্যালয়ের মেয়েদের ক্রিকেট খেলার কোচিং দিতেন। লক্ষ্য কোনও স্থানীয় প্রতিযোগিতা নয়, বরং মেয়েরা যাতে নিয়মিত খেলার লোভে স্কুলে আসে এবং মহিলা ক্রিকেটের উন্নয়ন সম্ভব হয়।

স্বপ্নটা বেশ বড় হলেও, স্বপ্নপূরণের হৃদয়টা আরও বড়। গত এক দশকে ভারতে মহিলা ক্রিকেটের উন্নতি যথেষ্ট নজরে এসেছে। পাশাপাশি গোটা দেশজুড়ে মহিলা ক্রিকেটারদের জনপ্রিয়তাও বাড়ছে সমানুপাতিক হারে। ২০১৭ আইসিসি মহিলা ক্রিকেট বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার নজরকাড়া পারফরম্যান্সের পর এই জনপ্রিয়তা কার্যত রকেট গতিতে এগোতে শুরু করেছে। মিতালি রাজ, ঝুলন গোস্বামী, স্মৃতি মান্ধানা এবং হরমনপ্রীত কাউরের মতো নামগুলো আজ সকলের মুখে মুখে ঘুরতে শুরু করেছে। এই নামগুলোই তো আজকের মহিলা ক্রিকেটারদের সামনে এগিয়ে চলার পথে আলো দেখাচ্ছে। এর পাশাপাশি মহিলা প্রিমিয়ার লিগ সেই ছাইচাপা আগুনেই কার্যত একরাশ অক্সিজেন এনে দিয়েছে। পাশাপাশি ২০২৩ সালে বিসিসিআইের একটা সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছে যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গি। বোর্ডের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পুরুষ ক্রিকেটারদের সমান মহিলা ক্রিকেটারদেরও টাকা দেওয়া হবে। সেকারণে দেশের ছোট ছোট মেয়েরা আরও বেশি করে এই খেলায় ঝোঁক বাড়াচ্ছে।

ইস্টবেঙ্গল এখন অনেক ভাল জায়গায় : ব্রুজো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বেঙ্গালুরু এফসি-র শেষ মুহূর্তের পেনাল্টি গোলে আইএসএলে প্লে অফের দৌড় থেকে তাঁর দল ছিটকে গেলেও ইস্টবেঙ্গলের স্প্যানিশ কোচ অস্কার ব্রুজো মনে করেন, দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকসের লাল কার্ড দেখার ঘটনাই তাদের চলতি লিগে সেরা ছয়ে দৌড় থেকে ছিটকে দিল। এবারের আইএসএলে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচে বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে ১-১ ড্র হওয়ায় তাদের প্লে-অফের যাওয়ার যাবতীয় রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ম্যাচের ১১ মিনিটের মাথায় যে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন রাফায়েল মেসি বৌলি, সেই গোলেই ৯০ মিনিট পর্যন্ত এগিয়ে ছিল মশাল-বাহিনী। প্রথমার্ধের শেষে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকস। ফলে ম্যাচের অর্ধেকেরও বেশি সময় তারা ১০ জনে খেলে। কিন্তু ৯০ মিনিটের মাথায় নিজেদের বক্সে নিশু কুমারের হ্যান্ডবল এক অসাধারণ জয়ের দোরগোড়া থেকে ফিরিয়ে আনে লাল-হলুদ বাহিনীকে। ম্যাচের পর সাংবাদিকদের কোচ অস্কার ব্রুজো বলেন, 'আমাদের সেরা ছয়ের বাইরে থাকার প্রধান কারণ আমাদের ১জন খেলোয়াড়ের অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়া, যা কখনওই হওয়া উচিত ছিল না। যখন দল আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল, আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছিল, সুযোগ তৈরি করছিল, খেলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল, সমর্থকেরাও আমাদের পাশে ছিল। তখন সেই মুহূর্তেই আমাদের সেরা ছয়ে থাকার সম্ভাবনা শেষ করে দেয়'। দলের এই পারফরম্যান্সে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন তাদের স্প্যানিশ কোচ। বলেন, 'আমার খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সের জন্য আমি গর্বিত। এই পারফরম্যান্সই আমাদের পথ দেখাচ্ছে, আর যদি আমরা এভাবেই খেলতে থাকি এবং নির্দিষ্ট কিছু জায়গায় উন্নতি করতে পারি, তাহলে আমি বিশ্বাস করি, ইস্টবেঙ্গল এখন ভাল কিছু করার জন্য প্রস্তুত'।

টুকরো

গার্ড অফ অনার পেল সবুজ মেরুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : লিগ শিল্ড জিতে মুম্বই এরিনায় গার্ড অফ অনার পেল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। তবে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধ দু'গোলে এগিয়ে গিয়েও ২-২ ড্র করল মোহনবাগান। তাও দ্বিতীয়ার্ধে দশ জনের মুম্বই!

মুম্বই এরিনায় মোহনবাগানের হয়ে প্রথমার্ধে গোল করেন ম্যাকলারেন ও পেত্রাতোস। ভালো ফর্মে না থাকলেও শেষ ২ম্যাচে জোড়া গোল পেলেন দিমি। দ্বিতীয়ার্ধেই অবশ্য ম্যাচের রং বদলে যায়। ৫৭ মিনিটে মুম্বইয়ের হয়ে ব্যবধান কমান জন টোরাল। ৮৯ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে সমতা ফেরান মুম্বই ডিফেন্ডার নাথান রড্রিগেজ। প্রায় ৩৫ মিনিট মুম্বইকে ১০ জনে পেয়েছিল সবুজ মেরুন ব্রিগেড। কিন্তু ম্যাচ জেতা হয়নি মোলিনার ছেলেদের।

ফের কলকাতায় আসতে পারেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : আর্জেন্টিনা ফুটবল টিম ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে ভারতে এসেছিল। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ভেনেজুয়েলার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছিলেন লিওমেসি। আর্জেন্টিনার হয়ে ক্যাপ্টেন হিসেবে অভিষেক হয়েছিল এই শহরেই। কলকাতাকে কি ভুলতে পারেন মেসি? প্রথম সফরে মেসি ছিলেন এক তরুণ ফুটবলার। এখন তিনি বিশ্বজয়ী ক্যাপ্টেন। আর ক্যাপ্টেন্সির শুরুটা এখানেই। সুপারস্টার মেসি যদি আবারও এই শহরে আসেন? সম্ভাবনা একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সৌজন্যে বাংলার উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্ত। কাতার বিশ্বকাপে আর্জেন্টিনার জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন গোলকিপার এমি মার্টিনেজ। তাঁকেও কলকাতায় এনেছিলেন। এর আগে মারাদোনাকেও। তা হলে মেসিই বা নন কেন! বিশেষ করে মেসির সঙ্গে তাঁর দেখা করা এবং ৪৫ মিনিটের আলোচনার পর আশার আলো দেখাই যায়।লিওনেল মেসির সঙ্গে দেখা করলেন ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্ত। বিশ্ব বাংলার দার্জিলিং টি মেসিকে উপহারও দেন বাংলার এই উদ্যোগপতি। শুধু তাই নয়। সঙ্গে মা দুর্গার ছবি উপহার দেন। সব কিছু ঠিকঠাক হলে, সামনের বছর জানুয়ারিতে কলকাতায় আসতে পারেন মেসি। তার আগে কেরলে জাতীয় দলের হয়ে প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে আসার সম্ভাবনাও আছে।দীর্ঘ ৪৫ মিনিট বাংলার ক্রীড়া উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তর সঙ্গে কথা বলেন মেসি। তাঁর সন্তানের সঙ্গে স্মরণীয় মুহূর্তও কাটান মেসি। লিওকে নিয়ে এখন থেকেই যেন কলকাতার ফুটবল প্রেমীদের স্বপ্ন দেখার শুরু।

জাতীয় দলে ফের সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বয়স ৪০ প্লাস। এখনও তিনি অপরিহার্য ভারতীয় দলে! ভারতীয় দলের আশা-ভরসার নামই যেন সুনীল ছেত্রী। অবসর নিয়েছিলেন বছরও ঘোরেনি। কিন্তু আবারও কিংবদন্তিকে দেখা যেতে পারে নীল জার্সিতে! একবছরের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদল! ফুটবল ফেডারেশনের সমাজ মাধ্যমেই এমন খবর জানানো হয়েছে। এক্স হ্যান্ডেলে জানানো হয়, 'অধিনায়ক, নেতা, কিংবদন্তি- তিনি আবার ফিরবেন জাতীয় দলের জার্সিতে। মার্চ থেকে ফিফার

আন্তর্জাতিক উইন্ডো শুরু। সেখানেই তিনি যোগ দেবেন জাতীয় দলে।' ১৯ বছর ধরে সুনীল খেলছেন ভারতের জার্সিতে। ১৫০ ম্যাচে রয়েছে ৯৪ গোল। স্ট্রাইকারের অভাব কি টের পেল ভারতীয় ফুটবল সংস্থা? চলতি মাস থেকেই জাতীয় দলে আবার যোগ দেবেন তিনি। চলতি মাসেই এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে নামবে ভারত। সেই শিবিরেই থাকবেন সুনীল। ১৯ মার্চ শিলংয়েই মলদ্বীপের বিরুদ্ধে ভারত একটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে। এরপর আগামী ২৫ মার্চ এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম ম্যাচ।

লোন শোধ করতে না পেরে চাপে প্রাক্তন ফুটবলার

নিজস্ব প্রতিনিধি : তাঁর সোনালী গোলেই ১৯৯৭ সালে মণিপুরকে হারিয়ে মহিলাদের জাতীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। দুটো পা সমানে চলত। ক্লাব পর্যায়েও সাফল্য রয়েছে। কিন্তু তিনি পুরুষ না মহিলা সেই বিতর্কে আটকে ফুটবলজীবনটাই শেষ হয়ে গিয়েছিল চিরকালের মতো। সেদিনের বন্দনা পাল আজকের বনি। একটি বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে লোন নেওয়া টাকা শোধ করতে না পারার অভিযোগে রবিবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয় সেই প্রাক্তন ফুটবলারকে। আগামী মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে উঠবে মামলা। বন্দনার দিদি শঙ্করী পাল বলেন, 'বনিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। চাকরি নেই। সহায় সম্বলহীন অবস্থা। যতদিন চাকরি ছিল কিছু টাকা শোধ করেছে। কিন্তু এখন ও নিজেও অসুস্থ। চাকরিও নেই। কী যে করব! ১৯৯৪-২০০০, এই ৬ বছরের ফুটবল জীবন তাঁর। ফুটবল থেকে ছিটকে যাওয়ার পর ২০০৭ সালে লিঙ্গ পরিবর্তন করে বন্দনা হয়ে যান বনি। বিয়ে করেন। সমালোচনার ঝড় ধেয়ে আসে। দূরত্ব বাড়ে বাড়ির সঙ্গে। চলে যান শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায়। সেখানে প্রতিমা তৈরির কাজ করতেন। পরে ফিরে আসেন গোবরডাঙায়। সেই বন্দনা ওরফে বনিকেই গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

জেলায় জেলায় টক্কর

সাঁইকে মাঠ দিল জেলাপরিষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া(সাঁই) কবিগুরু ক্রীড়াঙ্গনকে মাঠ দিল বীরভূম জেলাপরিষদ। মউ চুক্তি ভিত্তিতে শর্তসাপেক্ষে তিরন্দাজি অনুশীলনের জন্য মাঠ দেওয়া হল। ৩১ মার্চের মধ্যে তিরন্দাজদের অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে। বীরভূম জেলাপরিষদের সভাধিপতি ফইজুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, 'আমাদের কাছে মাঠ চেয়ে আবেদন করেছিল । আমি অতিরিক্ত জেলাশাসকদের সঙ্গে কথা বলে ১ বছরের চুক্তিতে মাঠ দিলাম ।' লোকসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রয়াত সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় বোলপুর লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ থাকাকালীন স্থানীয় ডাকবাংলো মাঠে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া বা সাইয়ের শাখা গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। ২০০৪ সালে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। ২০ বিঘা এলাকায় শুরু হয় কাজ। প্রথমে প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। পরে ধাপে ধাপে আরো বরাদ্দ করা হয়। ২০০৭ সালে কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ওই বছরের ২৪ অক্টোবর সাইয়ের অধীনে 'কবিগুরু ক্রীড়াঙ্গন' কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন তৎকালীন লোকসভার অধ্যক্ষ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। তৎকালীন কেন্দ্রীয় যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী মণিশঙ্কর আইয়ার, রাজ্য যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া মন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী উপস্থিত ছিলেন। অ্যাথলেটিক্স শুরু হয়েই পরিকাঠামোর অভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাস্কেটবল, টেবিল টেনিস ও তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ শুরু হয়। বাস্কেটবল প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার জন্য আউটডোর ও ইনডোর স্টেডিয়াম রয়েছে। টেবিল টেনিসের জন্যও দুটি ইন্ডোর স্টেডিয়াম রয়েছে। এই রাজ্যে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কলকাতা, জলপাইগুড়ি, বোলপুর ও লেবং শাখায় সবধরনের খেলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। বোলপুর শাখা তিরন্দাজির জন্য বিখ্যাত। সাঁই কেন্দ্রে এইমুহূর্তে তিরন্দাজি প্রশিক্ষণের জন্য মাত্র ৫জন রয়েছে। বোলপুর শাখার ইনচার্জ তথা তিরন্দাজির আন্তঃরাষ্ট্রীয় কোচ হরিশ কুমার বীরভূম জেলাপরিষদকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এই কবিগুরু ক্রীড়াঙ্গন থেকে তিরন্দাজিতে প্রশিক্ষণ নিয়ে এশিয়া কাপে খেলেছে লাভপুরের সুকৃতি সূত্রধর। জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়ে সোনা জিতেছে সুকৃতি। জাতীয়স্তরে সোনা জিতেছে জুয়েল সরকার, ভারতীয় দলে খেলেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার রিমিল হেমব্রম, সিনিয়র ন্যাশনাল আর্চারিতে রুপো জিতেছে পুরুলিয়া জেলার সুজাতা মাড্ডি, ৩ বার জাতীয়স্তরে খেলেছে প্রাপ্তি বটব্যাল সহ একাধিক খেলোয়াড়। সম্প্রতি বোলপুর ডাকবাংলো স্টেডিয়াম মাঠে আয়োজিত হয় এনটিপিসি জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিয়েছিল ২৫ রাজ্য ও ৭ অঙ্গরাজ্যের তিরন্দাজরা। সংস্থার নিজস্ব কোনও মাঠ নেই তাই বীরভূম জেলা পরিষদের অন্তর্গত ডাকবাংলো মাঠের একটা দিক ঘিরে চলছিল তিরন্দাজি প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মাঠ পাওয়ায় খুশি খেলোয়াড়েরা।

যোগাসনে রাজ্যের সেরা কাকদ্বীপের বর্ণিতা ঘরামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর : দক্ষিণ ২৪ পরগণা খেলার জগতে সবসময় সাফল্য আনে। সেই সাফল্যতা এবার এলো কাকদ্বীপের বর্ণিতার হাত ধরে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ৪০তম রাজ্য বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যোগাসনে প্রথম স্থানাধিকার করলো কাকদ্বীপের বর্ণিতা ঘরামি। সেখানে জেলাস্তরে উত্তীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়, এসএসকে, এমএসকের ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের মধ্যে বর্ণিতা 'বালিকা খ' বিভাগের যোগাসন প্রতিযোগিতায় সোনা জিতেছে। সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি স্টেডিয়াম মাঠে ওই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বর্ণিতা কাকদ্বীপের সীতারামপুর জুনিয়র

বেসিক স্কুলের ছাত্রী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শাশ্বতী রায় মণ্ডল বলেন, 'বর্ণিতা চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী। পড়াশোনাতেও খুব মেধাবী। ২০২৪ সালেও সে রাজ্য স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণ পদক পেয়েছিল। জাতীয় স্তরে যোগাসন প্রতিযোগিতার জন্য বর্ণিতার আরও ভালো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করেন স্কুলের শিক্ষিকারা। তার বাবা একটি বেসরকারি সংস্থার অস্থায়ী কর্মী। তাই সরকারি সহযোগিতাও চাইছে তার স্কুল।' বর্ণিতার যোগাসনের প্রশিক্ষক অরিন্দম ঘাঁটা বলেন, 'বর্ণিতা খুবই পরিশ্রমী। যোগাসনের সমস্ত নিয়ম মেনে সে অনুশীলন করেছে বলেই আজ তার এই সাফল্য এসেছে। তার এই সাফল্য খুশি এলাকার মানুষ।'

মহিলাদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ দিনাজপুর : বর্তমান সময়ে নারী সুরক্ষা সারা ভারতবর্ষ তথা এই রাজ্যে বিরাট প্রশ্নের মুখে। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শিশু কন্যার পাশাপাশি যে কোন বয়সের নারীদের সাথে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, চাকুরিস্থল, এমনকী তার পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেও যৌন নির্যাতন, ধর্ষণ, গণ ধর্ষণ ও খুন হয়ে চলেছে। তাই মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করার লক্ষ্যে ওয়ার্ল্ড ট্র্যাডিশনাল শোতোকান ক্যারাটে ফেডারেশনের(নর্থ বেঙ্গল), দক্ষিণ দিনাজপুর শাখার প্রধান প্রশিক্ষক শংকর কুমার মণ্ডল সমাজের সর্বস্তরের মহিলাদের নিয়ে দুর্গা বাহিনী গড়ে তুলেছেন বালুরঘাট টাউন ক্লাব ময়দানে। প্রতি রবিবার করে বিকেলে চারটে থেকে সাড়ে ছটা পর্যন্ত ২০০-এর বেশি মহিলাকে আগামী ৫ বছরের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গোপালগঞ্জে রাজীব গান্ধী যুব কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দোতলায় প্রতি বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা থেকে ৭টা পর্যন্ত এবং প্রতি রবিবার সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত মহিলাদের নাম নথিভুক্ত সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হচ্ছে। আগামী ৫ বছরের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবেশ মূল্য ফ্রি করা হয়েছে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। শিহান শংকর কুমার মণ্ডল ডিরেক্টর অ্যান্ড চিফ ইন্সট্রাক্টর ওয়ার্ল্ড ট্র্যাডিশনাল শোতোকান ক্যারাটে ফেডারেশন(নর্থ বেঙ্গল) মহিলাদের স্বশক্তিকরণ করার লক্ষ্যে সমাজের সকল বয়সী মহিলাদের এই দুর্গা বাহিনীতে অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান করেছেন।

কালনায় বড়দের হাঁটা প্রতিযোগিতা

দেবাশিস রায়, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা শহরে বড়দের হাঁটা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল ২ মার্চ রবিবার সকালে। উদ্যোক্তা ছিল কালনার পল্লীবাসী নামক একটি পত্রিকা। প্রতিযোগিতায় ৩০ থেকে ৮৩ বছর বয়সী পুরুষ ও মহিলা মিলিয়ে মোট ৬টি বিভাগে ৪৯ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। কালনা শহরের সুইমিং পুলের গেট থেকে প্রতিযোগিতাটি শুরু হয়েছিল। তারপর বয়স ভেদে বিভাগ অনুযায়ী নির্ধারিত বিভিন্ন জায়গায় প্রতিযোগিতা শেষ হয়। এজন্য সর্বাধিক দূরত্ব নির্ধারিত ছিল দেড় কিলোমিটার। প্রতিয়োগিতায় প্রতিটি বিভাগে প্রথম থেকে তৃতীয় স্থানাধিকারীদের সম্মানিত করা হয়। প্রখ্যাত ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে অতি সাধারণ পরিবারের গৃহবধূ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, শ্রমজীবী প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এদিনের প্রতিযোগিতাটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। বিশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন দুজন মাস্টার্স অ্যাথলিট রাধেশ্যাম দাস এবং সন্ধ্যা পাখিরা, ক্রীড়া শিক্ষক ব্রজনাথ ঘোষ প্রমুখ। শহরের অন্যতম প্রবীণ বাসিন্দা প্রণবকুমার বিশ্বাস তাঁর তিরাশি বছর বয়সটাকে ফুৎকারে উড়িয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে সকলকে তাক লাগিয়ে দেন। কর্মসূচিটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন শহরের তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী স্বাগতা কর্মকার। পল্লীবাসী পত্রিকার সম্পাদক তরুণ সেন বলেন, 'পাঁচ বছর আগে কালনা কলেজ হস্টেল মাঠ থেকে সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতা শুরু করেছিলাম। পরিবারে প্রবল ব্যস্ততা সহ বিভিন্ন কারণে বড়দের মধ্যে অনেকেরই স্বাভাবিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য অনেকটাই কমে গিয়েছে। তাঁদের মনে একটা গ্লানি চাপা থাকে। মূলত তাঁদেরকে আনন্দের জন্যই এধরনের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা।' এশিয়া সেরা তথা জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাঁতারু সায়নী দাসের পিতা রাধেশ্যাম দাস বলেন, 'বড়দের জন্য এটা খুব ভালো উদ্যোগ। আশা করছি আগামি বছর সকলের সহযোগিতায় আরও বড় মাপের প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতেই পারে।'

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com